উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮৫,৫২৪.৮৪ (-৪২.৬৪)

নিফটি : ২৬,১৭৭.১৫ (-৪.৭৫)

প্রার্থী বদল হুমায়ুনের

প্রার্থী ঘোষণা করেও পিছু হটলেন হুমায়ুন কবীর। বালিগঞ্জ কেন্দ্রে নিশা চট্টোপাধ্যায়কে জনতা উন্নয়ন পার্টি (জেইউপি)-র প্রার্থী করা হচ্ছে না বলে মঙ্গলবার ঘোষণা করলেন তিনি। » ৫

মেঘেদের রাজ্যে বৃষ্টির আকাল!

মৌসিনরামের চিরচেনা ছবিটা কি এবার বদলে যেতে চলেছে? গবেষণা বলছে, মানুষের তৈরি মারাত্মক বায়ু দূষণ বা 'অ্যারোসল'-এর করাল গ্রাসে মেঘেদের বাড়ি মৌসিনরামেও বৃষ্টির দাপট ক্রমশ কমছে। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৫°	১২°	২৬°	১৩°	২৬°	১৩°	২৩°	১২°

শেষমুহূর্তে সরানো হল 'দর্শকহীন' বিরাট-ম্যাচ » ১১

শিলিগুড়ি ৮ পৌষ ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 24 December 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 215

প্রতিবাদের দুই পার, দুই ভাষা

গানে গানে ও চোখে চোখে। ঢাকায় ছায়ানটের সামনে ভাঙচুরের প্রতিবাদ শিল্পীদের। দীপুচন্দ্র দাসকে হত্যার প্রতিবাদ হিন্দু জাগরণ মঞ্চের এক তরুণীর। কলকাতায়। -এএফপি ও পিটিআই

নৈরাজ্যের পাহাড়ে নিশ্চুপ রাজ্য

পর্যটনে প্রমাদ

দীপ সাহা

শিবঠাকুরের আপন দেশে, আইন কানুন সর্বনেশে।

ক'দিন ধরে গাড়ি চলাচল নিয়ে পাহাড়-সমতলের চালকদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে, তা সুকুমার রায়ের 'একুশে আইন' কবিতাকেই বারবার মনে করাচ্ছে। একই রাজ্য, একই পারমিট। অথচ সমতলের গাড়ি পাহাড়ে পর্যটকদের ঘোরাতে পারবে না বলে ফতোয়া জারি। একদিন-দু'দিন নয়, দিনের পর দিন এই 'একুশে আইন' জারি দার্জিলিংজুড়ে। যার খেসারত দিতে হচ্ছে সাধারণ পর্যটকদের। বেড়াতে এসে গুনতে হচ্ছে অতিরিক্ত গাঁটের কড়ি।

গোটা ভূ-ভারতে আর কোথাও এমন অদ্ভুত নিয়ম নেই। কেরল বলুন, মেঘালয় বলুন, রাজস্থান কিংবা মধ্যভারতের যে কোনও অংশ- অবলীলায় একই গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়ানো যায় রাজ্যের যে কোনও প্রান্তে। কোনও কোনও জায়গায় তো অন্য জায়গার গাড়িও চলে যাচ্ছে পারমিট থাকলে। ব্যতিক্রম শুধু বাংলা, আরও স্পষ্ট করে বললে দার্জিলিং পাহাড়। আশ্চর্যের বিষয়, প্রায় এক মাস ধরে কার্যত অচলাবস্থা চললেও রাজ্য সরকারের সদর্থক কোনও ভূমিকা চোখে পড়ছে না। স্থানীয় প্রশাসনের ওপরই সবটা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু হুমকি-পালটা হুমকিতে পরিস্থিতি যেদিকে এগোচ্ছে, তাতে এর স্থায়ী সমাধান করা স্থানীয় প্রশাসনের হাতের বাইরে। ফলে এটা শুধু আর প্রশাসনিক ব্যর্থতা নয়, বরং বৃহত্তর অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকটেরও ইঙ্গিত দিচ্ছে।

ইস্যুটি যখন মাথাচাড়া দিয়েছে, তখন দুয়ারে কড়া নাড়ছে বড়দিন ও নববর্ষ। প্রতিবার এই সময় পাহাড় কার্যত পর্যটকের ভিড়ে ঠাসা থাকে। এমন একটা সময় চালকদের এই দ্বন্দ্ব ভুল বার্তা দিচ্ছে পর্যটনমহলে। পরিবার, পরিজন নিয়ে বেড়াতে এসে যদি হেনস্তার শিকার হতে হয়, এই ভেবে মুখ ফেরাচ্ছেন পর্যটকরা। অনেকেই হয়তো ভাবছেন, এক মরশুমে ব্যবসা মাটি হলে আর কী এসে যায়! পরের মরশুমে পুষিয়ে নেওয়া যাবে। গলদটা এখানেই। ভিনরাজ্যের এজেন্টরা কিন্তু এখন থেকেই মুখ ফেরাতে শুরু করেছেন। সুতরাং এর প্রভাব যে দীর্ঘমেয়াদি হবে, তা নতুন করে বলার নয়।

পাহাড় ও সমতলের এই পরিবহণ সংকটের মূলে উঠে আসছে 'সিন্ডিকেটরাজ' এবং এলাকা দখলের লড়াই। সমতলের চালকদের অভিযোগ, পাহাড়ের নির্দিষ্ট কিছু পয়েন্টে তাদের গাড়ি দাঁড় করাতে দেওয়া হচ্ছে না কিংবা যাত্রী তুলতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। অথচ পাহাড়ের গাড়ি বিনা বাধায় সমতল থেকে যাত্রী নিচ্ছে। অন্যদিকে, পাহাড়ের চালক ও সংগঠনগুলোর যুক্তি, বাইরের গাড়ি পাহাড়ের সংকীর্ণ রাস্তায় যত্রতত্র পার্কিং ও যাত্রী পরিবহণ করলে স্থানীয় চালকদের রুটিরুজিতে টান পড়ছে। এই একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম করার লড়াইয়ে সাধারণ মানুষ আজ দিশেহারা। দার্জিলিং, কালিম্পং বা কার্সিয়াং থেকে শিলিগুড়িতে চিকিৎসার জন্য আসা রোগী হোক কিংবা সমতল থেকে পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়া পর্যটক- প্রত্যেকেই কোনও না কোনওভাবে এই টানাপোড়েনের শিকার। মাঝরাস্তায় পর্যটকদের গাড়ি থেকে নামিয়ে দেওয়া কিংবা স্ট্যান্ডে গাড়ি ঢুকতে না দেওয়ার মতো ঘটনাগুলো যেভাবে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ছড়াচ্ছে, তাতে আন্তর্জাতিক পর্যটন মানচিত্রে দার্জিলিংয়ের ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত হচ্ছে।

এরপর দশের পাতায়

আলোয় সেজেছে শৈলশহর। মঙ্গলবার মৃণাল রানার তোলা ছবি।

অন্তর্ধান রহস্য

আত্মসমর্পণ এড়াতে মরিয়া বিডিও

সুপ্রিম-আবেদনের প্রস্তুতি

রিমি শীল

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর : একদিন পার। হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী হাতে আর দু'দিন। নির্দেশ দেওয়ার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মন এখনও নীরব। নির্দেশ শোনার সঙ্গে সঙ্গে অফিস ছেড়েছিলেন সোমবার। মঙ্গলবার সারাদিনে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জে তাঁর অফিসে আর ফেরেননি। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে, তিনি কি হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করবেন?

তিনি কিছু না বললেও তাঁর আইনজীবীরা ইঙ্গিত দিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার পরিকল্পনা আছে বিডিও'র। তার প্রস্তুতি চলছে বলে বারাসত আদালতে তাঁর আইনজীবী অমিত চক্রবর্তী মঙ্গলবার জানিয়েছেন। হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানাতেই তাঁর এই পরিকল্পনা। সুপ্রিম কোর্টে এখন অবকাশ চলছে। তাহলে মামলার কি ই-ফাইলিং হবে? অমিত শুধু বলেন, 'পরিকল্পনা করা হচ্ছে।'

হাইকোর্টে অভিযুক্তের আইনজীবী অভীক ঘটক বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার বিষয়টি মক্কেল এবং নিম্ন আদালতে তাঁর আইনজীবীর ওপর অনেকাংশে নির্ভর করছে। নিম্ন আদালতের আইনজীবীই ব্রিফিং করেছিলেন।' রাজ্য সরকার অবশ্য পালটা প্রস্তুতি হিসেবে সুপ্রিম কোর্টে ক্যাভিয়েট দাখিল করে ফেলেছে। সরকারের এক সূত্রের বক্তব্য, 'বিডিও সুপ্রিম কোর্টে গেলে আমাদের বক্তব্য ছাড়া যাতে শুনানি না হয় তাই প্রস্তুতি নিয়ে রাখা হয়েছে।'

যদিও সোমবার হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ ওই বিডিও'র জামিন খারিজ করতে গিয়ে যে ১৮ পাতার নির্দেশ দিয়েছেন,

এরপর দশের পাতায়

বিচারপতির বাণ

এমনও প্রত্যক্ষদর্শী রয়েছেন, যিনি দত্তাবাদের স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যাকে অত্যাচার নিজের চোখে দেখেছেন

অপরাধ সংগঠনের জন্য বিডিও তাঁর সরকারি পদ ব্যবহার ও মিথ্যা তথ্য তৈরি করে তদন্তে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন

বিডিও তাঁর সরকারি পদ নিয়ে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী ছিলেন বলে আইন নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন

দরজা বন্ধ বিডিও'র ঘরের।

অফিসে এলেন না প্রশান্ত

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ২৩ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার অফিসে এলেন না রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মন। জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে যাওয়ার পর এদিন তিনি আর ফোনও ধরেননি। সোমবার রায় ঘোষণার পর অবশ্য তিনি জানিয়েছিলেন, রায়ের কপি হাতে পাওয়ার পরই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন। এই পরিস্থিতিতে বিডিও আত্মসমর্পণ করেন কি না, তা নিয়ে গোটা জেলায় কৌতূহল রয়েছে।

বদলি আটকে রাজগঞ্জে থেকে যাওয়া এবং কলকাতায় এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে খুনে অভিযুক্ত বিডিও-কে নিয়ে অস্বস্তিতে ব্লক অফিসের কর্মীরাও। বিডিও গত কয়েক মাস ধরেই অফিসে অনিয়মিত। ব্লকের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রাথমিক স্কুলগুলিতে তাঁর পরিদর্শনও অনেক কমেছে। সোমবার হাইকোর্টে নিম্ন আদালতের পাওয়া আগাম জামিন খারিজ হলেও ওইদিন দুপুরে ফাটাপুকুর সারদামণি উচ্চ বিদ্যালয়ের একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তিনি।

বিডিও অফিসের এক কর্মীর কথায়, চরম অস্বস্তির মধ্যে দিন কাটছে আমাদের। কোনও কাজে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসগুলিতে গেলে অনেকেই জানতে চাইছেন, বিডিও'র কী হল? যেটুকু জানি খবরের কাগজ, সংবাদমাধ্যমের দৌলতে। বিডিও অফিসের একাধিক কর্মী বলছেন, অফিসের কাজেও বেশ কিছু সমস্যা হচ্ছে। ব্লক অফিসের কিছু নির্দিষ্ট কর্মসূচি থাকে। সেগুলোর কাজও ব্যাহত হচ্ছে। এরকম অস্বস্তিতে থাকলেও ভয়ে মুখ খুলছেন না কেউ।

রাজগঞ্জে বিডিও'র পদে যোগ দেওয়ার পরেই প্রশান্ত একের পর এক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। প্রকাশ্যে ক্যামেরার সামনে স্বাস্থ্যকর্মী, প্রাথমিক শিক্ষক এবং গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের কর্মীদের ধমক দিয়ে খবরের শিরোনামে চলে আসেন। কিন্তু ব্লক অফিস সূত্রেই জানা গিয়েছে, গত ২৮ জুলাই তাঁকে ফাটাপুকুর জুনিয়ার বেসিক প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে দেখা গিয়েছিল। সেখানে তিনি বাচ্চাদের সঙ্গে বসে ডিম-ভাত খান। তারপর থেকে আর তাঁকে নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে দেখা যায়নি। রাজগঞ্জের সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েকটি গ্রামে লেপ্টোস্পাইরা দেখা দিলে ১৪ অগাস্ট রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে পরিদর্শনে গেলে রোগীদের

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

বান্ধবীকে গণধর্ষণে ২০ বছর কারাদণ্ড

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : কলেজ ছাত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায় তাঁর দুই বন্ধুকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত। কলেজ থেকে বিকালে বাড়ি ফেরার সময় বান্ধবীকে তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে দুই বন্ধু শুনসান এলাকায় নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেছিল। ২০২৩ সালের ৭ জুনের সেই ঘটনায় দেড় বছর শুনানি চলার পর মাটিগাড়া থানা এলাকার বাসিন্দা অলয় রায় ও বিশাল মহন্ত নামে দুই অভিযুক্তকে সোমবার দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের বিচারক পি শেরিং ইয়াংচি লেপচা দুজনকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের পাশাপাশি ৫০ হাজার টাকা করে জরিমানা করেছেন।

দোষী সাব্যস্ত দুজনই পড়ুয়া। মাটিগাড়া এলাকার বাসিন্দা অলয় ও বিশালের বিরুদ্ধে ওই তরুণীর পরিবার ঘটনার দিনই মাটিগাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগ ছিল, ওই ছাত্রীকে একটি তুঁতবাগানে নিয়ে যাওয়া হয়। যেখানে আশপাশে কেউ ছিল না। ছাত্রী গোটা ঘটনা তাঁর পরিবারে জানান। অভিযোগ পেয়ে ওই রাতেই পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করেছিল।

এরপর দশের পাতায়

কথায় কথায়

বাস্তবে কত ঘুসপেটিয়া ধরা পড়ল এসআইআরে

আশিস ঘোষ

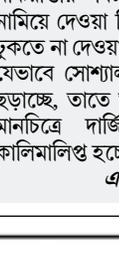

যে কথা আমরা এতদিন শুনে এসেছি- সীমান্তের ধারের জেলাগুলোতে অনুপ্রবেশকারীরা গিজগিজ করছে, পাড়ায় পাড়ায় কোটি কোটি রোহিঙ্গা ঘুরে বেড়াচ্ছে, ভোটার লিস্টের খসড়া অন্তত সেকথা বলছে না। 'ঘুসপেটিয়ারা' সব মুসলিম এবং তারা জনবিন্যাস পালটে হিন্দুদের সাফ করে দেবে বলেও জনে জনে আমাদের শুনিয়েছেন বিজেপির ছোট-বড় নেতারা।

তাই আগ্রহ নিয়ে খসড়ায় চোখ বুলিয়ে দেখছি, বাস্তবটা একেবারে অন্যরকম। বরং এইসব সীমান্ত লাগোয়া জেলাগুলোতে বৈধ কাগজপত্র আছে, এমন বাসিন্দার সংখ্যা বরং অনেক বেশি। বারবার ঘুরে-ফিরে মুর্শিদাবাদের কথা শুনিয়েছেন পদ্ম শিবিরের লোকজন। সেই মুসলিমপ্রধান জেলার একাধিক কেন্দ্রে দেখা যাচ্ছে, বাসিন্দাদের ম্যাপিংয়ের হার অনেক বেশি। ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম নেই নামমাত্র লোকের।

এরপর দশের পাতায়

করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দলের মতো হিন্দু সংগঠনগুলি। এতে ক্ষুব্ধ বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। যদিও মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে পালটা তলব করে নয়াদিল্লি। বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে ভারতের অসন্তোষের কথা তাঁকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয় বিদেশমন্ত্রক।

দূতাবাসগুলির সামনে বিক্ষোভকারীদের হাতে ব্যানার ও প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল 'হিন্দু রক্তের এক এক ফোঁটার হিসাব চাই। বাংলাদেশে হিন্দুদের হত্যা করা হচ্ছে। ভারত রাম ও কৃষ্ণের দেশ। আমরা কাউকে হত্যা করি না। কিন্তু আমাদের বোন ও কন্যারা সেখানে ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন।' বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর নির্যাতন বেড়েই চলেছে। দীপু দাসের হত্যাকাণ্ড তার ভয়াবহ উদাহরণ।

নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ দূতাবাসের বাইরে পুলিশ ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল।

এরপর দশের পাতায়

দূতাবাসে বিক্ষোভ, অসন্তুষ্ট ঢাকা

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর : নয়াদিল্লি হোক বা কলকাতা, বাংলাদেশের হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ কঠোর হাতে মোকাবিলা করেছে সরকার। দেশের রাজধানীতে কেন্দ্র ও কলকাতায় রাজ্য হাইকমিশনগুলির সুরক্ষায় সর্বোচ্চ পদক্ষেপ করেছে। নয়াদিল্লি ও কলকাতা- দুই জায়গাতেই এমনকি নিজের দেশের বিক্ষোভকারীদের ওপর লাঠি চালায় পুলিশ।

এমন কঠোর পদক্ষেপ সত্ত্বেও হাইকমিশনগুলির সামনে বিক্ষোভকে অস্ত্র করে ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টিতে মরিয়া ঢাকা। বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত প্রণয় ভার্মাকে মঙ্গলবার তলব করেছিল সেদেশের বিদেশমন্ত্রক। বাংলাদেশের বিদেশসচিব আসাদ আলম সিয়াম সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ তাঁকে তলব করেন। শুধু দূতাবাস ও উপদূতাবাসে নয়, শিলিগুড়ির বাংলাদেশ ভিসা অফিসেও হিন্দুত্ববাদীদের চড়াও হওয়ার ঘটনার নিন্দা করেছে ঢাকা।

নয়াদিল্লি, কলকাতা ও আগরতলায় বাংলাদেশ দূতাবাসের বাইরে মঙ্গলবার মূলত বিক্ষোভ

উভয় দেশের কূটনৈতিক চাপ

তেজহীন সূর্য, শীতের কাঁপনে শিলিগুড়ি

বছর শেষের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আমরা। দরজায় কড়া নাড়ছে বড়দিন। তার ঠিক আগেই উত্তরবঙ্গজুড়ে শীতের আমেজ। দার্জিলিং হোক বা দিনাজপুর, সব জায়গাতেই কাঁপন ধরাচ্ছে উত্তুরে হাওয়া। সকাল হোক বা সন্ধে, জরুরি কাজ ছাড়া গৃহবন্দিই থাকতে পছন্দ করছে আমজনতা। আগামী কয়েকদিন শীত যে আরও গাঢ় হবে, সেই পূর্বাভাসও মিলছে।

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : সকাল ৯টাতেও হিলকার্ট রোডে নেই কোনও যানজট। যে গাড়িগুলির চাকা গড়াচ্ছে, প্রত্যেকটিরই হেডলাইট জ্বলছে। উষ্ণতার জন্য আগুন জ্বলছে পাড়ায় পাড়ায়। মরশুমে প্রথম। আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য বলছে, '২৫-কে বিদায় জানানোর আগে চলতি শীতে এদিনই ছিল সবচেয়ে বেশি ঠান্ডা। শহর শিলিগুড়ির এদিনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে ২০.২ এবং ১২.০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তবে ডিসেম্বরের রেকর্ড ভাঙতে পারেনি এদিনের তাপমাত্রা। এখন পর্যন্ত গত বছরের ১২ ডিসেম্বর সবচেয়ে শীতল। তবে আবহাওয়ার যা মতিগতি, তাতে ওই রেকর্ড ভেঙে নতুন রেকর্ড শুধু সময়ের অপেক্ষা। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলছেন, 'হিমালয় সংলগ্ন এলাকায় একটি শক্তিশালী পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রবেশের অনুকূল পরিবেশ তৈরির পাশাপাশি উত্তুরে হাওয়ার প্রকোপে তাপমাত্রার পতন ঘটেছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দিনের তাপমাত্রা আরও হ্রাস পেতে পারে।'

আর কবে? জাঁকিয়ে শীতের অনুপস্থিতিতে ক'দিন আগেও এই প্রশ্নটা শোনা গিয়েছিল শিলিগুড়ির শহর থেকে গ্রাম, সর্বত্র। কিন্তু মঙ্গলবার সকালে সর্বত্র ছিল নতুন প্রশ্ন, 'আজ কি সূর্যের মুখ দেখা যাবে না?' সাড়ে ১০টার পর সূর্যের ঝিলিক দেখা গিয়েছে বটে, কিন্তু তার স্থায়িত্ব ছিল না বিকেল পর্যন্ত। তেজও ছিল অনুপস্থিত। ফলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের পতন ঘটায় শিলিগুড়ির অবস্থা ছিল জবুথবু। অত্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে পা রাখতে চাননি তেমন কেউই। যে কারণে ফুলেশ্বরী থেকে হায়দরপাড়া, শান্তিনগর থেকে জলপাই মোড়, সকালের বাজারগুলিতে দুপুরেও তেমন ভিড় ছিল না। অধিকাংশ হেঁশেলের ভরসা হয়ে ওঠে ডিম অথবা পনির।

যদিও গত কয়েকদিন ধরে পর্যায়ক্রমে তাপমাত্রার পতন ঘটছিল। উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে আসা কুয়াশার হালকা আস্তরণ শহরে থাকলেও, গ্রামীণ এলাকা ছিল ঘন কুয়াশায় মোড়া। মঙ্গলবার পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়। কুয়াশার চাদর সরিয়ে নিজের তেজের অস্তিত্ব জানান দিতে পারেনি সূর্য। সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ঝোড়ো ব্যাটিং করে উত্তুরে হাওয়া। ফলে হিলকার্ট রোড, বিধান রোড, সেবক রোডের মতো অত্যন্ত ব্যস্ততম রাস্তাগুলিও সকালের দিকে কার্যত ফাঁকা ছিল। রাস্তাতে যাঁরা পা রেখেছিলেন, প্রত্যেকেই শরীরে চাপিয়েছেন মোটা জ্যাকেট, সোয়েটার। মাফলার, টুপিতে মাথা ও গলা ঢেকে ঠান্ডা থেকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন। তবে হাসি ফিরেছে ভুটিয়া মার্কেট,

এরপর দশের পাতায়

আগুনের পরশমণি। শিলিগুড়ি শহরে। ছবি : সূত্রধর

৩ বছরেই গানের তারকা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : বয়স তিন ছুঁইছুঁই। তবে বয়স যে শুধুমাত্র সংখ্যা, তা প্রমাণ করে দিল শিলিগুড়ির সূর্য সরকার। একটি বেসরকারি স্কুলে প্রি-নাসারিতে পড়াশোনা করছে সূর্য। মুখে হয়তো তার এখনও সব কথা স্পষ্ট নয়। তবে গান গাইতে গেলে মিস হবে না এক লাইনও! সুরে সুর মিলিয়ে আধো-আধো উচ্চারণে গান গেয়ে ইতিমধ্যেই তাবড়-তাবড় শিল্পীদের ভালোবাসা ও আশীর্বাদ পেয়েছে সে। জাতীয় মঞ্চে দাঁড়িয়ে বাবার সঙ্গে যুগলবন্দিতে গান করেছে সে। মঞ্চে তার চলন, হাসি, গান, গান গাইতে গাইতে মাইক অডিয়েন্সের দিকে এগিয়ে দেওয়ার ধরন দেখলে মনে হবে গান যেন তার কতকালের আপন! এই বয়সেই রূপম ইসলাম, জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে মঞ্চে দাঁড়িয়ে যুগলবন্দিতে গান গেয়েছে সূর্য।

মধ্য শান্তিনগরের সূর্যকে নিয়ে পরিবারের চোখে এখন অনেক স্বপ্ন। সূর্যর গান শুনে মুগ্ধ হয়েছেন

বাবা দেবজিৎ সরকারের সঙ্গে মঞ্চে গান গাইছে সূর্য।

গায়িকা অন্তরা মিত্র, শুভমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোময় ভট্টাচার্য, রূপঙ্কর বাগচী, শান্তনু মৈত্র, মিস জোজো, রথীজিৎ ভট্টাচার্যের মতো তাবড়-তাবড় শিল্পী। সূর্যর দাদু দেবাশিস সরকার একসময় গান লিখতেন, সুর দিতেন। সূর্যর

> ও বরাবরই গান ভালোবাসে। তবে এই ছোট বয়সে এতদূর পৌঁছে যাবে তা ভাবিনি। ওর অনেক গানের ভিডিও ১৫ মিলিয়ন ভিউজও পার করেছে।
>
> **দেবজিৎ সরকার** সূর্যর বাবা

বাবা দেবজিৎ সরকার বহু বছর ধরে গান-বাজনার সঙ্গেই যুক্ত রয়েছেন। ছোটবেলা থেকেই সূর্যর গানের প্রতি আকর্ষণ। চলতি বছরে 'মেলার গান' দারুণ পছন্দ করছিল সে। মে মাসে বাবার সঙ্গে গানটি গেয়েও ফেলে সূর্য। সেই ভিডিও দেবজিৎ পোস্ট করেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। চার-পাঁচদিনেই মিলিয়ন ভিউজ ছাড়িয়ে যায় ভিডিওটির। ৬ নভেম্বর দেবজিতের কাছে ফোন আসে জি বাংলা থেকে। সেখানে গানের রিয়েলিটি শো-তে বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয় দেবজিৎ ও সূর্যকে। ৮ নভেম্বর সেই শো-তে রীতিমতো মঞ্চ মাতিয়ে দেয় সূর্য। খুদের ক্যারিশমায় মুগ্ধ হয়ে যান সঞ্চালক আবীর চট্টোপাধ্যায়। ১৪ ডিসেম্বর টিভিতে সেই অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়। সবার আদর-আশীর্বাদ নিয়ে ফিরে এসে এখন সেলেব্রিটি সে। নানা অনুষ্ঠানে সে গান গাওয়ার ডাক পাচ্ছে।

সূর্যর বাবা দেবজিৎ সরকার বলছিলেন, 'ও বরাবরই গান ভালোবাসে। তবে এই ছোট বয়সে এতদূর পৌঁছে যাবে তা ভাবিনি। ওর অনেক গানের ভিডিও ১৫ মিলিয়ন ভিউজও পার করেছে।' পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, ক্রিকেট খেলতে ভালোবাসে সূর্য। এছাড়াও ওর অনুরাগীরা যে বাদ্যযন্ত্রও উপহার পাঠিয়েছে, সেগুলো বাজায় সে।

তিন পাচারকারীকে সশ্রম কারাদণ্ড

মাদারিহাট, ২৩ ডিসেম্বর : একটি চিতাবাঘের চামড়া সহ দেহাংশ পাচারের অভিযোগে মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার সিজেএম আদালতের বিচারক তিনজনের সাজা ঘোষণা করেন।

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান জানালেন, তিন আসামির নাম তাপস বর্মন, দীপঙ্কর মণ্ডল এবং ভূপেন বর্মন। তিনজনকে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। এদের প্রত্যেকের বাড়ি কোচবিহার জেলায়।

বিভাগীয় বনাধিকারিক জানালেন, গতবছর ২২ মে জলদাপাড়া পশ্চিম রেঞ্জের বনকর্মীরা গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে দক্ষিণ চকোয়াখেতি থেকে তাপস এবং দীপঙ্করকে আটক করেন। তাদের কাছ থেকে একটি চিতাবাঘের চামড়া পাওয়া যায়। সেইসঙ্গে বাজেয়াপ্ত হয় একটি ছোট গাড়িও। দুজনকে হেপাজতে নিয়ে শুরু হয় তদন্ত। ৩১ মে গ্রেপ্তার করা হয় ভূপেনকে। তারপর তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে সেবছরই জুন মাসের চার তারিখে মথুরা চা বাগান থেকে চিতাবাঘের দেহাংশ উদ্ধার করা হয়। মাটির নীচ থেকে উদ্ধার হয় চিতাবাঘের মাথার খুলি, দুটি ক্যানাইন দাঁত এবং ১৭টি হাড়। জলদাপাড়া পশ্চিম রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার অয়ন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ওই অপারেশন হয়েছিল।

আলিপুরদুয়ার সিজেএম আদালতের সরকারি আইনজীবী মদনগোপাল সরকারের প্রশংসা করেছেন বিভাগীয় বনাধিকারিক পারিভন কাশোয়ান। এই সাজা ঘোষণা বন্যপ্রাণীদের রক্ষার জন্য একটি দৃষ্টান্ত, জানালেন তিনি।

রাজ্যকে বণিকসভার চিঠি

কোরা সিল্কের জিআই ট্যাগ দাবি মালদায়

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ২৩ ডিসেম্বর : মালদার সোনালি রেশম অর্থাৎ নিস্তারি সিল্কের পর এবার মালদার কাতান সিল্কের জন্য জিআই ট্যাগের আবেদন করল মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি। এই কাতান সিল্ক মালদা জেলার মানুষের কাছে কোরা সিল্ক নামে পরিচিত। সংগঠনের জেলা সভাপতি উজ্জ্বল সাহা মঙ্গলবার রাজ্য সরকার সহ জেলার বিভিন্ন দপ্তরে চিঠি পাঠিয়ে এই আবেদন করেছেন।

উজ্জ্বল রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো ওই চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, মালদার কাঁচা রেশম থেকে উৎপাদিত কাপড় প্রাচীন ইতিহাস বহন করে। এটি মালদায় গরিবের রেশম নামেও পরিচিত। এটি ছিদ্রযুক্ত রেশমগুটি থেকে তৈরি হয়, যা অনন্য আঁশযুক্ত সুতো তৈরি করে। এর কোমলীয়তা এবং স্থায়িত্বের জন্য এটি মূল্যবান।

উজ্জ্বল বলেন, 'মালদা জেলার কয়েক লক্ষ মানুষ এই পেশার সঙ্গে যুক্ত। রেশমের তৈরি কোরা সিল্কের কাপড়ের বেনারস, বেঙ্গালুরু সহ বিভিন্ন রাজ্যে কদর রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি সহ ইউরোপ, আমেরিকাতেও এর কদর রয়েছে। কিন্তু এই পেশার সঙ্গে যুক্ত বহু কারিগর বর্তমানে অর্থনৈতিক সংকটে ভুগছেন। তাই এই কাপড় যদি জিআই ট্যাগের তকমা পায় তাহলে কারিগররা অর্থনৈতিকভাবে মজবুত হবেন।'

কালিয়াচকের কোরা সিল্কের কারিগর আখতার শেখের মন্তব্য, 'কোরা সিল্ক তৈরির পেশায় এখন আর কেউ আসতে চাইছে না। কারণ খাটনির তুলনায় আয় অনেকটাই কম। তাই বহু কারিগর এখন ভিনরাজ্যে কাজ করতে চলে যাচ্ছেন। আমরা চাই রাজ্য সরকার দ্রুত জিআই তকমার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করুক।'

কাতানের উপর নকশা তৈরির কাজ করছেন এক শিল্পী।

এর আগে মালদার নিস্তারি সিল্ক জিআই তকমা পেয়েছিল। এছাড়াও শ্রীচৈতন্য স্মৃতিবিজড়িত মালদার মিষ্টি রসকদম্ব এবং সোনামুগ ডাল জিআই তকমার জন্য আবেদন করেছিল মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি। কালিয়াচকের অপর এক কোরা সিল্ক নির্মাতা আকবর শেখের বক্তব্য, 'বাজারে যেসব শাড়ি বেনারসি নামে প্রচলিত, সেইগুলি আসলে মালদার তৈরি কোরা সিল্কের উপর পালিশ করে তৈরি করা হয়। মোগল আমল থেকে এই সিল্ক তৈরি হয় মালদায়। কিন্তু এখন ক্রমশ কদর হারাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে একমাত্র জিআই ট্যাগই পারে পুরোনো ঐতিহ্য ফিরিয়ে নিয়ে আসতে।'

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়। আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

Tender Notice

E-tenders are invited for : Construction of New Office of the DMO (Ayush), Kalimpong, GTA, Tender I.D. 2025_HFW_978184_1
Last Date : 14-01-2026
For deatils visit : www.wbtenders.gov.in.
The CMOH Office, Kalimpong,
Email : cmohkalimpong1@gmail.com
Sd/-
CMOH & member Secretary, DH & FW Samity, Kalimpong

CORRIGENDUM NOTICE

1) 2025_MAD_957945_3
The above mentioned tenders date and time extension due to insufficient bidder participant, so time extension may be allow.
Bid submission closing date: 22/01/2026
Bid opening date: 27/01/2026.
Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

আরএমপিইউ-এর নিচে এসএস মেটাল ট্রেকের ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ডিবিডব্লিউএস-এনআইইটি-৪৩-২০২৫-২৬, তারিখ: ১৯-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : **কাজের নাম :** বাজ আরএমপি পিবি ৭৫৫/২৪-২৫-এর বিপরীতে অনুমোদিত ডিবিডব্লিউএস-এ একআরপি ট্রেকের পরিবর্তে আরএমপিইউ-এর নিচে এসএস মেটাল ট্রেকের ব্যবস্থা। **আনুমানিক টেন্ডার মূল্য:** ১৪,৬৫,২৩৬/- টাকা @১৮% জিএসটি সহ; **বিড সিকিউরিটি :** ১,৮৯,৩০০/- টাকা। ই-টেন্ডার ১২-০১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় **বন্ধ হবে** এবং ১২-০১-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় **খোলা হবে**। উপরের ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি ১২-০১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজার/ মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ/ডিব্রুগড়
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

যোগাযোগ পরিকাঠামোর জন্য ফাইবার ওএফসি -এর ব্যবস্থা

টেন্ডার নং : এন_০২_এইচকিউ-২০২৫-২৬; তারিখ : ১৯-১২-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **কাজের নাম :** অনুমোদিত কবচ অঞ্চলের আওতাভুক্ত এইচইউএনও সেকশনের অধীনে লামডিং ডিভিশনের কামাখ্যা-গুয়াহাটি-লামডিং সেকশনে (১৯১ আরকেএম) যোগাযোগ পরিকাঠামোর জন্য ৪ × ৪৮ ফাইবার ওএফসি -এর ব্যবস্থা। **বিজ্ঞাপিত মূল্য :** ২০,৯৪,১৬,১৪৫.৩১/- টাকা; **বায়না মূল্য :** ১১,৯৭,১০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ২১-০১-২০২৬ তারিখে ১২:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য সহ টেন্ডার নথি www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডেপুটি সিএসটিই/এইচকিউ কাম টেলি এন্ড ওয়ার্ক
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবা

সেতুর কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিসিবিএল/১৬/২০২৫/ এমএলজি তারিখ: ১৭-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: **ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেন্ডার সংখ্যা.** ডিসিবিএল২২২০২৫ এমএলজি। **কাজের নাম:** এসএসই/বিআর/শিলিগুড়ি অংশের অধীনে ২৫ টি লোডিজের দ্বারা নিউ জলপাইগুড়ি- নিউ আলিপুরদুয়ার খণ্ডের ১০১/২-৭ কিলোমিটারে সেতু নং. ১১৬ ডাউন (১× ৪৫.৭ মিটার) স্প্যানের ওপেন ওয়েব স্টীল গ্রীজ গার্ডারের নির্মাণ, যোগান এবং প্রতিস্থাপন। **আনুমানিক টেন্ডার রাশি:** ৩২,৪০,৩৩,৩২৭.৩১/- টাকা। **ডাক সুরক্ষা জমা:** ১৭,৭০,২০০/- টাকা। **ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেন্ডার সংখ্যা.** ডিসিবিএল২৩২০২৫ এমএলজি। **কাজের নাম:** এসএসই/বিআর/শিলিগুড়ি অংশের অধীনে ২৫ টি লোডিজের দ্বারা নিউ জলপাইগুড়ি-নিউ আলিপুরদুয়ার খণ্ডের ৭৫/৯-৭৬/০ কিলোমিটারেস্থিত সেতু নং. ৮৫ ডাউন (২× ৪৫.৭ মিটার), ৫২/৮-৫৩/২ কিলোমিটার স্থিত সেতু নং. ৫৯ ডাউন (৭×৪৫.৭ মিটার), ২৮/৭-৯ কিলোমিটারস্থিত সেতু নং. ২৭ আপ (২×৪৫.৭ মিটার) স্প্যানের ওপেন ওয়েব স্টীল গ্রীজ গার্ডারের নির্মাণ, যোগান এবং প্রতিস্থাপন। **আনুমানিক টেন্ডার রাশি:** ৪০,৩৬,৭১,৮৭১.৭২/- টাকা। **ডাক সুরক্ষা জমা:** ২১,৬৮,৪০০/- টাকা। **ক্রমিক সংখ্যা. ৩। টেন্ডার সংখ্যা.** ডিসিবিএল২৪২০২৫ এমএলজি। **কাজের নাম:** এসএসই/বিআর/পাণ্ডু এবং রাঙ্গাপারা নর্থের অধীনে ৫২ টি সেতুর জন্যে পরিদর্শন প্ল্যাটফর্মের ব্যবস্থা করা। **আনুমানিক টেন্ডার রাশি:** ১১,১৫,১৩,৮৮৯.১২/- টাকা। **ডাক সুরক্ষা জমা:** ৭,০৭,৬০০/- টাকা। **ক্রমিক সংখ্যা. ৪। টেন্ডার সংখ্যা.** ডিসিবিএল২৫২০২৫ এমএলজি। **কাজের নাম:** এসএসই/বিআর/ বঙ্গাইগাঁওর অধীনে ২৫ টি লোডিজের দ্বারা বাসুগাঁও-সৰিরাগ্রাম অংশের খণ্ডের ২৩৭/৭-৮ কিলোমিটারস্থিত সেতু নং. ২১৩ ডাউন (৩× ৪৫.৭ মিটার), ২০৫/৬-৯ কিলোমিটার স্থিত সেতু নং. ২৫০ ডাউন (৩×৪৫.৭ মিটার) স্প্যানের ওপেন ওয়েব স্টীল গ্রীজ গার্ডারের নির্মাণ, যোগান এবং প্রতিস্থাপন। **আনুমানিক টেন্ডার রাশি:** ২১,৬৮,৬৬,৪৮৭.৮৬/- টাকা। **ডাক সুরক্ষা জমা:** ১২,৩৪,৩০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়:** ০৯-০১-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায় **এবং খোলা যাবে:** ১৫.০৫ ঘণ্টায় উপ মুখ্য অভিযন্তা/ব্রিজ-লাইন/ মালিগাঁও, গুয়াহাটি-৭৮১০১১ (অসম) কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিওয়াই.সিই/ব্রিজ-লাইন/মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

BINA MOHIT MEMORIAL SCHOOL
MAHISHBATHAN, COOCHBEHAR
Recruitment of PG Computer Science
Eligibility Criteria
BE/B.Tech- Computer Science/ Computer Engineering/Information Technology or Equivalent
OR
MCA/M.Sc./Computer Science/ Information Technology/Masters in IT of Equivalent.
OR
M.Sc. (Computer Science) and B.Sc. (Computer Science) or BCA or equivalent.
Please send your resume at the latest by 3rd January, 2026
Email ID: binamohitmemorialschool@rediffmail.com

কাটিহার মণ্ডলে সহযোগী সিগন্যালিং কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর-এন-২০২৫-কে-৬৬ তারিখ: ১৮-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **কাজের নাম:** কাটিহার মণ্ডলের সামসি স্টেশনে য়ার্ড উন্নতকরণ কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সহযোগী সিগন্যালিং কাজ। **টেন্ডার রাশি:** ২,০৮,৪৯,১৩৬/- টাকা। **বায়না রাশি:** ২,৫৪,৩০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়:** ০৯-০১-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায় **এবং খোলা যাবে:** ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ০৯-০১-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম(এসএণ্ডটি),কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ৯৪-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: **টেন্ডার নং. ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** ডিইএন/III/রঙিয়া অধিক্ষেত্রের অধীনে রঙিয়া জং.-মাজবাত (এসএল)-টিবিসিএসআর (এইচ-বিম)-১২৭৯টি। **টেন্ডার মূল্য:** ৪,৭৬,০৭,২১৯.১৪ টাকা; **বায়নার ধন:** ৩,৮৮,০০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার** ০৯-০১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় **বন্ধ হবে** এবং ০৯-০১-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), রঙিয়া কার্যালয়ে **খোলা হবে**। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Notice Inviting e-Tender

Invited by the Secretary Jalpaiguri Zilla R.M.C. for **NIT No.: WBJALZRMC/12-SEC/JAL/2025-26, Dated19/12/2025. Tender ID- 2025_WBSMB_978324_1.** The Period of Downloading of Bidding document From 24.12.2025, 10-00 Hours (IST) and last date of submission of BID is 16.01.2026, 14-00 Hours (IST). Details may be seen from the website www.wbtenders.gov.in from 24/12/2025. For details may contact the Office of the Jalpaiguri Zilla Regulated Market Committee.
Sd/- Secretary,
Jalpaiguri Zilla RMC

Notice Inviting e-Tender

Invited by the Secretary Jalpaiguri Zilla R.M.C. for **(1) NIT No.: WBJALZRMC/03-SEC/JAL/2025-26, Dated19/12/2025. Tender ID- 2025_WBSMB_978049_1 (2) NIT No.: WBJALZRMC/04-SEC/JAL/2025-26, Dated19/12/2025. Tender ID- 2025_WBSMB_978233_1 (3) NIT No.: WBJALZRMC/05-SEC/JAL/2025-26, Dated19/12/2025. Tender ID- 2025_WBSMB_978247_1 (4) NIT No.: WBJALZRMC/06-SEC/JAL/2025-26, Dated19/12/2025. Tender ID- 2025_WBSMB_978263_1 (5) NIT No.: WBJALZRMC/07-SEC/JAL/2025-26, Dated19/12/2025. Tender ID- 2025_WBSMB_978282_1 (6) NIT No.: WBJALZRMC/09-SEC/JAL/2025-26, Dated19/12/2025. Tender ID- 2025_WBSMB_978297_1 (7) NIT No.: WBJALZRMC/10-SEC/JAL/2025-26, Dated19/12/2025. Tender ID- 2025_WBSMB_978306_1 and (8) NIT No.: WBJALZRMC/11-SEC/JAL/2025-26, Dated19/12/2025. Tender ID- 2025_WBSMB_978317_1** The Period of Downloading of Bidding document From 24.12.2025, 10-00 Hours (IST) and last date of submission of BID is 14.01.2026, 16-00 Hours (IST). Details may be seen from the website www.wbtenders.gov.in from 24/12/2025. For details may contact the Office of the Jalpaiguri Zilla Regulated Market Committee.
Sd/- Secretary,
Jalpaiguri Zilla RMC

NOTICE

E-Tender is being invited from the bonafied contractors vide **NIT. No 59/BDO/DEV/PHD/APAS/CBGP/2025-26, Dated : 26/11/2025, NIT. No 60/BDO/DEV/PHD/APAS/CBGP/2025-26, Dated : 28/11/2025, NIT. No 61/BDO/DEV/PHD/APAS/CBGP/2025-26, Dated : 03/12/2025, NIT. No 62/BDO/DEV/PHD/APAS/BDN-II/GP/2025-26, Dated : 03/12/2025, NIT. No 63/BDO/PHD/APAS/BDN1GP/2025-26, Dated : 03/12/2025, NIT. No 64/BDO/PHD/APAS/JNGP/2025-26, Dated : 10/12/2025, NIT. No 65/BDO/DEV/PHD/APAS/CBGP/2025-26, Dated : 12/12/2025, 66/BDO/DEV/PHD/APAS/PBKGP/2025-26, Dated : 17/12/2025 and 67/DEV/PHD/APAS/GHP/2025-26, Dated : 19/12/2025, and Last date for Submission of Bids - 25.12.2025 upto 2.30 P.M., 29.12.2025 upto 2.30 P.M., 01/01/2026 upto 02.30 P.M., 02/01/2026 upto 11.00 A.M., 12/01/2026 upto 03.00 P.M., 12/01/2026 upto 03.00 P.M., 12/01/2026 upto 02.00 P.M., 09/01/2026 upto 02.30 P.M., 12/01/2026 upto 02.50 P.M. & 14/01/2026 upto 12.25 P.M.** Other details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days.
Sd/-
Block Development Officer
Phansidewa Development Block

OFFICE OF THE COMMANDANT 27 BN SSB GUWAGACHA (ASSAM)
File No. 354/CRC/OSL Case/27Bn/SSB/2025/35273-78 Date : 18.12.2025
To:- UIN-14101378 CT (GD) Nur Alam Mostafa, S/O Late Abdul Hossain, Vill- Adabari, PO-Chak Moulani, PS-Mal Bazar, Dist. Jalpaiguri (WB)-735219.
SUB :- 2ND SHOW CAUSE NOTICE UNDER RULE-21

Whereas, while posted in 27th Bn SSB Guwagacha (Assam), you absented yourself without leave w.e.f. 21/09/2025 (AN).
Whereas, a letter has been issued vide letter No. 354/CRC/OSL Case/27 Bn/SSB/ 2025/28890-92 dated 04/10/2025 & No. 29802-03 dated 13/10/2025 at your home/correspondence address with direction to join your duties but you failed to report in 27 Bn SSB Guwagacha (Assam).
Whereas, you are absenting yourself without leave since 21.09.2025 (AN) without sufficient cause and have not reported to 27th Bn SSB Guwagacha (Assam) despite reminders.
Whereas, the Court of Inquiry under Section-74 of the SSB Act was conducted to enquire into the aforesaid absence and the said Inquiry declared your said absence as unauthorized.
Whereas, Apprehension Rolls were issued to concerned Police Authority to apprehend you vide this office letter No. 354/CRC/OSL Case/27 Bn/SSB/2025/31798-804 dated 06/11/2025 and No. 32891-97 dated 17/11/2025. You have not reported for duty after the said declaration by the Court of Inquiry and also not surrendered or apprehended by the Police as such you are deemed to be a deserter within the ambit of Section-74 of said Act and said offence is punishable under SSB Act, 2007.
Whereas, in the fact and circumstances of the case, the undersigned is satisfied that your trial by Force Court for the said offence of desertion under the SSB Act is inexpedient and impracticable, and is of the tentative opinion that your further retention in the service is undesirable.
And whereas, a copy of the Court of Inquiry referred to in Para-04 above containing statement of witness and nature of allegation are annexed hereto as Annexure-I.
In view of the above, you are hereby called upon to submit in writting your explanation and defence in respect of above allegation(s) by **31.12.2025** as to why action to dismiss or remove you tentatively from service for said mis-conduct should not be initiated against you under Rule 21 of the SSB Rules 2009. In case, you fail to file any reply within stipulated period, it shall be presumed that you have nothing to put forth in your defence and action to terminate your services as proposed above within the ambit of SSB Rule 21 shall be initiated against you ex-parte.
–SD– dated 18/11/2025, Commandant, 27 Bn SSB Guwagacha (Assam)

Lost/Found

I, Priya Lama, D/o Lachman Lama, R/o Mechpara TG, Kalchini, Alipurduar. My ST cert. No : 347/KCN is lost. If found, Call : 9735348821. (C/118779)

কিডনি চাই

কিডনি চাই A+, পুরুষ বা মহিলা, বয়স 35-এর মধ্যে। Document ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M No- 8016140555. (C/119840)

অ্যাফিডেভিট

আমি JAYANTA KUMAR SARKAR, Village- Bahadinagar, PO+PS- Raghunathganj, Dist- Murshidabad, West Bengal, Pin-742225 আমার ছেলে জন্ম শংসাপত্রে যার R.E.G No-14955, Date- 3/10/2012 আমার ছেলের নাম ভুল থাকায় গত 8/12/2025 নোটারি পাবলিক জঙ্গীপুর কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে JYOTIRMAY SARKAR @ JASHASWI SARKAR থেকে JASHASWI SARKAR করা হল। যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/119844)

●

গত 22/12/25 তারিখে শিলিগুড়ি কোর্টে LD. E.M দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, AMITABHA JHA এবং AMITABH থেকে AMITABH JHA নামে পরিচিত হলাম, উভয় একই ব্যক্তি। (C/113655)

●

৮ নং নাটাবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রে ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে পার্ট নং- ১৭৬ ক্রমিক নং ৯০২ নাম আছে প্রফুল্ল রায় পিতা বাশীরাম রায়। পরে সংশোধন করে Nalu Roy S/o Bashiram Roy হই। ১৬/১০/২৫ তুফানগঞ্জ E.M. কোর্টে ২৮২০ নং অ্যাফিডেভিটে জানাচ্ছি প্রফুল্ল রায় পিতা বাশীরাম রায় ও Nalu Roy S/o Bashiram Roy এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। গ্রাম ও পো- কলোনী চামটা, জেলা- কোচবিহার। (D/S)

অ্যাফিডেভিট

আমি Sahaded Rajbanshi, Vill- Dakshin Chitkul, P.O.- Rajadighi, P.S- Gazole, Dist- Malda. আমার ছেলের জন্ম শংসাপত্রে যার নম্বর - B/2024/1650972 dt-06/12/2024, আমার ছেলের নাম ভুল থাকায় গত 31/01/2025-এ প্রথম শ্রেণি J.M. তৃতীয় কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে Mainak Rajbanshi থেকে Shreyan Rajbanshi করা হল। (C/119841)

●

আমার পুত্র Miraj Haque-এর জন্ম শংসাপত্র রেজিস্ট্রেশন নং 4212, তাং 14-11-2012 আমার এবং আমার স্ত্রীর নাম ভুল থাকায় গত 10-12-25 J.M. 3RD Court (S), কোচবিহার- অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Aminur Haque এবং Aminul Haque, স্ত্রী Arjina Khatoon এবং Rajina Bibi এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। সর্বত্র আমার এবং আমার স্ত্রীর পুরো শুভ এবং সঠিক নাম Aminur Haque এবং স্ত্রী Arjina Khatoon প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। গ্রাম : পূর্ব খাগড়াবাড়ী, কাজী নজরুল সরণি, পো : খাগড়াবাড়ী, থানা : পুণ্ডিবাড়ি, জেলা : কোচবিহার, পঃ বঃ। (C/118962)

●

আমি Padma Sharma, Vill- মিলরোড, P.O. ফালাকাটা, জিলা- আলিপুরদুয়ার। আমার আধার নং 7730 7531 4519. আমার স্বামীর P.P.O ফাইল-এর নমিনিতে আমার নাম (Padma Devi Sharma) ভুল থাকায় গত 19.12.2025 আলিপুরদুয়ার নোটারিতে অ্যাফিডেভিট করে Padma Sharma এবং Padma Devi Sharma একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। (B/S)

●

আমি বকুল বর্মন সরকার, স্বামী-অমল কুমার সরকার, সাং- বোচাগাড়ি, শিবপুর, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার, 22/12/2025 তারিখে মাথাভাঙ্গা ই এম কোর্টের অ্যাফিডেভিটে জানাই আমার পুত্র অপূর্ব সরকার 16/06/2011 তারিখে জন্মগ্রহণ করে। (C/119725)

●

আমার ভোটার কার্ড নং DWP 25770-47, পিতার নাম ভুল থাকায় গত 25-03-2025, সদর, কোচবিহার। J.M, 1st Court অ্যাফিডেভিট বলে আমার পিতা Makbul Hak এবং Makbul Hossain এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। - Rafikul Islam, সাঁজের পাড়, ঘোড়ামারা, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৬৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৭৩০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩০৫০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২১১১৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২১১২৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

ঝাঁপিকে বাঁচাতে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি দীপ।
লক্ষ্মী ঝাঁপি সন্ধে ৬.৩০ **স্টার জলসা**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ দাদা, দুপুর ১.৪৫ শ্রীমান ভূতনাথ, বিকেল ৩.৪৫ তুমি আসবে বলে, সন্ধে ৭.০০ লভ এক্সপ্রেস, রাত ১০.০০ পাওয়ার

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ নবাব নন্দিনী, দুপুর ১.০০ চ্যাম্পিয়ন, বিকেল ৪.০০ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট, সন্ধে ৭.০০ নাটের গুরু, রাত ১০.০০ ইন্দ্রজিৎ

জি বাংলা সোনার : সকাল ৮.৩০ কলঙ্কিনী বধূ, বেলা ১১.০০ কমলার বনবাস, বিকেল ৪.০০ সত্য মিথ্যা, রাত ১০.০০ টনিক

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ গায়ক

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বাদশা দ্য কিং

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জামাইবাবু

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : সকাল ৮.৫০ জামাইরাজা, দুপুর ১২.২০ মেরি জঙ্গ, বিকেল ৩.৫০ রিস্তে, সন্ধে ৬.৫০ ইশক, রাত ১০.০০ ইজ্জতদার

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.৪১ বদলা নাগ কা, দুপুর ১.৪৫ ফুল অওর কাঁটে, বিকেল ৪.৫৯ মকখি

জি বলিউড : বেলা ১১.১১ বুলন্দি, দুপুর ২.১০ রাম লখন, বিকেল ৫.৪৯ লোফার, সন্ধে ৭.৫৯ মিস্টার ইন্ডিয়া, রাত ১১.৩৭ ইজ্জত

লভ এক্সপ্রেস সন্ধে ৭.০০
জলসা মুভিজ

ইমরান আখতারের গান শুনুন
গুড মর্নিং আকাশ অনুষ্ঠানে
সকাল ৭.০০ **আকাশ আট**

সোনি ম্যাক্স টু : বেলা ১১.০২ ঈশ্বর, দুপুর ১.৫০ অন্দাজ, বিকেল ৫.০৩ জীবন এক সংঘর্ষ, সন্ধে ৭.৫০ মিস্টার আজাদ, রাত ১০.৩৬ বিরাসত

অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ৮.২২ দ্য কেরালা স্টোরি, বেলা ১১.০২ ক্র্যাক, দুপুর ১.৪২ জুদাই, বিকেল ৪.৩২ সূরয়া-দ্য সোলজার

উইন্টার অফ দ্য বিয়ার রাত ৮.০০ **ন্যাট জিও ওয়াইল্ড**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসার কারণে দূরে কোথাও যেতে হতে পারে। অন্যের উপকার করতে পেরে মানসিক আনন্দ। বৃষ : আগুন ও বিদ্যুৎ ব্যবহারে সতর্ক থাকতে হবে। পথে কোনও রকম বিতর্কে জড়াবেন না। মিথুন : কর্মক্ষেত্রে বদলির সংবাদ পেতে পারেন। বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটায় স্বস্তি। কর্কট : কোনও নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা গ্রহণ। প্রেমের সঙ্গীর সঙ্গে অকারণে ভুল বোঝাবুঝি। সিংহ : দূরের কোনও আত্মীয়ের জন্য চিন্তা হতে পারে। পরের উপকার করে মানসিক আনন্দ। কন্যা : আপনার সরলতার সুযোগ নিয়ে কেউ ঠকাতে পারে। পথে কোনও রকম বিতর্কে জড়াবেন না। তুলা : কোনও বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে স্বস্তি লাভ। প্রেমের সঙ্গীকে নিয়ে ভ্রমণে আনন্দ। বৃশ্চিক : সন্তানের সাফল্যে গর্বিত হবেন। কাউকে সাহায্য করতে গিয়ে অপমানিত। ধনু : বাবার শরীর নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হবে। নতুন কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সিদ্ধান্ত। মকর : স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা কেটে যাবে। নতুন বন্ধু পেয়ে খুব খুশি হবেন। কুম্ভ : অন্যায় যে করেছে তাকে চিনতে পেরে স্বস্তি। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তি সংবাদে আনন্দ। মীন : কোনও বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে স্বস্তি। ভোগবিলাসে বেশি খরচ করে সমস্যায়।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৮ পৌষ, ১৪৩২, ভাঃ ৩ পৌষ, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫, ৮ পুহ, সংবৎ ৪ পৌষ সুদি, ৩ রজব। সূঃ উঃ ৬।২১, অঃ ৪।৫৩। বুধবার, চতুর্থী দিবা ১০।৫৯। ধনিষ্ঠানক্ষত্র অহোরাত্র। হর্ষণযোগ দিবা ৩।২০। বিষ্টিকরণ দিবা ১০।৫৯ গতে ববকরণ রাত্রি ১১।৩ গতে বালবকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, রাত্রি ৫।৪৩ গতে কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- নৈর্ঋতে, দিবা ১০।৫৯ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি ৮।৫৯ গতে ১০।১৮ মধ্যে ও ১১।৩৭ গতে ১২।৫৬ মধ্যে। কালরাত্রি ২।৫৯ গতে ৪।৪০ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১০।৫৯ গতে যাত্রা মধ্যম উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৩।২০ গতে পুনঃ যাত্রা নাই, রাত্রি ৬।৫৬ গতে পুনঃ যাত্রা মধ্যম উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ১০।৫৯ গতে ৩।২০ মধ্যে সাধভক্ষণ নামকরণ নিষ্ক্রমণ মুখ্যান্নপ্রাশন নববস্ত্রপরিধান দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্তয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্ম্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৬ মধ্যে ও ৭।৪৮ গতে ৮।৩১ মধ্যে ও ১০।৩৯ গতে ১২।৪৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৫৭ গতে ৬।৫০ মধ্যে ও ৮।৩৭ গতে ৩।৪৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।৬ গতে ৭।৪৮ মধ্যে ও ১।৩০ গতে ৩।৩৮ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

জেলা কমিটি গঠনে চাপে তৃণমূল

শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : দার্জিলিং জেলা কমিটি গঠনকে ঘিরে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্তঃকলহ এবার সমাজমাধ্যমে। একের পর এক নেতা-নেত্রী সমাজমাধ্যমে বিভিন্ন পোস্ট করে আদি, নব্য নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন। তাঁদের অভিযোগ, দলের দীর্ঘদিনের নেতা-কর্মীদের ভবিষ্যৎ সদ্য দলে আসা অথবা নিষ্ক্রিয় নেতা-নেত্রীরা ঠিক করছেন। পরিস্থিতি বিবেচনা করে বুধবার ফের তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব বৈঠকে বসছে। সেখানে সাংগঠনিক জেলার ব্লক সভাপতিদেরও ডাকা হয়েছে। তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিক্রয়াল অবশ্য দাবি করেছেন, 'এখনও পূর্ণাঙ্গ কমিটি তৈরি হয়নি। আলাপ আলোচনা চলছে। আমরা সবাইকে সঙ্গে নিয়েই চলব।'

১৬ মে দার্জিলিং জেলা (সমতল) চেয়ারম্যান হিসাবে সঞ্জয় টিক্রয়ালের নাম ঘোষণা করা হয়। সঞ্জয় দীর্ঘদিন সিপিএমের দাপুটে নেতা হিসাবে কাজ করেছেন। তিনি প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য ঘনিষ্ঠ

শিলিগুড়ি

হিসাবে পরিচিত ছিলেন। সূত্রের খবর, শিলিগুড়ির এক নেতা ৪০ জনের প্রস্তাবিত জেলা কমিটি বানিয়ে অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু শীর্ষ নেতৃত্ব অনুমোদন দেয়নি। দলের বক্তব্য, নেতা-নেত্রীরা বসে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়ে তালিকা তৈরি করে পাঠালে রাজ্য নেতৃত্ব অনুমোদন দেবে। এই বার্তা আসার পরেই সোমবার রাতে দলীয় কার্যালয়ে বৈঠক ডেকেছিলেন তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান। সেখানে পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটিতে কোন কোন নেতা-নেত্রীকে নেওয়া হবে, কাকে কোন পদ দেওয়া হবে, সেই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এতেই ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন দলের পুরানো নেতা-নেত্রীরা।

তৃণমূল নেতা তথা দলের প্রাক্তন জেলা মুখপাত্র বেদব্রত দত্ত ফেসবুকে উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত খবর পোস্ট করে লিখেছেন, 'পরিহাস, দলের শুরুর কর্মীদের পদ ঠিক করছে নিষ্ক্রিয়, ২০২০ সালের পরে দলের আসা নেতা-নেত্রীরা।' পুরোনো নামগুলি দল ভুলে গিয়েছে বলেও তিনি আক্ষেপ করেছেন। এরই মধ্যে জয়ন্ত কর আবার ফেসবুক পোস্টে ভেড়ার গল্প শুনিয়েছেন।

আজ বৈঠক, অনড় পাহাড়ের চালকরা

লালকুঠির দিকে তাকিয়ে সমতল

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : পাহাড়ে গাড়ি চলাচল নিয়ে বুধবারের বৈঠকের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সমতলের পর্যটন ও পরিবহণ সংগঠনগুলি। বৈঠকের ফলাফল দেখে তার পরেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে বলে সমতলের সংগঠনগুলি জানিয়েছে। অন্যদিকে পাহাড়ের সংগঠনগুলির তরফেও জানানো হয়েছে, দর্শনীয় স্থানগুলিতে শুধুমাত্র পাহাড়ের গাড়িই চলাচল করতে পারবে, সেই দাবিই বৈঠকে রাখা হবে। পাশাপাশি পাহাড়ের নিত্য যানজট মোকাবিলায় পদক্ষেপের দাবিও থাকবে।

পাহাড়ে সমতলের গাড়ি চলাচল নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে সমস্যা চলছে। সেখানকার চালক সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চের দাবি, সমতলের গাড়ি পর্যটক নিয়ে পাহাড়ে দর্শনীয় স্থানগুলিতে ঘুরতে পারবে না। শুধুমাত্র পাহাড়ের গাড়ি প্যাকেজ হিসাবে পর্যটকদের নিয়ে দর্শনীয় স্থানগুলিতে যেতে পারবে। প্রশাসন সরাসরি এই দাবি অগ্রাহ্য করলেও এখনও নিজেদের দাবিতে অনড় দার্জিলিংয়ের সংযুক্ত চালক সংঘ। দাবি না মানা পর্যন্ত তারা টাইগার হিল বয়কটের ডাক দিয়েছে। যার ফলে গত শুক্রবার থেকে পর্যটকরা টাইগার হিল দর্শনে যেতে পারছেন না।

এই পরিস্থিতিতে পাহাড়-সমতলের মধ্যে একটা বিরোধের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এরই মধ্যে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) বুধবার লালকুঠিতে ট্রাফিক অ্যাডভাইজারি কমিটির বৈঠক ডেকেছে। কমিটির আহ্বায়ক রাজেশ চৌহান এই বৈঠক ডেকেছেন। সেই কমিটিতে সংযুক্ত চালক সংঘের প্রতিনিধি হিসাবে পাসাং শেরপা রয়েছেন। তিনি এদিন বলেছেন, 'আমরা অনেকদিন ধরে জিটিএ-কে ট্রাফিক অ্যাডভাইজারি কমিটির বৈঠক ডাকার জন্য চিঠি দিয়েছি। দেরিতে হলেও বুধবার বৈঠক হচ্ছে। আমরা দর্শনীয় স্থানগুলিতে শুধুমাত্র পাহাড়ের গাড়ি চলাচল করতে দেওয়া এবং পাহাড়ের যানজট সমস্যা মেটাতে দ্রুত পদক্ষেপ এই দুটি দাবিতে অনড়।'

দাবিদাওয়া

পাহাড়ে গাড়ি চলাচল নিয়ে বৈঠক রয়েছে লালকুঠিতে

বৈঠকে ফলাফল দেখে পদক্ষেপ করবে সমতলের পর্যটন ও পরিবহণ সংগঠন

পাহাড়ের সংগঠন অবশ্য দর্শনীয় স্থানগুলিতে পাহাড়ের গাড়ি চলাচলের দাবিই রাখবে

পাহাড়ে গাড়ি চলাচলে সমস্যা তৈরি হওয়ায় সমতলেও পর্যটন ও পরিবহণ ব্যবসায়ীরা মঙ্গলবার থেকে আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন। পাহাড়ের গাড়িগুলিকে সমতল থেকে পর্যটক নিয়ে পাহাড়ে উঠতে দেওয়া হবে না বলে সোমবার জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির তরফে দার্জিলিং জেলা প্রশাসনকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে, মঙ্গলবার পাহাড় ও সমতল সর্বত্রই সমস্ত পর্যটকবাহী গাড়ি স্বাভাবিকভাবে চলাচল করেছে। কোথাও আন্দোলনকারীদের পিকেটিং দেখা যায়নি। এই বিষয়ে দুই সংগঠনের কেউ মুখ খুলতে চাননি।

জানা গিয়েছে, বুধবার লালকুঠিতে আয়োজিত ট্রাফিক অ্যাডভাইজারি কমিটির বৈঠকের দিকেই জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি নজর রাখছে। সেই বৈঠকের ফলাফল দেখে তারপরেই তারা নিজেদের আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করবে।

জেল হেপাজত

শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : এক মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগে হাতুড়ে চিকিৎসককে গ্রেপ্তার করল এনজেপি থানার পুলিশ। ধৃতের নাম নজরুল ইসলাম। তিনি ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভালোবাসা মোড় এলাকার বাসিন্দা। ধৃতকে মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হলে বিচারক নজরুলকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। ওই মহিলার অভিযোগ, তিনি নজরুলের কাছে চিকিৎসা করাতে এলে ধর্ষণ করা হয়।

দুর্ঘটনা

নকশালবাড়ি ও খড়িবাড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল বোল্ডারবোঝাই ডাম্পার। এক ঘণ্টার প্রচেষ্টায় ডাম্পারের স্টিয়ারিং কেটে চালককে উদ্ধার করলেন নকশালবাড়ি দমকল বিভাগের কর্মীরা। ঘটনাস্থল নকশালবাড়ির আশাপুর চা বাগান সংলগ্ন পানিঘাটা-নকশালবাড়ি রাজ্য সড়ক। সোমবার রাতে বেলগাছি থেকে নকশালবাড়ি যাচ্ছিল ডাম্পারটি। আশাপুর চা বাগান সংলগ্ন এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নির্মীয়মাণ কালভার্টের ডিভাইডারে ধাক্কা মারে ডাম্পারটি। আহত চালক গোপাল বসাক বিহারের বাসিন্দা।

ভারত-নেপাল সীমান্তের নেপালগামী মেচি সেতু সংলগ্ন এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পেট্রোল ট্যাংকারকে ধাক্কা মারল একটি পণ্যবাহী ট্রাক। মঙ্গলবার সকালে চেকপোস্টে দাঁড়িয়েছিল নেপালের পেট্রোল ট্যাংকার। নেপালগামী একটি পণ্যবাহী ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্যাংকারের পেছনে ধাক্কা মারে। ট্রাকের সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। আহত হন ট্রাকচালক পলভীর সিং।

বিতর্কিত নির্মাণের সামনে বিক্ষোভ। মঙ্গলবার মাটিগাড়ায়।

স্কুলের রাস্তা বন্ধ করে হোটেল

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ২৩ ডিসেম্বর : কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা আপৎকালীন সময়ে পড়ুয়াদের বেরোনোর জন্য স্কুলের পাশে দ্বিতীয় রাস্তা তৈরির কথা ভাবছিল স্কুল কর্তৃপক্ষ। অভিযোগ, সেই রাস্তা বন্ধ করে দিচ্ছে একটি বেসরকারি হোটেল কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার এর প্রতিবাদে মাটিগাড়া হরসুন্দর হাইস্কুলের পড়ুয়া, শিক্ষক এবং পরিচালন সমিতি মিছিল বের করে বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভে শামিল হয়েছিলেন অভিভাবকরাও।

প্রধান শিক্ষক কমলেন্দু আচার্য এদিন বললেন, 'আপৎকালীন পরিস্থিতিতে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপদে বের করতে জাতীয় সড়কের সঙ্গে স্কুলের সরাসরি রাস্তা থাকা খুবই দরকার। কিন্তু হোটেল কর্তৃপক্ষ জাতীয় সড়ক থেকে স্কুলের মিড-ডে মিলের শেডের পাশে যাতায়াতের রাস্তা বানাচ্ছে। এটা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া হবে না।' তাছাড়া, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশে হোটেল হলে পরিবেশ নষ্ট হবে বলেও তাঁর দাবি।

একই কথা বললেন শিলিগুড়ি মহকুমার পরিষদ পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ প্রিয়াংকা বিশ্বাস। তিনি মাটিগাড়ার স্কুলটির পরিচালন সমিতির সভাপতিও। তাঁর কথায়, 'স্কুলের জমি দখল করে চলছে হোটেলের মূল প্রবেশপথ এবং রাস্তা নির্মাণের কাজ। সরকারি জমি দখল করার চেষ্টা চলছে। আমরা হোটেল কর্তৃপক্ষকে বলেছি, জমির কাগজপত্র থাকলে নিয়ে আসতে। কিন্তু এখনও কোনও কাগজপত্র দেখায়নি ওরা। তাই আমরা কাজ বন্ধ রাখতে বলেছি।'

এদিকে, হোটেল নির্মাণের কাজ চললেও কোনও নিরাপত্তামূলক নেট বা আচ্ছাদন ব্যবহার করা হচ্ছে না। ফলে ধুলোবালি উড়ে ক্লাসরুমগুলোতে ঢুকছে। এতে একদিকে পড়ুয়ারা শ্বাসকষ্ট ও অন্যান্য শারীরিক সমস্যায় ভুগছে। অন্যদিকে নোংরা হচ্ছে স্কুল। এদিন হোটেল কর্তৃপক্ষের তরফে রাহুলরাজ প্রসাদ নামে একজনের সঙ্গে কথা হয়। তাঁর দাবি, তাঁদের কাছে প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র আছে। যদিও স্কুল কর্তৃপক্ষের সামনে তা পেশ করতে তাঁরা 'ব্যর্থ'।

এরপরই এই ঘটনার পেছনে কোনও প্রভাবশালী নেতার হাত রয়েছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এলাকার সাধারণ মানুষ এবং অভিভাবকরা চাইছেন, অবিলম্বে প্রশাসন স্কুলের জমি রক্ষা করুক। মাটিগাড়ার বিডিও বিশ্বজিৎ দাসকে একাধিকবার ফোন করা হলে তিনি ফোন তোলেননি। তবে বিডিও অফিসের তরফে পরিদর্শন করা হয়েছে বলে জানিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

দীপু হত্যার প্রতিবাদে মিছিল

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

২৩ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে হিন্দু তরুণ দীপুচন্দ্র দাসকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার প্রতিবাদে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ মঙ্গলবার ইসলামপুরে একটি বিক্ষোভ মিছিল করে। মিছিলটি চৌরঙ্গি মোড় থেকে শুরু হয়ে ইসলামপুর বাস টার্মিনাসে শেষ হয়। বাস টার্মিনাসের সামনে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্যরা মহম্মদ ইউনূসের কুশপুতুল জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান।

দীপুচন্দ্র দাসের হত্যার প্রতিবাদে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের তরফে এদিন একটি প্রতিবাদ যাত্রার আয়োজন করা হয়। হিরণ্ময় গোস্বামী মহারাজ এই প্রতিবাদ যাত্রায় পা মেলান। গলায় জুতোয় মালা পরানো মহম্মদ ইউনূসের কুশপুতুল নিয়ে মিছিলটি গোয়ালটুলি, থানা মোড় হয়ে ফাঁসিদেওয়ায় গিয়ে শেষ হয়। দাসপাড়া মোড়ে ইউনূসের কুশপুতুল পোড়ানো হয়। হিরণ্ময় মহারাজ বলেন, 'এবার হিন্দুদের জেগে ওঠার সময় হয়েছে। না হলে এই রাজ্যেও হিন্দুরা সুরক্ষিত থাকতে পারবে না।'

এদিন সন্ধেবেলা চোপড়ার সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিনমাইল এলাকায় একটি মশাল মিছিল বের করা হয়। বিজেপি নেতা ভবেশ কর বলেন, 'বন্দে ভারত সংঘ এবং সনাতন হিন্দু সমাজ-এর যৌথ উদ্যোগে এদিন প্রতিবাদ মিছিল ও বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।' মিছিলটি তিনমাইল বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু হয়ে গৌরাঙ্গগছ ও বাজার এলাকা পরিক্রমা করে। মিছিল শেষে মহম্মদ ইউনূসের কুশপুতুল পোড়ানো হয়।

ইন্ডিয়ানঅয়েল
CIN : L23201MH1959GOI011388

পাইপলাইন বিভাগ
দরখাস্ত আহ্বান(ইওআই)

পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়িতে 'শিলিগুড়ি - ঝাপা পাইপলাইন প্রকল্পের অফিস স্পেস' এর জন্য ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড (পাইপলাইন বিভাগ) কে তাদের বাণিজ্যিক স্থান লিজ ভিত্তিতে দেওয়ার জন্য প্রকৃত মালিকদের কাছ থেকে আগ্রহ প্রকাশের (EOI) আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

ডাউনলোডের সময়কাল: এই দরখাস্ত আহ্বান (ই.ও.আই.) প্রকাশের তারিখ থেকে 20 দিনের মধ্যে।

বিড জমা দেওয়ার সময়: এই দরখাস্ত আহ্বান (ই.ও.আই.) প্রকাশের তারিখ থেকে 20 দিনের মধ্যে।

যোগাযোগ ব্যক্তি: নির্মাণ ব্যবস্থাপক, শিলিগুড়ি, **মোবা:** 7872277288
ই-মেইল: dorjeetamang@indianoil.in

আরও বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন **https://www.iocl.com/suppliers-notices** এই বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত যে কোনো প্রকার শুদ্ধিপত্র / সংযুক্তিকরণ / বিজ্ঞপ্তি সংক্রান্ত বিষয় একমাত্র **www.iocl.com** ওয়েবসাইটে দেখা যাবে।

DESUN HOSPITAL
যারা HS পাশ করেছে তাদের
GNM নার্সিং-এ সরাসরি ভর্তি
শেষ সুযোগ 31.12.2025
পড়ার পরে ডিসানেই নার্স
• GNM Nursing Eligibility:
Passed 10+2 with English (40% in aggregate)
Call : 90 5171 5171
www.desunnursing.in
Desun Nursing School & College
Kolkata | Siliguri
(A Desun Hospital Initiative)
Approved by: INC • WBNC • WBUHS

Follow us /mioamore_northeast
Season of Joy
mio amore THE CAKE SHOP
শীতের এই কেক সফরে
সেলিব্রেশন আর মিও আমোরে
শীতের সেরা প্রোডাক্ট রেঞ্জ উপভোগ করুন
Winter Tea Cake | Rich Fruit Cake | Butter Fruit Cake | Rich Plum Cake
Delight Fruit Cake | English Fruit Cake | Irish Christmas Cake | Rich Chocolate Loaf
Dundee Cake | Date Walnut Loaf | Choco Cherry Cake | Royal Fruit Cake
Christmas Magic Vanilla Cake | Santa's Christmas Delight Cake
Christmas Red Velvet Cake | Christmas Chocolate Cake
Also available in SWIGGY zomato

গামছায় মোড়া শিশুর দেহ

বাগডোগরা, ২৩ ডিসেম্বর : আর পাঁচটা দিনের মতোই সকালে কাজ করতে এসেছিলেন জনাকয়েক মিস্ত্রি। কিন্তু গামছায় মোড়া সদ্যোজাতর দেহ দেখে চমকে ওঠেন সকলে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় পুলিশে। মঙ্গলবার এই ঘটনা ঘিরে মাটিগাড়ার পাথরঘাটার ভেস্তিজোত এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ সদ্যোজাতর দেহটি উদ্ধার করেছে। মাটিগাড়া থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে।

পাথরঘাটার ভেস্তিজোত এলাকায় একটি জমিতে নির্মাণকাজ চলছে। প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ওই জমিতেই এদিন সকালে কাজ করতে যান মিস্ত্রিরা। প্রতিদিনের মতোই এদিন গেট খুলে ঢোকেন সকলে। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে মিস্ত্রিরা দেখতে পান, একটি গামছায় মোড়া কিছু পড়ে আছে। দূর থেকে বুঝতে না পারলেও কাছে গিয়ে স্পষ্ট হয়ে যায়, ওই গামছায় একটি সদ্যোজাতর দেহ পড়ে আছে।

কিন্তু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ওই জমিতে সদ্যোজাতর দেহ এল কীভাবে? এই প্রশ্নই ঘুরপাক খেতে থাকে সকলের মনে। ধীরেন রায় নামে এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, ‘এত উঁচু দেওয়াল টপকে কীভাবে ভিতরে ঢুকে সদ্যোজাতর দেহ ফেলে গিয়েছে, তা ভেবে অবাক হচ্ছি।’ মুহূর্তে এই খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। এরপরই ঘটনাস্থলে স্থানীয়দের ভিড় বাড়তে থাকে। দেহটি গামছায় মুড়ে ছুড়ে দেওয়া হতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া সদ্যোজাতটি পুত্রসন্তান। মাটিগাড়া থানার পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। কে বা কারা এভাবে সদ্যোজাতর দেহ ফেলে পালিয়েছে, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ।

শিয়ালের হামলা

চোপড়া, ২৩ ডিসেম্বর : চোপড়া ব্লকে বাড়ছে শিয়ালের উৎপাত। মঙ্গলবার দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ধন্দগছ এলাকায় একটি চা বাগানে কাজ করার সময় শিয়ালের হামলায় আহত হয়েছেন ৬ শ্রমিক। তাঁদের দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিন পর্যন্ত গত দুই মাসে চোপড়ায় ১৩ জন শিয়ালের আক্রমণে আহত হয়েছেন। দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জিল্লুর রহমান বলছেন, ‘কয়েক বছর থেকে শিয়ালের উপদ্রব শুরু হয়েছে। তবে এবার শিয়ালের উৎপাত কিছুটা বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।’

কাজে ক্ষোভ

চোপড়া, ২৩ ডিসেম্বর : চোপড়া ব্লকে বাড়ছে শিয়ালের উৎপাত। মঙ্গলবার দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ধন্দগছ এলাকায় একটি চা বাগানে কাজ করার সময় শিয়ালের হামলায় আহত হয়েছেন ৬ শ্রমিক। তাঁদের দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিন পর্যন্ত গত দুই মাসে চোপড়ায় ১৩ জন শিয়ালের আক্রমণে আহত হয়েছেন। দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জিল্লুর রহমান বলছেন, ‘কয়েক বছর থেকে শিয়ালের উপদ্রব শুরু হয়েছে। তবে এবার শিয়ালের উৎপাত কিছুটা বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।’

চক্র ক্রীড়া

খড়িবাড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার বাতাসি পিএসএ ক্লাবের মাঠে অনুষ্ঠিত হয় বাতাসি চক্রের প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিশুশিক্ষাকেন্দ্রগুলির বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। ছিলেন শিলিগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সভাপতি দিলীপকুমার রায়, খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রত্না রায় সিংহ, খড়িবাড়ির বিডিও দীপ্তি সাউ প্রমুখ।

প্ল্যাটিনাম জুবিলির সমাপ্তিতে ভরসা নেই শুধু পুলিশে

কলেজে বাউন্সার

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : কেবল পুলিশের ওপর পুরোপুরি ভরসা রাখতে চাইছে না শিলিগুড়ি কলেজ কর্তৃপক্ষ। সেই কারণে কলেজের প্ল্যাটিনাম জুবিলির সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ভিড় সামলাতে নজিরবিহীনভাবে বাউন্সার ভাড়া করে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী ২৬ জানুয়ারি শিলিগুড়ি কলেজের মাঠে বলিউডের গায়ক ও সুরকার পলক মুচ্ছল ও পলাশ মুচ্ছলের অনুষ্ঠান রয়েছে। সেই অনুষ্ঠানে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে বাউন্সার ভাড়া করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। দুই শিল্পীর নিরাপত্তা দেওয়ার পাশাপাশি দর্শকদের মাঝে বিশেষ জায়গা চিহ্নিত করে সেখানে বাউন্সাররা থাকবেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে একটি সংস্থার সঙ্গে কথাও বলেছে। ওই দিনের অনুষ্ঠানে কলেজে প্রবেশের বিষয়টিও নিয়ন্ত্রণে আনা হচ্ছে।

বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি কলেজের প্ল্যাটিনাম জুবিলি অনুষ্ঠান কমিটির সম্পাদক অধ্যাপক দর্শনচন্দ্র বর্মন বলেন, ‘মাঠের ভিড় সামলাতে পুলিশের পাশাপাশি যথেষ্ট সংখ্যায় বাউন্সার রাখা হবে। বাউন্সার সংস্থার ম্যানেজারকে সঙ্গে নিয়ে মাঠ পরিদর্শন করব। কড়া নিরাপত্তার জন্য যেখানে যেখানে বাউন্সার প্রয়োজন হবে, সেখানে রাখা হবে। ২৬ জানুয়ারির অনুষ্ঠানে কলেজের রেজিস্টার্ড সদস্যরা কেবল এন্ট্রি পাস পাবেন। ইতিমধ্যেই অনলাইনে সেই রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়েছে।’ এর আগে কলেজের কোনও অনুষ্ঠানে যে বাউন্সার রাখা হয়নি তা কলেজ অধ্যক্ষ ডঃ সুজিত ঘোষকে পাশে নিয়েই ওই অধ্যাপক জানিয়েছেন। শিলিগুড়ির ডিসিপি (হেডকোয়ার্টার) তন্ময় সরকার বলেন, ‘বিষয়টি সম্পর্কে না জেনে কোনও মন্তব্য করব না।’

কলেজ সূত্রে খবর, ২৬ জানুয়ারির অনুষ্ঠানে অন্য কলেজের পড়ুয়ারা অংশ নিতে পারবেন না। ১২ জানুয়ারি থেকে এন্ট্রি পাস বিতরণ করা হবে।

চলতি বছরের ২৮ এপ্রিল রাতে শিলিগুড়ি কলেজের সোশ্যালের অনুষ্ঠানে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দু’পক্ষ মারামারিতে জড়িয়েছিল। অভিযোগ ছিল, অনুষ্ঠান চলাকালীন শিলিগুড়ি কমার্স কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মী-সমর্থকরা মঞ্চে উঠে গণ্ডগোল পাকায়। মারামারি এই পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, একপক্ষ গোটা ঘটনার বিচার চেয়ে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখায়।

ওই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে শিলিগুড়ি কলেজ কর্তৃপক্ষ প্ল্যাটিনাম জুবিলি অনুষ্ঠানে বাউন্সার রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী বছরের ২৫ জানুয়ারি কলেজে ফকিরা ব্যান্ডের অনুষ্ঠান হবে। সেই অনুষ্ঠানটিতে যে কেউ থাকতে পারবেন। তবে পরের দিনের অনুষ্ঠানে নিরাপত্তা ও প্রবেশ কড়াকড়ি করা হচ্ছে। মঙ্গলবার দুপুরে শিলিগুড়ির মেয়র তথা অনুষ্ঠান কমিটির পৃষ্ঠপোষক গৌতম দেব অনুষ্ঠান সূচি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ‘২৫ জানুয়ারি হাফ ম্যারাথনের মধ্যে দিয়ে সমাপ্তি অনুষ্ঠান শুরু হবে। পাশাপাশি প্রাক্তনীদের সাক্ষাৎ ও গ্রুপ ফোটো হবে। পলক মুচ্ছলের অনুষ্ঠান দিয়ে সমাপ্তি অনুষ্ঠান হবে।’

অনুষ্ঠানের আকর্ষণ

- ২৫ জানুয়ারি হাফ ম্যারাথনের মধ্যে দিয়ে সমাপ্তি অনুষ্ঠান শুরু
- ওইদিনই ফকিরা ব্যান্ডের অনুষ্ঠান
- ২৬ জানুয়ারি শিলিগুড়ি কলেজের মাঠে গায়ক ও সুরকার পলক মুচ্ছল ও পলাশ মুচ্ছলের অনুষ্ঠান
- বহিরাগতরা ২৫ তারিখের অনুষ্ঠানে যেতে পারলেও ২৬ তারিখ কলেজে ঢুকতে পারবেন না
- ২৬ তারিখের অনুষ্ঠানের জন্য অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন শুরু প্রাক্তনদেরও
- ১২ জানুয়ারি থেকে এন্ট্রি পাস বিতরণ

> মাঠের ভিড় সামলাতে পুলিশের পাশাপাশি যথেষ্ট সংখ্যায় বাউন্সার রাখা হবে। কড়া নিরাপত্তার জন্য যেখানে যেখানে বাউন্সার প্রয়োজন হবে, সেখানে রাখা হবে।
>
> – **দর্শনচন্দ্র বর্মন**, সম্পাদক
> প্ল্যাটিনাম জুবিলি অনুষ্ঠান কমিটি, শিলিগুড়ি কলেজ

এই প্রাণভরা উচ্ছ্বাসে...

চার কিশোরের খুনশুটি। মঙ্গলবার ইসলামপুরে সুদীপ্ত ভৌমিকের ক্যামেরায়।

সাড়া মেলে না ফোনে, হতাশ ‘মিঠুন যোদ্ধারা’

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ২৩ ডিসেম্বর : গত ৩ নভেম্বর মালদায় এসে বিজেপি নেতা-কর্মীদের দু’দুটি ফোন নম্বর দিয়ে গিয়েছিলেন মিঠুন চক্রবর্তী। গড়ে তুলেছিলেন ‘মিঠুন যোদ্ধা’ নামের একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ। কিন্তু মাস দেড়েক পার হতে না হতেই হতাশা তৈরি হয়েছে বিজেপি নেতা-কর্মীদের মধ্যে। অভিযোগ উঠেছে, ওই দুটি নম্বরে ফোন করলে কেউ ফোন ধরেন না। শুধু অভিযোগই নয়, সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হয়েছেন বিজেপি কর্মীদের একাংশ। অনেকেই লিখছেন, ‘ওই নম্বরে ফোন করলেও উত্তর মেলে না।’ যদিও বিজেপি কর্মীদের ওই অভিযোগ প্রসঙ্গে সরাসরি মন্তব্য করেননি নেতারা। এই ব্যাপারে বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্য, ‘গ্রামগঞ্জে মিঠুন যোদ্ধারা কাজ করছেন।’

গত ৩ নভেম্বর পুরাতন মালদার একটি বিলাসবহুল হোটেলে বিজেপির নেতা-কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করেন মিঠুন। ওই সভায় তিনি মন্তব্য করেন, ‘আমি বলতে চাই, এবার বিজেপি এই রাজ্যে ক্ষমতায় আসছে। তাই এক হয়ে কাজ করতে হবে। এই জন্য আমি মালদা জেলায় প্রথম গড়ে তুললাম মিঠুন চক্রবর্তী যোদ্ধা টিম। প্রতিটি টিমে থাকবে দেড়শো জন করে। তৈরি করা হবে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ। কোথাও কেউ আক্রান্ত হলে, পথ অবরোধ করতে হলে, ঘেরাও করতে হলে জানাবেন। এই গ্রুপের সব সদস্যরা সব কাজ ছেড়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যাবেন।’

> একজন অভিনেতা হিসাবে মিঠুন চক্রবর্তী অবশ্যই শ্রদ্ধেয়। কিন্তু কিছু বিষয় ধামাচাপা দিতে তিনি এখন যোগ দিয়েছেন বিজেপি নামক জুমলা দলে।
>
> **আশিস কুণ্ডু** *মুখপাত্র*
> *জেলা তৃণমূল, মালদা*

কিন্তু মাস দেড়েক যেতে না যেতেই হতাশ মিঠুন চক্রবর্তীর যোদ্ধারা। কোনও সাড়া তো পাওয়া যাচ্ছে না। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ বা ফোন করলে তো কোনও উত্তরই পাওয়া যায় না। বাপ্পাদিত্য নামে এক বিজেপি কর্মী সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখছেন, ‘ফোন করলাম, ট্রু কলার এ মিঠুন চক্রবর্তী নাম এল। ফোনে রিং হল। কিন্তু ফোন রিসিভ করল না কেউ।’ আবার ধীরঞ্জন বারুই লিখেছেন, ‘ফোন করে যাও কিন্তু কোনও কাজ হবে না।’ সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রমোদ সাহার মন্তব্য, ‘অভিযোগ করাই হবে শুধু, সুরাহা হবে না।’ আবার গৌতম যাদবের মন্তব্য, ‘এই নম্বরটা নরেন্দ্র মোদি দিয়েছিলেন।’

এই নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি মালদা জেলা তৃণমূলের মুখপাত্র আশিস কুণ্ডু। তাঁর টিপ্পনী, ‘একজন অভিনেতা হিসাবে মিঠুন চক্রবর্তী পশ্চিমবঙ্গ থেকে শুরু করে সারা ভারতবর্ষে অবশ্যই শ্রদ্ধেয়। কিন্তু তাঁর কিছু বিষয় ধামাচাপা দিতে তিনি এখন যোগ দিয়েছেন বিজেপি নামক জুমলা দলে। আর আমি বলি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নকল করলেই অভিষেক হওয়া যায় না।’

বিল না মেটানোয় জলকষ্ট

শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : বিদ্যুৎ বিল মেটায়নি গ্রাম পঞ্চায়েত, ১০ দিন ধরে তার মাশুল গুনছেন ২০০০ মানুষ। গোঁসাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চণ্ডালজোতে পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে। অভিযোগ, বকেয়া বিল না মেটানোয় এলাকার জলপ্রকল্পের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা। ফলে গ্রামবাসীকে ছুটতে হচ্ছে আশপাশের গ্রামে। কেউ কেউ বাড়ির পাম্পকলের জলই খাচ্ছেন বাধ্য হয়ে। এতে ঝুঁকিও রয়েছে।

বকেয়া বিলের অঙ্ক ৯৭৬৯ টাকা। বাগডোগরায় অবস্থিত বণ্টন সংস্থার এক আধিকারিক স্বীকার করলেন, ‘বকেয়ার কথা প্রথমে জানানো হয়, তবুও বিল মেটানো হয়নি। তাই নিয়ম মোতাবেক বাধ্য হয়েই সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হল। বিল দিলে বিদ্যুৎ সংযোগ ফের দেওয়া হবে।’ অথচ গোঁসাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তৃণমূল কংগ্রেসের রিতা সিংহের দাবি, ‘প্রথমে বিষয়টি জানতাম না। পরে পঞ্চায়েত সদস্যকে চেক দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্যাংকে সমস্যা হওয়ায় বিলটা মেটাতে দেরি হল।’ সেই এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য তাপস রায় এদিন আশ্বাস দিলেন, ‘বিল আজকেই মিটিয়ে দেওয়া হবে। আগামী এক-দু’দিনের মধ্যে জলের সমস্যা মিটে যাবে। প্রধান অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন, আমি তাঁকে জানিয়েছিলাম।’

স্থানীয় ধনু বর্মন, মালতী বর্মনরা ক্ষোভ উগরে দিলেন জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে। তাঁদের কথায়, ‘পঞ্চায়েত সদস্যকে বহুবার বলেছি আমাদের সমস্যার কথা। কেউ পাত্তাই দেয় না। অন্য জায়গা থেকে জল বয়ে আনতে হয়। বাড়ির কলের আয়রনযুক্ত জল খেতে হচ্ছে।’

পুলিশের হানা

ফাঁসিদেওয়া, ২৩ ডিসেম্বর : অভিযান চালিয়ে চোলাই নষ্ট করল পুলিশ। মঙ্গলবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগরের মতিধর চা বাগানের বেললাইনে হানা দেয় বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ। সেখানে কয়েকটি বাড়িতে চলছিল চোলাই তৈরির অবৈধ কারবার। একাধিক বাড়িতে হানা দিয়ে প্রায় ১০০ লিটার চোলাই নষ্ট করে পুলিশ। পুলিশি হানার খবর পেয়ে কারবারিরা চম্পট দেয়।

টয়ট্রেনের নতুন ইঞ্জিন

শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : পর্যটনের মরশুমে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের নতুন একটি ডিজেল ইঞ্জিন এসে পৌঁছাল শিলিগুড়িতে। মঙ্গলবার ভোরে বেঙ্গালুরু থেকে শিলিগুড়িতে এসে পৌঁছায় ইঞ্জিনটি। আপাতত শিলিগুড়ি জংশনের ডিজেল শেডে রাখা হয়েছে ইঞ্জিনটি। নতুন বছরের শুরুতে ইঞ্জিনটি পাহাড়ে নিয়ে যাওয়া হবে। ডিএইচআর সূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন ইঞ্জিনটি জয় রাইডের জন্য ব্যবহার করা হবে। ডিএইচআর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী বলেন, ‘আগেই কথা হয়েছিল চারটি নতুন ইঞ্জিন আসবে। সেইমতো এক এক করে সব আসতে শুরু করেছে।’

দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়েতে একের পর এক ইঞ্জিন বিভ্রাটের জেরে সম্প্রতি দিল্লিতে রেলবোর্ডের কাছে নতুন ইঞ্জিন আনার প্রস্তাব পাঠানো হয়। সেই প্রস্তাবে সবুজ সংকেত দিয়ে চারটি নতুন ডিজেল ইঞ্জিন আনার জন্যে অর্থ বরাদ্দ করে রেলমন্ত্রক। ইঞ্জিন তৈরির বরাত দেওয়া হয় বেঙ্গালুরুর একটি সংস্থাকে। সেই সংস্থাই এক এক করে চারটি ইঞ্জিন তৈরি করে পাঠিয়েছে। নতুন চারটি ইঞ্জিন আসায় দার্জিলিংয়ে টয়ট্রেনের ডিজেল ইঞ্জিনের সংখ্যা বেড়ে হল ১৫টি। এছাড়াও ১০টি চলমান স্টিম ইঞ্জিনও রয়েছে ডিএইচআর-এর কাছে।

নিষ্পাপ।। *জলপাইগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন তীর্থেন্দু চন্দ রায়।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

হিন্দু তরুণ খুনের প্রতিবাদ

ফুলবাড়ি সীমান্তে বিক্ষোভ দেখাবে পদ্ম

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে হিন্দু তরুণ দীপুচন্দ্র দাসের খুনের প্রতিবাদে ফুলবাড়ি সীমান্তে বিক্ষোভে শামিল হবে বিজেপি। বুধবার দুপুরে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ফুলবাড়ি স্থলবন্দরে বিজেপি নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভ দেখাবেন। বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেবেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। তবে সীমান্তে বিজেপির বিক্ষোভের জেরে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেজন্য বাড়তি পুলিশবাহিনী মোতায়েন থাকবে বলে জানা গিয়েছে। কেননা, বাংলাদেশ থেকে প্রতিদিনই সে দেশের নাগরিকরা ভারতে আসছেন। আবার চিকিৎসা কিংবা পড়াশোনার জন্য সে দেশ থেকে উত্তরবঙ্গে আসা নাগরিকরা ফিরেও যাচ্ছেন। এমনকি সীমান্ত বাণিজ্যও স্বাভাবিকভাবে চলছে। বিষয়টি নিয়ে শিখা চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘আমাদের বিক্ষোভ কর্মসূচি শান্তিপূর্ণভাবে চলবে। কারও কোনও সমস্যা হবে না।’

বাংলাদেশ থেকে মঙ্গলবারও ২০ জন নাগরিক ফুলবাড়ি সীমান্ত হয়ে ভারতে এসেছেন। ৩০ জন বাংলাদেশে ফিরেও গিয়েছেন। বাংলাদেশের দিনাজপুর থেকে শিলিগুড়িতে আসা রুবেল মল্লিক ছেলের চিকিৎসার জন্য মাটিগাড়ার একটি নার্সিংহোমে যান। সীমান্তে দাঁড়িয়ে রুবেল বলেন, ‘দেশের ছাত্র-যুব নেতাদের ভারতকে নিয়ে কটূক্তিতে আমাদের মতো সাধারণ মানুষ সমস্যায় পড়ছে। ভারত সীমান্ত বন্ধ করে দিলে বিনা চিকিৎসায় মরতে হবে। সেই বিষয়টি দেশের নেতারা ভালো করেই জানেন।’ দীপুচন্দ্র দাসকে খুনের ঘটনা নিয়ে বাংলাদেশের পঞ্চগড়ের বাসিন্দা বিষ্ণু সরকারও ক্ষোভের সুরে বলেন, ‘মৌলবাদীদের আতঙ্কে রাতে ঠিক করে এলাকার হিন্দু পরিবারগুলি ঘুমোতে পারে না। নতুন করে উত্তেজনা ছড়ানোর পর থেকে প্রত্যেক পরিবারের একজন সদস্য রাত জাগছেন। হিন্দু পরিবারগুলিকে নিশানা করা হচ্ছে।’

> আমাদের বিক্ষোভ কর্মসূচি শান্তিপূর্ণভাবে চলবে। কারও কোনও সমস্যা হবে না।
>
> **শিখা চট্টোপাধ্যায়** *বিধায়ক*

অবশ্য বাংলাদেশে নতুন করে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হলেও সীমান্ত বাণিজ্যে সেভাবে প্রভাব পড়েনি। ভুটানের বোল্ডারবোঝাই ট্রাক স্বাভাবিকভাবে ফুলবাড়ি হয়ে বাংলাদেশ যাচ্ছে। এদেশের ট্রাকও বাংলাদেশে যাচ্ছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকেও ট্রাক এদেশে আসছে। এদিন দুই ট্রাক পেঁয়াজ ওপারে গিয়েছে। ভুটানের ১৮৫টি ট্রাক বোল্ডার নিয়ে বাংলাদেশে গিয়েছে। আবার ৩২টি ভারতীয় ট্রাক বোল্ডার নিয়ে ওপারে গিয়েছে। ওপার থেকে বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে ভারতে এসেছে ১০টি ট্রাক। বাংলাদেশ থেকে নেপালে গিয়েছে ১টি ট্রাক। জানা গিয়েছে, এই পরিস্থিতিতে বিজেপির কর্মসূচির ওপর নজর রাখছে পুলিশ।

ফুলবাড়ি সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশের দিকে যাচ্ছে ট্রাক। মঙ্গলবার।

উদ্ধার হওয়া দাঁত ভারতীয় হাতির, নিশ্চিত তদন্তকারীরা

শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : বাগডোগরার বিহার মোড় থেকে গত শনিবার বিকালে হাতির একটি দাঁত সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছিল বন দপ্তরের কার্সিয়াং ডিভিশনের ঘোষপুকুর রেঞ্জ। পরের দিন ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তিনদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছিলেন। মঙ্গলবার ফের ধৃত দুজনকে আদালতে তোলা হয়। সওয়ালজবাব শেষে বিচারক ওই দুজনের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

উদ্ধার হওয়া হাতির দাঁত পরীক্ষার জন্যে ফরেন্সিকে পাঠাচ্ছে বন দপ্তর। সূত্রের খবর, উদ্ধার হওয়া দাঁত ভারতীয় এশিয়াটিক হাতির বলে প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছেন বন দপ্তরের আধিকারিকরা। তবে দাঁতটি সদ্য কাটা হয়নি। অন্তত ছয় থেকে সাত মাস আগে হাতির দাঁতটি কাটা হয়। দাঁতে থাকা ক্যাভেটি থেকে এমনই মনে করছেন বন দপ্তরের কর্তারা।

এ প্রসঙ্গে ঘোষপুকুরের রেঞ্জ অফিসার সংবর্ত সাধুর বক্তব্য, ‘দাঁতটি দেখে মনে হচ্ছে একটু পুরোনো। তবুও আমরা ফরেন্সিকের জন্যে পাঠাচ্ছি। আমরা চাইছি ধৃতদের জেল হেপাজতে রেখে দ্রুত যাতে চার্জশিট দেওয়া যায় এবং অভিযুক্তদের উপযুক্ত শাস্তি হয়।’

বাগডোগরা বিহার মোড়ে উড়ালপুলের ওপর থেকে একটি নেপাল নম্বরের গাড়ি আটক করে বন দপ্তর। ওই গাড়ি থেকে একজন ভারতীয় কমল আগরওয়াল এবং নেপালের বাসিন্দা গণেশ বাসফোরকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের কাছ থেকে ১ কেজি ১০৫ গ্রামের একটি হাতির দাঁত উদ্ধার হয়। সেই ঘটনায় তদন্তে নেমে বন দপ্তর মনে করছে হাতির দাঁতটি নেপাল হয়ে চিনে পাচারের পরিকল্পনা ছিল। গোটা ঘটনায় আন্তর্জাতিক পাচারচক্র জড়িত বলে মনে করা হচ্ছে। সেই সূত্র ধরেই অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করে বেশকিছু তথ্য সংগ্রহ করেছে ঘোষপুকুর রেঞ্জ। ধৃতরা এখনই জেল থেকে বের হলে প্রমাণ লোপাটও করতে পারেন বলে আশঙ্কা বন দপ্তরের।

শোভাযাত্রা

ফাঁসিদেওয়া, ২৩ ডিসেম্বর : প্রি-ক্রিসমাসের আয়োজন করা হল ঘোষপুকুরে। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের তরফে এই আয়োজন করা হয়। সেখানে বড়দিনের কেক কাটা থেকে শুরু করে নানা অনুষ্ঠান হয়েছে। ঘোষপুকুর মোড়ে বড়দিন পালন করতে শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা, এসজেডিএ বোর্ড সদস্য কাজল ঘোষ, ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা এক্কা সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শন

ইসলামপুর, ২৩ ডিসেম্বর : ইসলামপুরের আলুয়াবাড়ি রোড রেলস্টেশনে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখল আলুয়াবাড়ি রোড রেলওয়ে ডেভেলপমেন্ট কমিটির ৫ সদস্যের প্রতিনিধিদল। মঙ্গলবার প্রতিনিধিদলের সদস্যরা জানিয়েছেন, আগামীদিনে ঠিকাদারি সংস্থা ও রেলের আধিকারিকদের সঙ্গে এই নিয়ে বৈঠকে হবে। এদিন প্রকল্পের বিভিন্ন কাজ খতিয়ে দেখেন সদস্যরা।

বাগানে বোনাস অমিল, বড়দিনের জামা জোটেনি বড়দের

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : সামনেই বড়দিন, জমজমাট নকশালবাড়ি বাজার। প্রচুর মানুষ কেনাকাটায় ব্যস্ত। বাজারের সেই ব্যস্ততা পেরিয়ে নকশালবাড়ি চা বাগানে ঢুকতেই দেখা গেল, সিকান্দার মুন্ডাকে। নকশালবাড়ি বাঁশঝাড় লাইনের বাসিন্দা সিকান্দার হাতে ঝোলা নিয়ে স্ত্রীকে সঙ্গে করে বাজারে আসছিলেন। তিনি দিনমজুর, আর স্ত্রী মামণি বাগানের কাজে যুক্ত। দুজনের রোজগারে সংসার চলে কোনওরকমে। দু’দিন পরেই বড়দিন। ক্রিসমাসের বাজার করতেই বেরিয়েছেন। সেদিন বাড়িতে সকাল থেকেই মাংস আর রুটি তৈরি হবে। সেজন্য আটা, ময়দা কিনতে হবে। বড়দিনের জন্য ঘর সাজানোর কিছু জিনিসও তো কেনা বাকি! কিন্তু টাকা কোথায়? ৫ শতাংশ বোনাস যে হয়নি!

মামণি বলেন, ‘বড়দিনে সারাটা দিন উপোস থাকার পর রাতে চার্চে গিয়ে প্রার্থনা করব। তারপরেই বাড়িতে এসে রুটি, মাংস খাব। দুই ছেলের জন্য নতুন জামাকাপড় কিনব। এতেই প্রচুর খরচ। তাই আমাদের পুরোনো কাপড়ই পরতে হবে।’ খানিকটা হতাশার সুরে সিকান্দারের গলায়, ‘বাগানে ৫ শতাংশ বোনাস এখনও দেয়নি। সারাবছর একটু একটু করে টাকা বড়দিনের জন্য জমিয়ে রাখি। সেই টাকাটাই খরচ করতে হবে।’

আরেকটু এগিয়ে ফ্যাক্টরি লাইনে গিয়ে দেখা গেল, বেশ কয়েকজন তরুণ আরজিইএল চার্চের সামনে দাঁড়িয়ে। তাঁরা সকাল থেকেই চার্চ সাজাতে ব্যস্ত। তাঁদের মধ্যে শেখর কেরকেট্টা বললেন, ‘হাতে সময় কম, আজ সন্ধ্যার মধ্যেই চার্চের অর্ধেক কাজ শেষ করতে হবে।’

নতুন বাঁশ কেটে চার্চের গেট সাজাতে ব্যস্ত জলজাস কুজুর। তাঁর কথায়, ‘১৯৯৬ সালে এই চার্চ স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এখনও পাকা করা হয়নি। বাগান কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার বলা হয়েছে। কিন্তু তারা কোনও এনওসি দিচ্ছে না।’ এই চার্চের পাশেই বাড়ি ইজরায়েল উপ্পলের। তিনিই চার্চের দেখাশোনা করেন। তিনি বলছেন, ‘বাগান কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিলেই চার্চের জন্য আমরা সকলে মিলে টাকাপয়সা জোগাড় করে সাজিয়ে তুলব।’

নকশালবাড়ি চা বাগানের বাঁশ লাইনেই গত ৩৫ বছর ধরে রয়েছে জিইএল চার্চ। চার্চের দেখভাল করেন প্রমোদ কুজুর ও তাঁর স্ত্রী রেণুকা। এদিন চার্চের সামনে হাতে ঝাড়ু নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন রেণুকা। তাঁর কথায়, ‘এবার টাকাপয়সার জোগান নেই। তাই চার্চের রং পর্যন্ত করা যায়নি।’ মায়ের অবসরের ২০ হাজার টাকা দিয়ে নিজের এলাকায় চার্চটি বানিয়েছেন প্রমোদ। প্রমোদের সঙ্গেই চার্চটিকে সাজাতে ব্যস্ত ছিলেন রেণুকা কুজুর ও আবিদ কিসপেটা। রেণুকার কথায়, ‘বড়দিনে অনেক জিনিসপত্র নেওয়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ৫ শতাংশ বোনাস বাগান থেকে দেওয়া হয়নি। জমানো চার হাজার টাকা রেখেছিলাম, তার কিছুটা দিয়ে চার্চ সাজানোর জিনিসপত্র কিনেছি। আর কিছু টাকা দিয়ে কোনওরকমে ছেলেমেয়ের জামাকাপড় কিনেছি। তবে নিজেদের আর কেনা হবে না।’

বড়দিনের আগে সাজানো হচ্ছে চার্চ। নকশালবাড়িতে। -সংবাদচিত্র

> বড়দিনে অনেক জিনিসপত্র নেওয়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ৫ শতাংশ বোনাস বাগান থেকে দেওয়া হয়নি।
>
> **রেণুকা কুজুর**

হাতিঘিসা অটল চা বাগানের সাতভাইয়া বরালাইনে ৮০টি খ্রিস্টান পরিবার রয়েছে। এই এলাকার একমাত্র চার্চের নাম ‘আওয়ার লেডি অফ রোজারি চার্চ’। সম্প্রতি এসআইআর-এর জন্য দিল্লি থেকে বাড়িতে ফিরেছেন অরবিন্দ মিঞ্জ। দিল্লিতে একটি হোটেলে কাজ করেন তিনি। এবছর পরিবারের সঙ্গেই বড়দিনের উৎসব পালন করবেন। কিন্তু এলাকার একমাত্র চার্চের বেহাল দশায় ক্ষুব্ধ অরবিন্দ। তাঁর কথায়, ‘চার্চের জন্য অনেকদিন আগেই জায়গা দিয়েছি। কিন্তু বাগান এনওসি দেয়নি। ফলে চার্চ পাকা করা যায়নি। টিনের ঘেরার ভেতরেই ঝড়-বৃষ্টি, ঠান্ডার মধ্যে সকলকে প্রার্থনা করতে হয়।’

যাবজ্জীবন

সামশেরগঞ্জে হরগোবিন্দ দাস ও তাঁর ছেলে চন্দনকে কুপিয়ে খুনে ১৩ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল নিম্ন আদালত। রায়ে খুশি নয় পরিবার। ঘটনার ৫৬ দিনের মধ্যে আদালতে চার্জশিট দিয়েছে পুলিশ।

স্কুলের ছুটি

রাজ্যে প্রাথমিক স্কুলগুলিতে আগামী শিক্ষাবর্ষের চূড়ান্ত ছুটির তালিকা প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ পাঠাল সমস্ত জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শকদের। মাত্র ৬ দিন গরমের ছুটি দেওয়া নিয়ে সরব শিক্ষক মহল।

নার্সিং অডিট

রাজ্যে মোট কত নার্সিং কলেজ, পড়ুয়া সংখ্যা কত, কী ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ইত্যাদি অডিট করার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। কোনও ত্রুটি ধরা পড়লে দ্রুত এফআইআর করতে পারবে মেডিকেল কাউন্সিল।

গণধর্ষণে সাজা

হাঁসখালি গণধর্ষণ কাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত তৃণমূল নেতার পুত্র সহ ৩ জনকে যাবজ্জীবন দিল রানাঘাট মহকুমা আদালত। বাকি অভিযুক্ত একজনকে ৫ বছরের জন্য কারাবাস দেওয়া হয়েছে।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রার্থী বদল হুমায়ুনের

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর : নতুন দল তৈরির ১২ ঘণ্টার মধ্যে ৯ জন প্রার্থীর মধ্যে ১ জনের নাম প্রত্যাহার করে নিলেন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। বালিগঞ্জ কেন্দ্রের ঘোষিত প্রার্থী নিশা চট্টোপাধ্যায়কে জনতা উন্নয়ন পার্টি (জেইউপি)-র প্রার্থী করা হচ্ছে না বলে মঙ্গলবার ঘোষণা করলেন দলের প্রতিষ্ঠাতা। কারণ হিসেবে তিনি বললেন, সমাজমাধ্যমে 'বড্ড খোলামেলা' হওয়ায় বিধানসভার জন্য নিশা 'যোগ্য' নন। যদিও হুমায়ুনের এই সিদ্ধান্তকে 'হঠকারী' বলে দাগিয়ে দিয়ে নিশা বলেন, 'মহিলাদের আচরণ ও স্বাধীনতা নিয়ে সেন্সরশিপ করার অধিকার কারও নেই।' অপরদিকে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন জানান, নতুন দল তৈরির পর হুমায়ুনের অবস্থান ব্যাখ্যা করার জন্য তাঁকে বিধানসভায় ডেকে পাঠানো হতে পারে।

হুমায়ুন জানিয়েছেন, আগামী ৭ দিনের মধ্যে বালিগঞ্জে নতুন মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হবে। সোমবার বেলডাঙায় নতুন দল ঘোষণার সময় মঞ্চে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নিশার সঙ্গে ছবি তুলেছিলেন তিনি। নিশা জানিয়েছিলেন, পারিবারিক সখ্য থাকায় হুমায়ুন তাঁকে রাজনীতিতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। তবে সরাসরি বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হবে ভাবতেও পারেননি নিশা। এরপরই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সমাজমাধ্যমে নিশার একাধিক ছবি ও ভিডিও ভাইরাল হয় (সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। হুমায়ুন বলেন, 'ওঁর কিছু ভিডিও রয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। যা দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে পারে। বিধানসভার মতো পবিত্র জায়গায় এঁরা অযোগ্য। তাই এই সিদ্ধান্ত।' নিশার পালটা প্রতিক্রিয়া, 'আমি প্রার্থী হওয়ার জন্য ওঁর কাছে আবেদন করিনি।' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কটাক্ষ, 'কার পরামর্শে প্রার্থী করেছিল সেটা হুমায়ুনই বলতে পারবে। হয়তো আইপ্যাক ওঁকে পরামর্শ দিয়েছিল।'

> ওঁর কিছু ভিডিও রয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। যা দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে পারে। বিধানসভার মতো পবিত্র জায়গায় এঁরা অযোগ্য। তাই এই সিদ্ধান্ত।
>
> **হুমায়ুন কবীর**

হুমায়ুন ঘনিষ্ঠদের বক্তব্য, সব বাধা সামলে এগিয়ে যাবেন বিধায়ক। আর তাই বালিগঞ্জ কেন্দ্র থেকে নিশার বদলে সংখ্যালঘু মুখ দাঁড় করাতে চাইছেন তিনি। এদিন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'হুমায়ুন কবীরের বিধায়কপদ খারিজ নিয়ে কোনও আবেদনপত্র আমার কাছে জমা পড়েনি। বিধানসভার একজন নির্দল সদস্যই হল ওঁর অবস্থান। নতুন দল সম্পর্কে ব্যাখ্যা করার জন্য প্রয়োজন হলে আমি ওঁকে ডেকে পাঠাতেই পারি।'

শান্তনুর মন্তব্যে ক্ষুব্ধ মতুয়াগড়

পালটা প্রচার শুরু তৃণমূলের, আসরে মমতাবালা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর : বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গা তাড়ানোর জন্য এসআইআরকে সমর্থন করেছিল বঙ্গ বিজেপি। কিন্তু কয়েক বছর ধরে তাদের নিশ্চিত ভোটব্যাংক মতুয়ারাই এখন হাতছাড়া হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা বিজেপির। এই ইস্যুতে মতুয়াদের পাশে থেকে বিজেপির পালের হাওয়া কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে তৃণমূল। বনগাঁ লোকসভার ৫টি বিধানসভা কেন্দ্রে এবং নদিয়া জেলার ১১টি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটে মতুয়ারা নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করেন। এই ১৬টি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রায় ৩ লক্ষ ভোটারের নাম এসআইআরে আন-ম্যাপড হয়ে রয়েছে। তাঁদের মধ্যে প্রায় ২ লক্ষ ৭৫ হাজার ভোটার মতুয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁদের প্রত্যেককে শুনানিতে ডাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু তাঁদের অনেকের কাছেই কমিশনের নির্দিষ্ট ১১টি নথির একটিও নেই। ফলে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম বাদ যাওয়ার আশঙ্কা করছেন অনেকেই। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বনগাঁর সাংসদ শান্তনু ঠাকুরের মন্তব্য ঘৃতাহুতি দিয়েছে মতুয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে।

সোমবার এক অনুষ্ঠানে শান্তনু বলেছেন, '৫০ লক্ষ অনুপ্রবেশকারীর নাম বাদ দেওয়ার জন্য যদি ১ লক্ষ মতুয়া ভোট দিতে না পারেন, তাতে অসুবিধার কিছু নেই। কারণ সকলের লক্ষ্য অনুপ্রবেশকারীদের তাড়ানো।'

> ৫০ লক্ষ অনুপ্রবেশকারীর নাম বাদ দেওয়ার জন্য যদি ১ লক্ষ মতুয়া ভোট দিতে না পারেন, তাতে অসুবিধার কিছু নেই। কারণ সকলের লক্ষ্য অনুপ্রবেশকারীদের তাড়ানো।
>
> **শান্তনু ঠাকুর**

শান্তনুর এই প্রতিক্রিয়া কার্যত বুমেরাং হয়ে গিয়েছে বিজেপির কাছে। কারণ ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে মতুয়ারা সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পাবেন না। তাঁদের নাগরিকত্ব নিয়েও প্রশ্ন উঠবে।

এই পরিস্থিতিতে আতঙ্কিত মতুয়াদের পাশে দাঁড়াতে দলের সর্বস্তরের জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের প্রয়োজনীয় কাগজ জোগাড় করে দিতে মঙ্গলবার থেকেই ওই আন-ম্যাপড ভোটারদের বাড়ি-বাড়ি যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেছেন তৃণমূল নেতারা। তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'মতুয়াদের ভোটে নির্বাচিত হয়ে শান্তনু ঠাকুর মন্ত্রী হয়েছেন। তিনিই ১ লক্ষ মতুয়ার নাম তালিকা থেকে বাদ দিতে চেয়েছেন।'

বনগাঁ ও রানাঘাট লোকসভার ১৪টি বিধানসভা কেন্দ্র এবং নদিয়ার আরও ২টি কেন্দ্রে মতুয়া ভোট নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও বারাসত লোকসভার হাবড়া ও অশোকনগর কেন্দ্রেও মতুয়াভোট রয়েছে। রাজ্যের ৭৬টি বিধানসভা কেন্দ্রে মতুয়াভোটের যথেষ্ট প্রভাব। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রগুলির অধিকাংশই জিতেছিল বিজেপি। যদিও উপনির্বাচনে শান্তিপুর, বাগদা সহ কয়েকটি তাদের হাতছাড়া হয়। এসআইআরে 'অনুপ্রবেশকারী' সংখ্যালঘুদের নাম বাদ যাবে বলে আশা করেছিল বিজেপি। কিন্তু শুধুমাত্র বনগাঁ লোকসভার বনগাঁ (উত্তর), বনগাঁ (দক্ষিণ), গাইঘাটা, স্বরূপনগর ও বাগদা বিধানসভায় ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ৯৫৫ জন ভোটারের নাম আন-ম্যাপড রয়েছে। এছাড়াও ৯৭,৬৬১ জনের নাম তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে। তাঁদের ৯০ শতাংশই মতুয়া বলে দাবি তৃণমূলের।

সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসংঘের সংঘাতিপতি তথা রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর বলেন, 'সিএএ-র নাম করে শান্তনু ঠাকুর মতুয়াদের কাছে ফর্ম ফিল-আপ করতে ১ হাজার টাকা করে নিয়েছেন। তারপর তিনি বিদেশভ্রমণ করেছেন। এখন উনি ১ লক্ষ মতুয়ার নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছেন। একজনের নামও বাদ দিতে দেব না।' যদিও শান্তনু বলেন, 'রাজ্য সরকার সিএএ কার্যকর করলে মতুয়াদের এই অবস্থা হত না। রাজ্য সরকারের জন্য মতুয়ারা আজ সমস্যায় রয়েছেন। এর দায় সম্পূর্ণভাবে তৃণমূলের।'

আলোর শহর... *মঙ্গলবার পার্ক স্ট্রিটে। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়*

অদৃশ্য সেন্সরশিপ, নিশানা পল্লবের

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর : ভগবানপুরে লগ্নজিতা চক্রবর্তীর হেনস্তা নিয়ে যখন শোরগোল তুঙ্গে, ঠিক তখনই শাসকের 'কণ্ঠরোধের' রাজনীতির এক কদর্য রূপ জনসমক্ষে টেনে আনলেন লোকসংগীত শিল্পী পল্লব কীর্তনীয়া। এর পরেই প্রশ্ন উঠছে, রাজ্যে শিল্পীর স্বাধীনতা কি তবে শাসকের 'সুনজরে' থাকার দাসখত?

পল্লববাবুর অভিযোগ, ২৫ ডিসেম্বর বর্ধমানের ভাতারে একটি বইমেলায় তাঁর অনুষ্ঠান করার কথা থাকলেও শেষ মুহূর্তে তা বাতিল করা হয়। কারণ? 'শাসকের প্রবল চাপ'। শুধু ভাতার নয়, গত এক দশকে অসংখ্যবার তাঁকে ব্রাত্য করা হয়েছে। খোদ রবীন্দ্রসদনেও জুটেছে অশ্রাব্য গালিগালাজ ও নিগ্রহের হুমকি। তাঁর এই লড়াই আসলে সেই সব শিল্পীর প্রতিনিধিত্ব করে, যাঁরা চাটুকারিতা ছেড়ে সত্যের সুরে গান বাঁধেন।

লগ্নজিতার ঘটনায় দুষ্কৃতী ধরা পড়েছে, প্রচার পেয়েছে মিডিয়া। কিন্তু পল্লববাবুর ক্ষেত্রে যা ঘটছে, তা এক 'অদৃশ্য সেন্সরশিপ'। যে আয়োজকরা সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নন, তাঁরাও আজ প্রশাসনের ভয়ে কাঁপছেন। কোনও শিল্পী যদি চুরিবাজি, ফেরেব্বাজি বা শিক্ষা ব্যবস্থার ধ্বংস নিয়ে গান বাঁধেন, তবে তাঁর জন্য অঘোষিতভাবে বন্ধ হয়ে যায় সরকারি ও বেসরকারি সব মঞ্চ। লগ্নজিতার পাশে দাঁড়ানো সহজ, কারণ তাতে শাসকের বিরাগভাজন হওয়ার ভয় নেই। কিন্তু দুর্নীতির পাহাড়ের দিকে আঙুল তুলে গান গাওয়া আজ এ রাজ্যে 'অপরাধ'।

পল্লব কীর্তনীয়া অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে প্রশ্ন তুলেছেন, যাঁরা আজ স্বাধীনতার বুলি আওড়াচ্ছেন, তাঁরা কি পারবেন নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে একটা গান বাঁধতে? এই 'ব্ল্যাকলিস্ট' সংস্কৃতি আসলে এক সাংস্কৃতিক ফ্যাসিজম, যা তিলে তিলে বাংলার শিরদাঁড়া ভেঙে দিচ্ছে। লগ্নজিতা কাণ্ড তো হিমশৈলের চূড়া মাত্র, আসল সত্যটা হলো, এ রাজ্যে শিল্পী কেবল তখনই স্বাধীন, যখন তিনি প্রতিবাদ করতে ভুলে যান।

শুনানি কমাতে প্রস্তাব সিইও-র

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর : শুনানির নামে হয়রানি যাতে না হয়, সেই ব্যাপারে মেপে পা ফেলতে চাইছে সিইও দপ্তর। বিশেষ করে বাবার নামের গণ্ডগোলের জেরে যাঁদের ভোটার তথ্যে অসংগতি রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে, তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সঠিক নাও হতে পারে। এমনটাই মনে করছে সিইও দপ্তর। সেই কারণে বাবার নামের গণ্ডগোল ও ছোটখাটো অসংগতির বিষয়টি খতিয়ে দেখে শুনানির তালিকা থেকে আগেই বাদ দিতে চাইছে সিইও দপ্তর। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অনুমতি পেতে দিল্লিতে কমিশনের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন সিইও মনোজ আগরওয়াল। রোল অবজার্ভার প্রধান সুব্রত গুপ্ত মনে করেন, এর ফলে বেশ কয়েক লক্ষ ভোটারকে শুনানিতে ডাকতেই হবে না। এরই মধ্যে ৫ জানুয়ারি দিল্লিতে রাজ্যের বিধানসভা ভোটের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে সিইওকে বৈঠকে ডেকেছে কমিশন।

২৭ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে রাজ্যের ভোটার তালিকার শুনানি। এই শুনানিতে মাইক্রো অবজার্ভাররাই হলেন কমিশনের চোখ। বুধবার দু-দফায় মোট ৪৬০০ মাইক্রো

সিইও দপ্তরে ডেপুটেশনে শশী পাঁজা, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, পার্থ ভৌমিকরা।

অবজার্ভারের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে নজরুল মঞ্চে। প্রথম দফায় আন-ম্যাপড ৩২ লক্ষের মধ্যে যে ১০ লক্ষ ভোটারের শুনানি হবে, তাঁদের কাছে ইতিমধ্যেই নোটিশ পাঠানো শুরু হয়েছে। এমনিতেই শুনানিতে ডাক পাওয়াকে ঘিরে মানুষ কিছুটা আতঙ্কিত। কমিশন আশ্বস্ত করলেও যাঁরা শুনানিতে ডাক পাবেন, তাঁরা কতটা আশ্বস্ত হতে পারবেন, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। শুনানির সময় বিক্ষিপ্তভাবে আইনশৃঙ্খলার সমস্যা হতেই পারে এমন আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছে না কমিশন।

এই পরিস্থিতিতে তৃণমূলের দাবি, মানুষের হয়রানি কমাতে হবে। কমিশনে প্রতিনিধি দলের সদস্য ও সাংসদ পার্থ ভৌমিক বলেন, 'শুনানির জন্য কেন মানুষকে ২৫-৩০ কিলোমিটার রাস্তা পেরিয়ে বিডিও কিংবা এসডিও অফিসে আসতে হবে? কেন পুরসভা, পঞ্চায়েত অফিসে শুনানি করা যাবে না? একান্তই সরকারি জায়গায় তা করতে হলে ব্যাংক, ডাকঘরের মতো জায়গায় তা করা হলে মানুষের হয়রানি কমবে।' যদিও এ ব্যাপারে সুব্রত গুপ্ত বলেন, 'সরকারি পরিষেবা পেতে যদি মানুষ ব্লক অফিসে যেতে পারে, তাহলে শুনানির জন্য সেখানে যাওয়া হয়রানি হতে পারে না।'

প্রথম দফায় আন-ম্যাপড প্রায় ৩২ লক্ষের শুনানির পর দ্বিতীয় দফায় ভোটার তথ্যে অসংগতির জন্য চিহ্নিত ১ কোটি ৩৬ লক্ষের মধ্যে ঠিক কত ভোটারকে শুনানিতে ডাকতে হবে, তা এখনও জানে না সিইও দপ্তর। বিষয়টি চূড়ান্ত করবে কমিশন। কিন্তু প্রাথমিকভাবে ভোটার তথ্য যাচাই করতে গিয়ে সিইও দপ্তরের মনে হয়েছে, এই ১ কোটি ৩৬ লক্ষের মধ্যে বাবার নামের গণ্ডগোলে যে ৮৫ লক্ষের কিছু বেশি ভোটারকে আন-ম্যাপড করা হয়েছে, তার মধ্যে সিংহভাগই কমিশনের প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে। রোল অবজার্ভার সুব্রত গুপ্ত এদিন বলেন, 'হয়তো দেখা যাবে ২০০২-এর ভোটার তালিকায় কারও বাবার নামের সঙ্গে 'কুমার' ছিল। পরে সেটা বাদ পড়ে গিয়েছে। কিন্তু দুই ব্যক্তি অভিন্ন। কমিশন আমাদের প্রস্তাব মেনে নিলে শুনানির সংখ্যা অনেকটাই কমবে।'

এদিন কমিশনে অভিযোগ জানাতে এসে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য কমিশনের বিরুদ্ধে গোপন সমীক্ষা চালানোর অভিযোগ করেছেন। কোচবিহারে মৃতের সংখ্যা অন্যান্য জেলার থেকে কম করে দেখানোর অভিযোগ জানিয়েছেন বিজেপির প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক।

৫ জানুয়ারি গঙ্গাসাগর পরিদর্শন

ভিআইপি কালচারে না মুখ্যমন্ত্রীর

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর : ফুটবল মাঠের 'মেসি-বিভ্রাট' থেকে শিক্ষা নিল নবান্ন। গঙ্গাসাগর মেলায় এবার আর ভিআইপিদের জন্য আলাদা খাতিরদারি চলবে না। 'ভিআইপি সংস্কৃতি' পুরোপুরি বন্ধের যে নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছিলেন, তা কতটা কার্যকর হচ্ছে খতিয়ে দেখতেই আগামী ৫ জানুয়ারি সাগরদ্বীপে যাচ্ছেন তিনি।

সম্প্রতি যুবভারতীতে ভিভিআইপিদের অতি-সক্রিয়তায় রাজ্য সরকারের ভাবমূর্তি ধাক্কা খেয়েছিল। সেই জনরোষের কথা মাথায় রেখেই মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দিয়েছেন, সাগরে সাধারণ পুণ্যার্থীদের জন্য কোনও অসুবিধা সহ্য করা হবে না। মন্ত্রীদের জন্য আলাদা পাস, বিশেষ রাস্তা বা কপিলমুনির মন্দিরে অগ্রাধিকার— সবই এবার নিষিদ্ধ। ৫ জানুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকে এই ব্যবস্থারই চূড়ান্ত তদারকি করবেন তিনি।

এ বছর গঙ্গাসাগরে গতবারের ১ কোটি ১০ লক্ষের রেকর্ড ভাঙার সম্ভাবনা। পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রস্তুত রাখা হচ্ছে ২৫০০টি বাস, ২৫০টি লঞ্চ এবং ২১টি জেটি। ড্রোন ও সিসিটিভি-র পাশাপাশি প্রত্যেক পুণ্যার্থীর জন্য থাকছে সরকারি বিমা এবং ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া রুখতে কিউআর (QR) কোড যুক্ত রিস্ট ব্যান্ড।

তবে এই সফরের অন্যতম বড় চমক হতে চলেছে মুড়িগঙ্গা নদীর ওপর ৪ কিলোমিটার দীর্ঘ 'গঙ্গাসাগর সেতু'-র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন। দীর্ঘদিনের এই স্বপ্ন পূরণ হলে কাকদ্বীপ থেকে সরাসরি সড়কপথে সাগরে পৌঁছানো যাবে।

৫ জানুয়ারির এই প্রশাসনিক বৈঠক থেকে পানীয় জল, স্বাস্থ্য ও সাফাই পরিষেবার খতিয়ান নেওয়ার পাশাপাশি একগুচ্ছ নতুন প্রকল্পের শিলান্যাসও করবেন মুখ্যমন্ত্রী। সাফ কথা, এবার সাগরতটে সবাই 'সমান', আর এ বিষয়ে কোনও গাফিলতি বরদাস্ত করবেন না মমতা।

বিশেষভাবে সক্ষমদের সঙ্গে অবশেষে বৈঠক

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর : দীর্ঘ ৮ দিন আন্দোলনের জের। বিশেষভাবে সক্ষম চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন শিক্ষা দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকরা। মঙ্গলবার ৪ ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে দিয়ে আত্মহত্যার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন আন্দোলনরত দুই লোকোমোটর ডিজেবিলিটি সম্পন্ন চাকরিপ্রার্থী সাদ্দাম হোসেন ও তোজাম্মেল শেখ। তাঁদের দাবি, ১০০ পয়েন্ট রোস্টার বাতিল করে তাঁদের মতো প্রতিবন্ধকতা সম্পন্ন প্রার্থীদের স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার ইন্টারভিউতে সুযোগ দিতে হবে। বৈঠক থেকে বেরিয়ে আন্দোলনকারীরা বলেন, 'আদালতের জটিলতা থাকায় আমাদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে নারাজ আধিকারিকরা। তাঁরা অপেক্ষা করতে পরামর্শ দিয়েছেন।'

বৈঠকের পর যথেষ্ট ক্ষুব্ধ আন্দোলনকারীরা। রাত ৮টার পর পুলিশ তাঁদের অবস্থান তুলে দেয়। বিক্ষোভকারীরা বলেন, 'ইচ্ছাকৃতভাবে বলপূর্বক নিজেদের দোষ ঢাকতে আমাদের সঙ্গে এরকম আচরণ করা হচ্ছে। ২০১৯ সাল থেকে সরকারি চাকরির প্রতিটি পরীক্ষায় শুধুমাত্র তপশিলি জাতিভুক্ত এই ধরনের বিশেষভাবে সক্ষমরাই সংরক্ষণ পাবেন কেন? জেনারেল, ওবিসি ও এসটি সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ থাকবে না কেন? আন্দোলন আরও জোরালো হবে।' ১৫ তারিখ থেকে আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন তাঁরা। তাঁদের সকলেরই পেশি, অস্থি ও স্নায়ুর সমস্যা রয়েছে। লিখিত পরীক্ষায় যথেষ্ট ভালো নম্বর পেয়েও শুধুমাত্র সংরক্ষণের অভাবে ইন্টারভিউতে তাঁরা ডাক পাননি। আন্দোলনরত অবস্থায় অসুস্থ হয়ে চিকিৎসাধীন ছিলেন সাদ্দাম ও তোজাম্মেল। এদিন তাঁরা হুঁশিয়ারি দেন, দুপুর ১টা থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করলে বিকাশভবনের সামনে আত্মহত্যা করবেন। তারপরই তাঁদেরকে সাক্ষাতের সময় দেন শীর্ষ আধিকারিকরা।

একইসঙ্গে এসএসসি সূত্রে খবর, কমিশনের ওয়েব সাইট রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলায় চলতি সপ্তাহে শুরু হচ্ছে না নবম-দশমের শিক্ষক পুনর্নিয়োগ পরীক্ষার তথ্য যাচাইয়ের প্রক্রিয়া। ২৯ ডিসেম্বর থেকে বাংলা ও ইংরেজির তথ্য যাচাইয়ের কাজ শুরু হতে পারে।

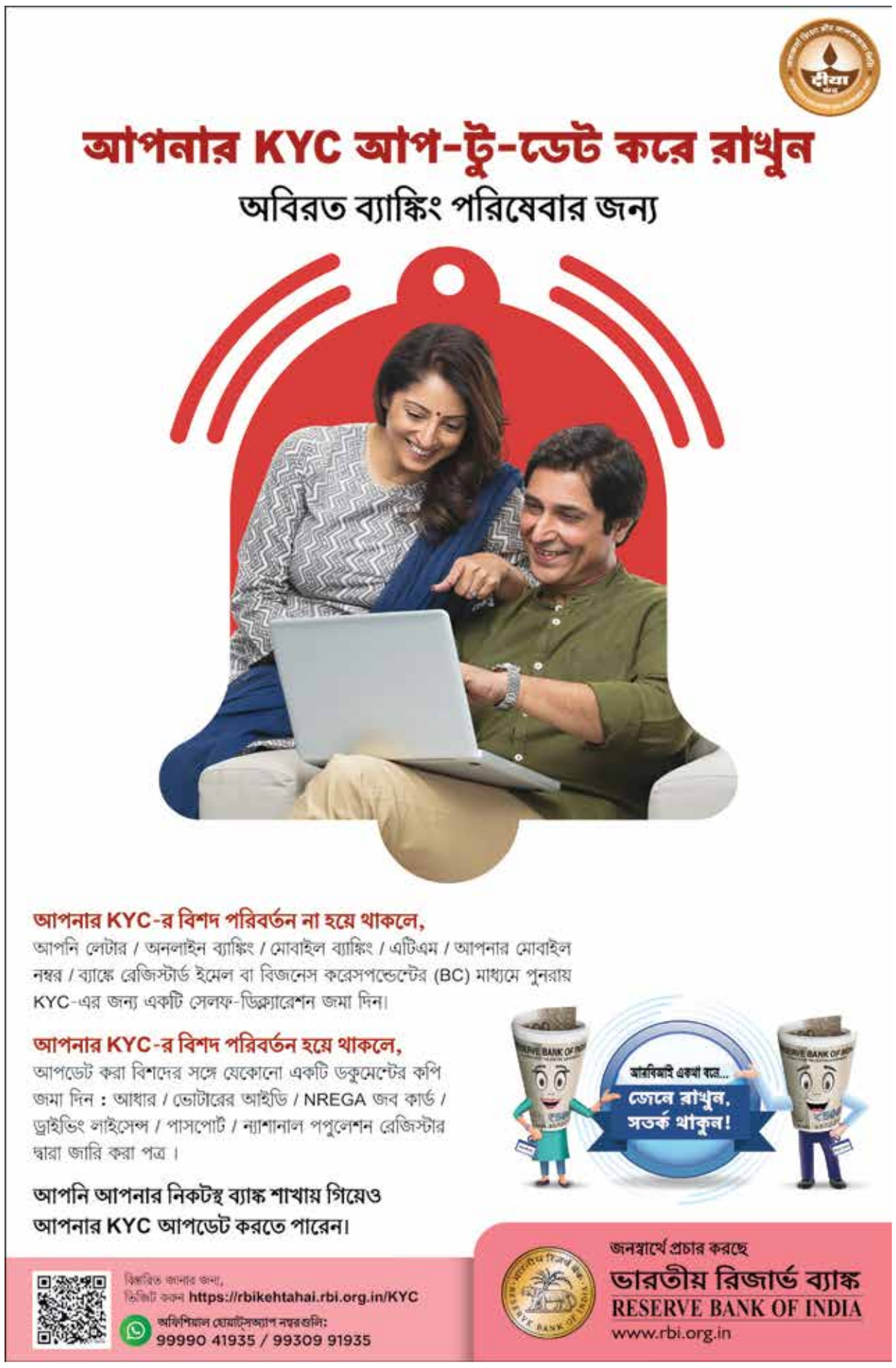

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২১৫ সংখ্যা, বুধবার, ৮ পৌষ ১৪৩২

ঘাড়ে মৌলবাদ

কূটনৈতিক সম্পর্কে কিছু বিধি ব্যবস্থা আছে। বিভিন্ন দেশে অন্য রাষ্ট্রের দূতাবাসের নিরাপত্তা রক্ষা সেই বিধি ব্যবস্থার অন্যতম। দুই দেশের সম্পর্কে যতই টানাপোড়েন থাক, দূতাবাস ও রাষ্ট্রদূতদের নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা আন্তর্জাতিক বিধির মধ্যে পড়ে। সম্পর্ক বেশি তিক্ত হলে অন্য দেশের দূতাবাসের কর্মীদের দেশে ফিরে যেতে বলা যেতে পারে, কিন্তু তাঁদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুদায়িত্ব।

ইনকিলাব মঞ্চ নামে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা একটি রাজনৈতিক দলের নেতা ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডকে ঘিরে এখন ভারত-বাংলাদেশের চরম টানাপোড়েন চলছে। দুই দেশেই একদল উন্মত্ত জনতা দূতাবাসগুলিকে নিশানা করছে। বাংলাদেশে ভারতের বিভিন্ন হাইকমিশনের দপ্তরের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ভারতেও বাংলাদেশের হাইকমিশনগুলি নিয়ে অনুরূপ ঘটনা ঘটছে। কিন্তু উভয় দেশ এখনও পর্যন্ত পরস্পরের দূতাবাসগুলির সুরক্ষা সুনিশ্চিত করেছে। দুটি দেশেই দূতাবাসমুখী মিছিল ও বিক্ষোভের সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু সুরক্ষায় বিঘ্ন ঘটেনি।

বিক্ষোভকারী যিনি বা যাঁরাই হোন না কেন, এক্ষেত্রে সরকারের কর্তব্য তাঁদের বাধা দেওয়া। দিল্লি বা কলকাতা- সব জায়গায় সরকার সেই কাজটা নিয়ম মেনে করছে। বিক্ষোভকারীরা গেরুয়া শিবিরের সমর্থক বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দল হলেও দিল্লিতে তাদের বাংলাদেশের দূতাবাসের কাছে ঘেঁষতে দেয়নি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের পুলিশ। কলকাতায় সেই কাজটা করছে তৃণমূল সরকারের পুলিশ।

বিরোধী দলনেতা হিসাবে শুভেন্দু অধিকারী সরকারের এই কূটনৈতিক বাধ্যবাধকতা জানেন। তবুও তিনি সাধুদের মিছিলে গিয়ে বাধা পেয়ে কলকাতায় বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনের দপ্তরের পথে অবস্থানে বসে পড়েছিলেন। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বাংলাদেশের ঘটনায় হিন্দুত্বের আবেগ উসকে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে এটা একটি কৌশল। কয়েক মাসের মধ্যে যেহেতু বিধানসভা নির্বাচন আছে বাংলায়, তাই এই কৌশলে ভোটে সুবিধা পাওয়ার উদ্দেশ্য আছে।

শুধু দূতাবাসের সামনে ধর্না, বিক্ষোভ বা স্মারকলিপি দেওয়ার চেষ্টা নয়, বাংলাদেশের ঘটনাবলি এপার বাংলায় রাজনৈতিক হাতিয়ার করে তোলার মরিয়া প্রয়াস চলছে। ওপার বাংলার ময়মনসিংহ জেলায় দীপুচন্দ্র দাস নামে এক হিন্দু তরুণকে পিটিয়ে খুন ও দেহ জ্বালিয়ে দেওয়ার নৃশংস ঘটনা সেই প্রয়াসকে জোরালো করার সহায়ক হয়ে উঠেছে। দূতাবাসমুখী মিছিল বা বিক্ষোভ যখনই আটকে দেওয়ার চেষ্টা করছে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ, তখন এই সরকার হিন্দু-বিরোধী বলে ন্যারেটিভ বানানোর কৌশল চোখে পড়ছে।

কিন্তু এই কৌশল অভূতপূর্ব বিপদ ডেকে আনতে পারে। মৌলবাদীদের হাতে নিয়ন্ত্রণ চলে যাওয়ার যে বিপদ এখন বাংলাদেশে দেখা যাচ্ছে, তা এভাবেই বছরের পর বছরের চেষ্টায় ডেকে আনা হয়েছে। ভোটের অঙ্কে সেদেশের রাজনৈতিক দলগুলি ও সরকার সেই চেষ্টাকে প্রশ্রয় দিয়েছে বরাবর। বিশেষ করে মুজিবুর রহমান পরবর্তী সময়ে মৌলবাদী শক্তিগুলির তৎপরতা অবাধে চলতে দেওয়া হয়েছে।

সেই তৎপরতায় সাধারণ মানুষের এবং শিক্ষক সমাজের মগজধোলাই হয়েছে। সরকার নীরব দর্শক থাকায় এবং সরকারবিরোধী অসন্তোষের সুযোগে ইসলামের নামে উগ্র ধর্মান্ধতা কীভাবে সেদেশে জাঁকিয়ে বসেছে, তা এখন চোখের সামনে স্পষ্ট। ভারতে সব ধর্মের উগ্র মৌলবাদী শক্তি এই ধর্মান্ধতার বিষ ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট। ইসলামিক ও হিন্দুত্বের নামে দুই ধরনের মৌলবাদী শক্তি এখন কাজ করে যাচ্ছে ভারতে।

এতে কোনও কোনও রাজনৈতিক দলের আগামী কয়েকটি ভোটে লাভ হতে পারে সত্য। কিন্তু আমজনতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ধর্মান্ধতার নামে বিদ্বেষ ও বিভাজন তৈরি হয়ে গেলে, তার খেসারত দিতে হবে গোটা দেশকে। সেরকম পরিস্থিতি তৈরি হলে দেশের নিয়ন্ত্রণ যে মৌলবাদীদের হাতে চলে যায়, তার প্রমাণ বাংলাদেশ। যে দেশটায় এখন অরাজকতা চলছে। ফলে অর্থনীতির সর্বনাশ ঘটছে। সময় থাকতে সাবধান না হলে ভারতেও সেই বিপদ আসতে পারে।

অমৃতধারা

'এই দেহ ত্যাগ করার পূর্বে যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গুলির বেগ এবং কাম ক্রোধের বেগ সহন করতে সক্ষম হন, তিনিই যোগী এবং এই জগতে তিনিই সুখী হন।' এইজন্য এটা বলার তাৎপর্য হচ্ছে প্রকৃত সুখ অন্বেষণকারী ব্যক্তিকে জড়েন্দ্রিয়জাত সুখের পিছনে ধাবিত না হয়ে আত্মানুভূতি লাভ মার্গে মনোনিবেশ করে প্রকৃত চিন্ময় সুখ বা আনন্দ লাভ করার জন্য প্রচেষ্টা করতে শাস্ত্র উপদেশ প্রদান করেছেন। আমরা জানি যে, আমাদের শরীরের মধ্যে ইন্দ্রিয়গুলির ছ'টা বেগ আছে। বাক্যের বেগ, ক্রোধের বেগ, মনের বেগ, উদরের বেগ, জননেন্দ্রিয়ের বেগ এবং জিহ্বার বেগ- এই ছ'প্রকার বেগ আছে। এইসব বেগ ভগবৎ সেবার মাধ্যমে দমন করতে হবে।

-ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

বিকল্প চাই, বিকল্প কই? বিরোধী চাই, বিরোধী কই?

সাধারণ ভোটার যাবেন কোথায়? একদিকে তৃণমূলের দুর্নীতি আর ঔদ্ধত্য, অন্যদিকে বিরোধীদের ছন্নছাড়া দশা।

শুভময় মুখোপাধ্যায়

রাজনীতিতে একটা খুব পুরোনো প্রবাদ আছে— 'শাসক ততটাই শক্তিশালী, বিরোধী যতটা দুর্বল।' ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে এই প্রবাদটি যেন নতুন করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। রাজ্যের রাজনৈতিক আবহাওয়া এখন উত্তপ্ত। একদিকে দীর্ঘ পনেরো বছরের শাসনে থাকা তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, দুর্নীতির ভূরিভূরি অভিযোগ, আর সম্প্রতি ঘটে যাওয়া 'মেসি কেলেঙ্কারি' নিয়ে রাজ্যজুড়ে তোলপাড়। সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন অনেক, ক্ষোভও কম নয়। কিন্তু সেই ক্ষোভের বারুদে আগুন দেওয়ার মতো সলতেটা কোথায়? রাজ্যবাসীর সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এখন একটাই—তৃণমূল না হলে কে? বিকল্প কে? এই 'বিকল্পহীনতা'র সুযোগ নিয়েই কি ফের নবান্নের দখল নিতে চলেছে শাসকদল?

প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার চোরাস্রোত বনাম বিরোধী শূন্যতা

২০২৬-এর নির্বাচন যখন কড়া নাড়ছে, তখন পশ্চিমবঙ্গের বাতাসে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার গন্ধ স্পষ্ট। নিয়োগ দুর্নীতি, র‍্যাশন দুর্নীতি এবং বিভিন্ন কেলেঙ্কারিতে জেরবার শাসকদল। তার ওপর সম্প্রতি লিওনেল মেসির সফরকে কেন্দ্র করে যে প্রশাসনিক ব্যর্থতা দেখা গেল, তা রাজ্যের ভাবমূর্তিতে বড়সড়ো ধাক্কা দিয়েছে। মানুষ দেখছে, মানুষ বুঝছে। কিন্তু ভোটকেন্দ্রে গিয়ে তারা ইভিএমের বোতামটা টিপবে কার নামে? গণতন্ত্রে রাগ দেখানোর জায়গাও তো একটা বিশ্বাসযোগ্য মুখ খোঁজে। এখানেই পশ্চিমবঙ্গ আজ এক অদ্ভুত সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। ভোটাররা চাইছেন পরিবর্তন, কিন্তু পরিবর্তনের কান্ডারি হিসেবে যাঁদের দেখছেন, তাঁদের ওপর ভরসা রাখতে পারছেন কই?

বিজেপি : ছন্নছাড়া নাবিকের তরী

রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি। গত বিধানসভা নির্বাচনে যারা 'আব কি বার, দুশো পার'-এর স্লোগান তুলেছিল, তারা আজ কার্যত দিগভ্রান্ত। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী নিঃসন্দেহে একজন লড়াকু নেতা, নন্দীগ্রামে মমতাকে হারানোর রেকর্ড তাঁর আছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের একটা বড় অংশের কাছে তিনি আজও 'তৃণমূলের দলবদলু'। তাঁর রাজনৈতিক ডিএনএ-তে তৃণমূলি সংস্কৃতি এতটাই প্রকট যে, তাঁকে বিজেপির নিজস্ব বা আদর্শগত বিকল্প মুখ হিসেবে মেনে নিতে অনেকেই দ্বিধাবোধ করেন। তাঁর আক্রমণাত্মক ভঙ্গি অনেক সময় সংবাদ শিরোনামে আসে ঠিকই, কিন্তু তা কি আদৌ জনমানসে ভরসা জাগাতে পারছে?

বিজেপির সমস্যা শুধু শুভেন্দুতে আটকে নেই। দলের অন্দরে আদি ও নব্যর লড়াই এখন আর গোপন কোনও বিষয় নয়। দিলীপ ঘোষ, যিনি একসময় রাজ্য বিজেপির সভাপতি হিসেবে দলকে মাটি থেকে তুলে এনেছিলেন, তাঁর সেই মেঠো রাজনীতির স্টাইল আজ দলের অন্দরেই ব্রাত্য। রাহুল সিনহার মতো পুরোনো পোড়খাওয়া নেতারা আজ সাইডলাইনে। তাঁদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর কোনও সদিচ্ছা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আছে বলে মনে হয় না।

অন্যদিকে, যাঁদের ওপর বাজি ধরা হয়েছিল, তাঁরাও চূড়ান্ত হতাশ করেছেন। বালুরঘাটের বিধায়ক এবং বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অশোক লাহিড়ী— যাঁর ক্ষেত্রে মনে করা হয়েছিল বাংলার রাজনীতিতে এবার হয়তো গুণীজনদের কদর বাড়বে, তিনি কার্যত অদৃশ্য। বিধানসভার বিতর্কে বা রাজ্যের অর্থনৈতিক শ্বেতপত্র তৈরিতে তাঁর যে ভূমিকা থাকা উচিত ছিল, তার ছিটেফোঁটাও দেখা যায়নি। তিনি এখন দলের একজন প্রান্তিক খেলোয়াড় বা 'ফ্রিঞ্জ প্লেয়ার' মাত্র।

একই অবস্থা অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের। কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি হিসেবে তিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন, তাতে আশার আলো দেখেছিলেন লক্ষ লক্ষ চাকরিপ্রার্থী। সাংসদ হওয়ার পর আশা ছিল তিনি সংসদে বা রাজপথে সেই লড়াইকে আরও তীব্র করবেন। কিন্তু রাজনীতির ময়দানে নেমে তিনিও যেন হারিয়ে গেলেন। তাঁর সেই তেজ, সেই আইনি যুক্তি— সবই যেন দলীয় রাজনীতির জাঁতাকলে পিষ্ট। মানুষ ভেবেছিল তিনি হবেন 'ক্রুসেডার', কিন্তু তিনি হয়ে রইলেন শুধুই একজন এমপি। বিজেপির হাতে আজ এমন কোনও মুখ নেই যাঁকে সামনে রেখে তারা বলতে পারে— 'ইনিই হবেন আগামীর মুখ্যমন্ত্রী'। মোদি-শা'র মুখ দেখিয়ে লোকসভা পার করা যায়, কিন্তু বিধানসভায় বাঙালি একজন 'ঘরের লোক' খোঁজে, যে ধুতি-পাঞ্জাবি বা শাড়িতে তাদেরই মতো কথা বলবে। সেই মুখের বড় অভাব গেরুয়া শিবিরে।

কংগ্রেস : আত্মবিসর্জনের করুণ আখ্যান

একদা এই রাজ্যের শাসকদল এবং পরবর্তীকালে প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের অবস্থা আজ আরও করুণ। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে 'ইন্ডিয়া' জোটের স্বার্থে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে খুশি করতে কংগ্রেস হাইকমান্ড যে বলিদান দিয়েছিল, তার খেসারত দিতে হচ্ছে রাজ্য কংগ্রেসকে। অধীররঞ্জন চৌধুরী, যিনি ছিলেন মুর্শিদাবাদের রবিনহুড এবং কট্টর মমতা-বিরোধী কণ্ঠ, তাঁকে কার্যত বলির পাঁঠা বানানো হল। রাহুল গান্ধি, প্রিয়াংকা গান্ধিরা স্পষ্ট করে দিলেন যে, জাতীয় স্তরে মোদিকে হটাতে মমতাকে তাঁদের প্রয়োজন, তাই বাংলায় অধীরের লড়াইকে তাঁরা গুরুত্ব দেবেন না।

কংগ্রেস নেতৃত্বের এই 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' নীতি রাজ্য কংগ্রেসের কর্মীদের মনোবল ভেঙে দিয়েছে। নীচুতলার কর্মীরা, যাঁরা প্রতিদিন তৃণমূলের সন্ত্রাসের মোকাবিলা করেন, তাঁরা দেখলেন তাঁদের সেনাপতিকেই নিরস্ত্র করে দেওয়া হয়েছে। এর ফল যা হওয়ার তাই হল। শংকর মালাকারের মতো উত্তরবঙ্গের দাপুটে কংগ্রেস নেতা, যিনি দশকের পর দশক হাত চিহ্নের ঝান্ডা ধরে রেখেছিলেন, তিনিও আজ হতাশ হয়ে তৃণমূলে নাম লিখিয়েছেন। মালদা, মুর্শিদাবাদ বা উত্তর দিনাজপুরের যে গড় একসময় কংগ্রেসের দুর্গ ছিল, আজ তা ধূলিসাৎ।

রাহুল বা প্রিয়াংকা গান্ধির কাছে পশ্চিমবঙ্গ কোনওদিনই অগ্রাধিকারের তালিকায় ছিল না, এখনও নেই। মমতার সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কটা ঠিক কেমন— বন্ধুত্বের নাকি বৈরিতার, তা নিয়ে তাঁরা নিজেরাই ধন্দে। আর এই ধোঁয়াশায় দমবন্ধ হয়ে মারা যাচ্ছে প্রদেশ কংগ্রেস। আজ রাজ্যে কংগ্রেস সাইনবোর্ড সর্বস্ব দলে পরিণত হওয়ার পথে। তাদের কোনও সাংগঠনিক শক্তি নেই, নেই কোনও গ্রহণযোগ্য নেতা যিনি রাজ্যজুড়ে প্রচারের ঝড় তুলতে পারেন।

বামফ্রন্ট : অস্তিত্বের সংকট ও টিভি'র বিপ্লব

২০১১ সালে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর বামফ্রন্টের যে রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছিল, তা আজও বন্ধ হয়নি। সিপিআই, ফরওয়ার্ড ব্লক বা আরএসপি-র মতো শরিক দলগুলো আজ কার্যত বিলুপ্তপ্রায়। তাদের দলীয় কার্যালয়গুলোতে ধুলো জমেছে, নতুন প্রজন্মের কেউ আর ওদিকে পা বাড়ায় না। টিমটিম করে জ্বলছে শুধু সিপিএম। কিন্তু তারাও কি সেই আগের সিপিএম আছে?

আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের বৃদ্ধতন্ত্র আজও দলের রাশ ছাড়তে নারাজ। বিমান বসু বা সূর্যকান্ত মিশ্রের মতো নেতারা তাঁদের সময়ের প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছেন অনেক আগেই। অন্যদিকে, মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের মতো কিছু তরুণ মুখ উঠে এসেছে ঠিকই, ইনসাফ যাত্রার মতো কর্মসূচিতে ভিড়ও হয়েছে, কিন্তু সেই ভিড় কি ভোটে রূপান্তরিত হচ্ছে?

সমস্যা হল, বামেদের এই নতুন প্রজন্মের নেতারা মাটির চেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন টেলিভিশনের পর্দায় বা সোশ্যাল মিডিয়ার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে। তাঁরা তাত্ত্বিক বিতর্কে তুখোড়, ফেসবুকে তাঁদের পোস্ট ভাইরাল হয়, কিন্তু গ্রামের বুথ রক্ষা করার মতো পেশিশক্তি বা সাংগঠনিক দক্ষতা তাঁদের নেই। রাজনীতির ময়দানটা যে টিভি স্টুডিওর এসি ঘর নয়, বরং রোদ-জল-বৃষ্টির কঠিন মাটি— এই সত্যটা তাঁরা অনেক সময় ভুলে যান। মানুষ তাঁদের কথা শোনে, হাততালি দেয়, কিন্তু ভরসা করে না। কারণ, মানুষ মনে করে এরা 'ভালো ছেলেমেয়ে', কিন্তু 'শাসক' হওয়ার মতো দাপট এদের নেই। বামেদের সেই হারানো জমি পুনরুদ্ধারের জন্য যে কঠিন পরিশ্রম দরকার, তা এই স্মার্টফোন-সর্বস্ব রাজনীতি দিয়ে সম্ভব নয়।

ভোটারের উভয়সংকট ও তৃণমূলের আশা

এই যখন বিরোধীদের অবস্থা, তখন সাধারণ ভোটার যাবে কোথায়? একদিকে তৃণমূলের দুর্নীতি আর ঔদ্ধত্য, অন্যদিকে বিরোধীদের এই ছন্নছাড়া দশা। এই পরিস্থিতিতে ভোটাররা এক গভীর সংকটে। তাঁরা দেখছেন, বিজেপি মানেই বাতিল তৃণমূলের নেতাদের পুনর্বাসন কেন্দ্র অথবা অভিজ্ঞতাহীন কিছু মুখের ভিড়। কংগ্রেস মানেই দিল্লির নির্দেশে চলা এক মেরুদণ্ডহীন সংগঠন। আর বাম মানেই নস্টালজিয়া আর তাত্ত্বিক বুলি, যার সঙ্গে বাস্তব ক্ষমতার কোনও যোগ নেই।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই 'বিকল্পহীনতা'র সুযোগটাকেই কাজে লাগাতে চাইছেন। তৃণমূল জানে, তাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ আছে। কিন্তু তারা এও জানে যে, সেই ক্ষোভকে ভোটের বাক্সে প্রতিফলিত করার মতো কোনও বিশ্বাসযোগ্য মুখ বিরোধীদের নেই। 'দিদি'র বিকল্প কে? এই প্রশ্নের উত্তরে বিরোধীরা যখন নীরব থাকে বা তোতলায়, তখনই অর্ধেক যুদ্ধ জিতে নেয় তৃণমূল।

'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর মতো জনমোহিনী প্রকল্পগুলো তৃণমূলের বড় হাতিয়ার, কিন্তু তার চেয়েও বড় হাতিয়ার হল বিরোধীদের এই দুর্বলতা। মানুষ ভাবছে, 'চোর হলেও এরা কাজটা তো চালাচ্ছে, অন্যরা এলে কী হবে তার তো ঠিক নেই।' এই 'জানা শয়তান' বনাম 'অজানা ও দুর্বল দেবদূত'-এর দ্বন্দ্বে পাল্লা ভারী থাকছে শাসকের দিকেই।

গণতন্ত্রের স্বার্থেই শক্তিশালী বিরোধী থাকা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু ২০২৬-এর দিকে তাকিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মানচিত্র বলছে, এখানে শাসকের চেয়ে বিরোধীরাই বেশি সংকটে। দুর্নীতি, অপশাসন, এবং মেসি কেলেঙ্কারির মতো ঘটনাগুলো শাসকদলকে ব্যাকফুটে ঠেলে দিলেও, গোল করার মতো স্ট্রাইকার বিরোধী দলে নেই। বিজেপি, কংগ্রেস বা বাম— কারও কাছেই এমন কোনও মুখ বা ব্লু-প্রিন্ট নেই যা দেখে মানুষ বলবে, 'হ্যাঁ, এই তো আমাদের নতুন সরকার।' যতদিন না বিরোধীরা তাদের ঘর গোছাচ্ছে, ততদিন 'বিকল্প চাই, বিকল্প কই'— এই হাহাকার বাংলার বাতাসে ভাসবে। আর এই হাহাকারের মাঝেই হয়তো ফের ক্ষমতার অলিন্দে ঢুকে পড়বে বর্তমান শাসকরা, যোগ্যতার জোরে নয়, বরং বিরোধীদের অযোগ্যতার বেনিফিট অফ ডাউট পেয়ে।

(লেখক রাজনৈতিক বিশ্লেষক)

আজ

১৮৯১

পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের জন্ম আজকের দিনে।

১৯২৪

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কিংবদন্তি গায়ক মহম্মদ রফি।

আলোচিত

মুসলিম সমাজের একটা বড় অংশ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজে ক্ষুব্ধ। তাই হুমায়ুনকে নতুন দল বানাতে দেওয়া হয়েছে যাতে মুসলিমদের ভোট বিজেপির দিকে না যায়। আদতে দুজনের দল 'এ' ও 'বি' টিম। ভোটের পর এটা কাজে লাগানোর অভিসন্ধিও রয়েছে।

- শুভেন্দু অধিকারী

ভাইরাল/১

জীবিত মেয়ের 'শেষকৃত্য' করল মধ্যপ্রদেশের বিদিশার এক পরিবার। বাড়ি থেকে পালিয়ে বিয়ে করেছে মেয়েটি। তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে পরিবার। খাটিয়ায় ফুল সাজিয়ে চারজন কাঁধে নিয়ে 'শবযাত্রা' করে তারা। শ্মশানে নিয়ে গিয়ে শেষকৃত্যও হল।

ভাইরাল/২

বড়জোর ১০ বছর বয়স। একাই ন্যানো গাড়ি চালিয়ে এসে দোকান থেকে মিষ্টি কিনে বাড়ি ফিরে গেল। গাড়িটি তারই বলে খুদের দাবি। সবাই তাজ্জব। একজন ঘটনার ভিডিও তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় দিতেই তা ভাইরাল। অনেকেই সেই খুদের বাবা-মাকে দোষারোপ করেছেন।

জনমন
জনমত

ফালাকাটা কলেজের বারোমাস্যায় ভোগান্তি

দেখতে দেখতে ফালাকাটা কলেজের বয়স ৪৪ বছর অতিক্রান্ত। এই শিক্ষাঙ্গন থেকে পাঠ নিয়ে অনেক ছাত্রছাত্রী আজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাস্তবে আমাদের ফালাকাটা কলেজ প্রাঙ্গণ তরুতলায় আচ্ছাদিত। রয়েছে একটি ইকো ফরেস্ট। প্রয়োজন বোধে পরিপক্ক গাছ কেটে কলেজের প্রয়োজনীয় আসবাব তৈরিতে কাজে লাগে। পাশ ও অনার্স দুটি স্তরই আমাদের কলেজে রয়েছে। সম্প্রতি পিওর সায়েন্স বিভাগও চালু হয়েছে, সেটাকে উপলক্ষ্য করে আমরা কমার্স বিভাগ খোলার ব্যাপারে দাবি করতেই পারি।

কলেজের পার্শ্ববর্তী এলাকার অধিকাংশেই প্রান্তিক পরিবারের বসবাস। তাঁদের যাতায়াতের ভরসা কলেজ সন্নিবেশিত পাকা রাস্তা। কিন্তু বর্তমানে রাস্তাটি চলার অযোগ্য হয়ে উঠেছে, দূরদূরান্ত থেকে আসা ছাত্রছাত্রী মানে শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মী এবং এলাকার বসবাসরত বাসিন্দাদের পথ চলাই দুষ্কর হয়ে উঠেছে। পূর্ব-পশ্চিম উভয় রাস্তাই চলার ক্ষেত্রে বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সম্প্রতি কলেজে স্থায়ী অধ্যক্ষ এসেছেন। শুনেছি কলেজ উন্নয়ন সম্পর্কিত ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট প্রাজ্ঞ এবং ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠনের ব্যাপারে তাঁর সজাগ দৃষ্টি রয়েছে।

বর্তমানে কলেজের অফিস বিভাগটির সিংহভাগই অস্থায়ী কর্মীদের দ্বারা সংগঠিত হয়। তাঁদের সাম্মানিকও যৎসামান্য। এই দিয়ে তাঁদের পরিবারবর্গ নিয়ে সাংসারিক জীবন নির্বাহ করা বড়ই কষ্টকর। এই ব্যাপারে কলেজ অধ্যক্ষ ও পরিচালন সমিতির সভাপতিকে তাঁদের সাম্মানিক বৃদ্ধির ব্যাপারে বিবেচনা করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। স্থায়ী কর্মী নিয়োগও আশু প্রয়োজন। এত বড় কলেজে স্থায়ী কর্মী বলতে সবেধন নীলমণি একজন লাইব্রেরিয়ান কর্মী।

পরিশেষে মাননীয় কলেজ অধ্যক্ষ ও পরিচালন সমিতির সভাপতির কাছে প্রার্থনা, আপনারা উভয়ই যদি কলেজের রাস্তাটির পুনর্নির্মাণে উদ্যোগী হন, তাহলেই রাস্তাটির মেরামত সম্ভব।

আব্দুস সাত্তার
ফালাকাটা।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না...

সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে ভাবনা, কাঠামো বা সৃজনশীল ধারণার আংশিক বা পরোক্ষ চুরি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শুভজিৎ বোস

সাহিত্যচর্চা কেবল পেশা নয়, সংশ্লিষ্টদের কাছে এটি এক ধরনের আত্মিক সাধনা। কবিতা, গল্প, অণুগল্প কিংবা প্রবন্ধ- প্রতিটি লেখা লেখকের মস্তিষ্কপ্রসূত সন্তানসম, যা তিনি দীর্ঘ সময়, শ্রম ও অনুভূতির মধ্য দিয়ে গড়ে তোলেন। অথচ ডিজিটাল যুগে এই সৃষ্টিকর্মই সবচেয়ে বেশি অনিরাপদ হয়ে উঠেছে। বই হোক বা সোশ্যাল মিডিয়া- দেদারে চলছে লেখা ও ভাবনা চুরি। লোকলজ্জা, নৈতিকতা কিংবা আইনের তোয়াক্কা না করেই বহু মানুষ অন্যের লেখা নিজের নামে প্রচার করে দিচ্ছেন। ধরা পড়লেও বেশিরভাগের মধ্যে কোনও অনুশোচনা দেখা যায় না।

আরও উদ্বেগজনক বিষয় হল, অনেক ক্ষেত্রে মূল লেখক যখন প্রমাণ সহ তাঁর লেখা চুরির প্রতিবাদ জানান, তখন উলটো তাঁকেই গালিগালাজ, হুমকি কিংবা ব্লকের মুখে পড়তে হয়। অদ্ভুত বলার বিষয় বলতে, যিনি এই চুরির সঙ্গে জড়িত, তাঁকেই অনেক সময় দাবি করতে শোনা যায়- 'এটা আমারই লেখা।' ফলে প্রকৃত স্রষ্টাই অপমান ও হেনস্তার শিকার হন। প্রশ্ন ওঠে, সোশ্যাল মিডিয়ার এই উন্মুক্ত পরিসরে সৃষ্টিশীল মানুষের নিরাপত্তা কোথায়?

এই প্রেক্ষিতে 'কপিরাইট' ও 'প্ল্যাজিয়ারিজম' শব্দ দুটির পার্থক্য স্পষ্টভাবে বোঝা জরুরি। অনেকেই এই দুটি বিষয়কে এক করে দেখেন, কিন্তু বাস্তবে এদের চরিত্র আলাদা। কপিরাইট আইন একটি আইনি সুরক্ষা ব্যবস্থা। কোনও লেখা, বই, ছবি বা সৃষ্টিকর্ম হুবহু নকল করলে তা

- এআই

সরাসরি আইনভঙ্গ। এমনকি কারও তোলা ছবি অনুমতি ছাড়া নিজের নামে পোস্ট করাও কপিরাইট লঙ্ঘনের আওতায় পড়ে। অথচ সামান্য সৌজন্যবোধ থাকলেই উৎস বা স্রষ্টার নাম উল্লেখ করে এই বিতর্ক এড়ানো যেত। অন্যদিকে, প্ল্যাজিয়ারিজম মূলত একটি নৈতিক অপরাধ। এটি ভাবনা, কাঠামো বা সৃজনশীল ধারণার আংশিক বা পরোক্ষ চুরি। ইংরেজ নাট্যকার বেন জনসন ১৬০১ সালে এই শব্দটি সাহিত্যে পরিচিত করেন। ল্যাটিন 'Plagiarius' শব্দের অর্থ অপহরণকারী। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, প্ল্যাজিয়ারিজম রোধে এখনও নির্দিষ্ট কোনও আইন নেই, যদিও এটি দীর্ঘদিন ধরে সাহিত্যজগৎকে কলুষিত করে চলেছে। সাইবার বিশেষজ্ঞদের মতে, সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা লেখার কপিরাইট সম্পূর্ণ লেখকেরই থাকে। সেই অধিকার রক্ষার তাগিদেই আজ বহু লেখক ও শিল্পী ওয়াটারমার্ক ব্যবহারে ঝুঁকছেন। এটি কোনও চূড়ান্ত সমাধান নয়, তবে অন্তত কিছুটা সুরক্ষা নিশ্চিত করে।

এই পরিস্থিতিতে একটি বড় প্রশ্নও উঠে আসে- আমরা কি ধীরে ধীরে চুরিকে স্বাভাবিক করে নিচ্ছি? লাইক, শেয়ার ও ভাইরাল হওয়ার নেশায় অনেকেই আর ভাবেন না লেখাটি কার, কে লিখেছে, কীভাবে লেখা হয়েছে। ফলে চোরের কাজ আরও সহজ হয়, আর প্রকৃত স্রষ্টা আরও একা হয়ে পড়েন। এই সংস্কৃতি চলতে থাকলে ভবিষ্যতে মৌলিক চিন্তা ও স্বতন্ত্র লেখার প্রতি আগ্রহ কমে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল। কারণ যখন পরিশ্রমের স্বীকৃতি মেলে না, তখন সৃষ্টিশীলতার উৎসাহও কমে যায়। তাই এখনই প্রয়োজন পাঠক ও লেখক- উভয়েরই আত্মসমালোচনা এবং দায়িত্বশীল আচরণ।

সবশেষে বলা যায়, এই চৌর্যবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই এককভাবে সম্ভব নয়। লেখক-কবিদের সম্মিলিতভাবে সচেতন ও সোচ্চার হতে হবে। পাঠকদেরও বুঝতে হবে- চুরি করা লেখা শেয়ার করা মানে সেই অপরাধকে প্রশ্রয় দেওয়া। সৃষ্টিশীলতার ভবিষ্যৎ রক্ষায় নৈতিকতা, সচেতনতা ও সম্মানবোধ- এই তিনের সমন্বয়ই একমাত্র পথ। নাহলে প্রতিভা নষ্ট হবে এবং সাহিত্য হারাবে তার বিশ্বাসযোগ্যতা।

(লেখক শিক্ষক। নকশালবাড়ির বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩২৬

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। এক ধরনের ছোট ও অগভীর কুয়ো ৫। নির্লজ্জ বা উচ্ছৃঙ্খল আচরণ ৬। পাঁজরের হাড় ৮। পোশাক ৯। এই প্রাণীর নাম খট্টাস বা গন্ধগোকুল ১১। হোটেল বা গেস্ট হাউস ১৩। রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা ১৪। সমুদ্রমন্থনের সময় যে ফুলগাছ উঠে আসে।

উপর-নীচ : ১। খুব বেশি উদ্বিগ্ন ২। দরজা-জানলায় থাকে ৩। তালা ৪। তেরঙ্গা ঝান্ডা ৬। মেনকার মেয়ে ৭। ভেড়া, উট বা লামার লোমের সুতো ৮। ইউরোপের একটি দেশ ৯। পাখির নাম, সংস্কৃত নাট্যকার ১০। লঙ্কার রাজা রাবণের ছেলে ১১। পৃথিবী সম্পর্কিত ১২। বাঁশের ফালি ১৩। রাগসংগীতে যত সুর আছে।

সমাধান ■ ৪৩২৫

পাশাপাশি : ১। অসম্ভব ৩। সন্তাপ ৫। মতলববাজ ৬। নকশা ৭। পীড়িত ৯। দরবিগলিত ১২। গাভিন ১৩। টমটম।

উপর-নীচ : ১। অকিঞ্চন ২। বরাত ৩। সরব ৪। পঙ্কজ ৫। মশা ৭। পীত ৮। তসলিম ৯। দরগা ১০। বিহান ১১। লিফট।

বিন্দুবিসর্গ

আরাবল্লিতে খনি-হাঙর : বিপন্ন প্রাচীন পাহাড়

জয়পুর, ২৩ ডিসেম্বর : রহস্য-রোমাঞ্চ লেখক জটায়ুর সেই 'আরাবল্লির ডাকু'দের গল্প আজ অতীত। কিন্তু রাজস্থানের ধূসর পাহাড় জুড়ে এখন যে নতুন 'ডাকু'দের দাপট শুরু হয়েছে, তা আরও ভয়ংকর। এরা পাহাড়ের গুহায় লুকায় না, বরং আস্ত পাহাড়টাকেই পেটে পুরতে চায়। খনি-হাঙরদের গ্রাসে ভারতের প্রাচীনতম পর্বতমালা আরাবল্লি আজ মৃত্যুঘণ্টা শুনছে, যা কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতকে এক উত্তপ্ত আগ্নেয়গিরির পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে।

বিতর্কের মূলে রয়েছে পাহাড়ের এক অদ্ভুত 'নতুন সংজ্ঞা'। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রকের প্রস্তাবিত সংজ্ঞায় সায় দিয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে—সমতল থেকে অন্তত ১০০ মিটার উঁচু না হলে তাকে 'আরাবল্লি পাহাড়' বলে গণ্য করা হবে না। পরিবেশবিদদের কপালে চিন্তার ভাঁজ এখানেই। পরিসংখ্যান বলছে, আরাবল্লির ৫৫০ কিলোমিটার রেঞ্জের মাত্র ৮.৭ শতাংশ এলাকা ১০০ মিটারের বেশি উঁচু। অর্থাৎ, নতুন এই সংজ্ঞার আড়ালে প্রাচীন এই পর্বতমালার প্রায় ৯১ শতাংশ এলাকা কার্যত সুরক্ষা কবচ হারিয়ে খনি মাফিয়া ও আবাসন শিল্পের জন্য উন্মুক্ত হয়ে পড়ল।

রাজনৈতিক মহল একে দেখছে মোদি সরকারের এক 'গোপন ছক' হিসেবে। কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা জয়রাম রমেশের তোপ, 'ফরেস্ট সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার মতো সংস্থাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কেন সংজ্ঞা বদলানোর এই মরিয়া চেষ্টা? এটা আসলে দিল্লির পার্শ্ববর্তী এনসিআর এলাকায় রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীদের সুবিধা করে দেওয়ার কৌশল।' প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট সমাজমাধ্যমে 'সেভ আরাবল্লি' ডাক দিয়ে সরাসরি পাহাড় 'বিক্রি'র অভিযোগ তুলেছেন।

অন্যদিকে, রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব একে 'ভ্রান্ত প্রচার' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁদের দাবি, মাত্র ০.১৯ শতাংশ এলাকায় বৈধ খনন চলছে এবং পরিবেশের কোনও ক্ষতি হবে না। কিন্তু বাস্তবের চিত্রটা ভিন্ন। সোমবার যোধপুর, উদয়পুর ও শিকারে সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ আছড়ে পড়েছে রাজপথে। পুলিশের সঙ্গে দফায় দফায় সংঘর্ষে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় পরিস্থিতি।

বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন, আরাবল্লি কেবল পাথর বা খনিজ নয়, এটি থর মরুভূমিকে উত্তর ভারতের দিকে এগিয়ে আসতে বাধা দেওয়ার একমাত্র প্রাচীর। এই প্রাচীর ভাঙলে কেবল রাজস্থান নয়, দিল্লি সহ গোটা উত্তর ভারত ধুলোর চাদরে ঢাকা পড়বে, শুকিয়ে যাবে ভূগর্ভস্থ জল। 'খনিজের জাদুঘর'কে কি তবে খনি-হাঙরদের হাতেই তুলে দেওয়া হবে? প্রশ্ন তুলছেন রাজস্থানের আমজনতা ও পরিবেশপ্রেমীরা। আইনি লড়াই এখন সুপ্রিম কোর্টের দোরগোড়ায়।

ভারতকে ক্ষেপণাস্ত্র-হুমকি পাকিস্তানের

নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদ, ২৩ ডিসেম্বর : দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতে পুরোনো সমীকরণগুলি যেন হঠাৎ করেই ওলটপালট হতে শুরু করেছে। একদিকে বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতি,অন্যদিকে সেই সুযোগকে হাতিয়ার করে ভারতকে সরাসরি ক্ষেপণাস্ত্র হামলার হুমকি দিচ্ছে পাকিস্তান। বিতর্কের সূত্রপাত পাকিস্তানের কট্টরপন্থী রাজনীতিক তথা জেইউআই-এফের প্রধান মওলানা ফজলুর রহমান এবং ক্ষমতাসীন দল

বাংলাদেশ ঢাল

পিএমএল (এন)-এর নেতা কামরান সাঈদ উসমানির মন্তব্যকে কেন্দ্র করে। তাঁদের দাবি, ভারত যদি বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের দিকে 'কু-নজর' দেয়, তবে পাকিস্তান চুপ করে বসে থাকবে না। এক জনসভায় ফজলুর রহমান বলেন, 'আমাদের মিসাইলগুলি ভারত থেকে খুব একটা দূরে নেই।' উসমানির গলাতেও একই সুর, 'মুসলিম ভাইদের' রক্ষায় পাকিস্তানের সেনাবাহিনী সদা প্রস্তুত। পর্যবেক্ষকদের মতে, নিজেদের দেশের চরম অর্থনৈতিক দৈন্যদশা আর রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা থেকে আমজনতার নজর ঘোরাতেই পাকিস্তানের নেতারা এই 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাব দেখাচ্ছেন।

চুক্তিতে আপত্তি কিউয়ি মন্ত্রীর

ওয়েলিংটন, ২৩ ডিসেম্বর : চলতি সপ্তাহের শুরুতে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের কথা ঘোষণা করেছিল ভারত ও নিউজিল্যান্ড। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই চুক্তিকে দুই দেশের উদ্ভাবক, উদ্যোক্তা ও যুবসমাজের জন্য এক নতুন দিগন্ত হিসেবে অভিহিত করেন। তবে চুক্তির কড়া বিরোধিতা করেছেন নিউজিল্যান্ডের বিদেশমন্ত্রী উইনস্টোন পিটার্স। তাঁর দাবি, ভারতের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিউজিল্যান্ডের পক্ষে 'না বিনামূল্যে, না ন্যায্য'। এক্সে পিটার্স লিখেছেন, 'এই চুক্তিটি নিউজিল্যান্ডের জন্য খারাপ, কারণ এর বিনিময়ে তেমন কিছু না পেয়েই অনেক কিছু ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের গ্রামীণ জনগণকে এই চুক্তির পক্ষে যুক্তি দেওয়া অসম্ভব। ভারত-নিউজিল্যান্ড মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিটি হবে নিউজিল্যান্ডের প্রথম কোনও বাণিজ্য চুক্তি, যেখানে আমাদের দুগ্ধজাত পণ্য-দুধ, পনির এবং মাখনকে বাদ দেওয়া হয়েছে।'

সাজা স্থগিত

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর : উন্নাও গণধর্ষণ মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সিং সেঙ্গারের সাজা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখল দিল্লি হাইকোর্ট। মঙ্গলবার বিচারপতি সুব্রহ্মণিয়াম প্রসাদ ও বিচারপতি হরিশ বৈদ্যনাথন শংকরের ডিভিশন বেঞ্চ এই অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেয়। মূল আপিলের রায় না আসা পর্যন্ত সেঙ্গার কারাগারের বাইরে থাকতে পারবেন। তবে এই মুক্তির ক্ষেত্রে আদালত একগুচ্ছ কঠোর শর্ত আরোপ করেছে। সেঙ্গারকে ১৫ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ড ও সমপরিমাণ অর্থের তিনজন জামিনদার দিতে হবে। নির্যাতিতার বাড়ির পাঁচ কিমির মধ্যে তার প্রবেশ নিষিদ্ধ।

ত্রাতা ভারত

কলম্বো, ২৩ ডিসেম্বর : শ্রীলঙ্কার পাশে ফের ত্রাতা ভারত। সম্প্রতি দিতওয়া ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত শ্রীলঙ্কাকে ঘুরে দাঁড়াতে 'অপারেশন সাগর বন্ধু'-র ডাক দিয়েছে নয়াদিল্লি। বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দ্বীপরাষ্ট্রের জন্য ৪৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থসাহায্য ঘোষণা করল ভারত। শ্রীলঙ্কা সফররত ভারতের বিদেশমন্ত্রী জয়শংকর মঙ্গলবার জানিয়েছেন, দ্বীপরাষ্ট্রের পাশে দাঁড়াতে পেরে ভারত গর্বিত।

জার্মানি থেকে কেন্দ্রকে তোপ রাহুলের

বার্লিন ও নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর: বিদেশসফরে গিয়ে মোদি সরকারকে নিশানা করার অভ্যাস জারি রাখলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। নিয়মমাফিক সেই আক্রমণের পালটা জবাবও দিল বিজেপি। ভোট চুরি নিয়ে জার্মানিতেও সুর চড়ান রাহুল। হার্টি স্কুলের পড়ুয়াদের তিনি বলেন, 'আমরা তেলেঙ্গানা, হিমাচলপ্রদেশে ভোটে জিতেছি। গতবছর হরিয়ানা নির্বাচনেও কংগ্রেস জিতেছিল। মহারাষ্ট্রে যে ভোট হয়েছিল, তা অবাধ হয়নি। বিজেপি ভোট-ব্যবস্থাকে আঘাত করছে। কারণ তারা মনে করে, প্রত্যেক ভারতীয় মোটেই সমান নয়। শাসকদল দলিত ও উচ্চবর্ণের নাগরিকদের সমান বলে মনে করে না।'

সরব বিজেপি

আমাদের দেশের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ওপর পুরোদস্তুর হামলা চালানো হচ্ছে। সিবিআই, ইডিকে অস্ত্রে পরিণত করা হয়েছে।

রাহুল গান্ধি

রাহুল বলেন, 'আমাদের দেশের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ওপর পুরোদস্তুর হামলা চালানো হচ্ছে। আপনারা যদি আমাদের গোয়েন্দা এজেন্সিগুলির দিকে তাকান, সিবিআই, ইডি, সব কিছুকে অস্ত্রে পরিণত করা হয়েছে। বিজেপির লোকজনের বিরুদ্ধে ইডি, সিবিআইয়ের কতগুলি মামলা হয়েছে সেদিকে তাকিয়ে দেখুন। আপনারা দেখবেন উত্তর হল শূন্য। যারা বিজেপি-বিরোধী তাদের বিরুদ্ধেই মামলা হয়েছে।'

রাহুলের অভিযোগ, নির্বাচন যাতে স্বচ্ছভাবে হয়, সেজন্য তাঁরা বারবার দাবি জানিয়েছেন এবং তথ্য পেশ করেছেন। বিদেশের মাটিতে ভারতের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাহুল গান্ধি অসম্মান করেছেন বলে পালটা সুর চড়িয়েছে বিজেপি। দলের রাজ্য সভাপতি জেপি নাড্ডার কটাক্ষ, সংসদে যখন অধিবেশন চলছিল তখন রাহুল গান্ধি জার্মানিতে চলে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ভারতের বিরুদ্ধে বক্তব্য পেশ করেছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বিশ্বের তাবড় দেশ সম্মান জানালেও রাহুল ভারতকে লাগাতার অসম্মান করেছেন।

হাত-জোড়াফুলের 'লুকোচুরি'তে বিভ্রান্তি রাজনীতিতে

বাংলায় আড়ি, কেরলে ভাব!

তিরুবনন্তপুরম, ২৩ ডিসেম্বর : রাজনীতিতে চিরশত্রু বা চিরমিত্র বলে কিছু হয় না—এই বহুচর্চিত আপ্তবাক্যটি আবারও প্রমাণিত হল সুদূর দক্ষিণ ভারতের কেরালায়। একদিকে যখন বাংলার মাটিতে তৃণমূল ও কংগ্রেসের সম্পর্ক আদায়-কাঁচকলায়, ঠিক তখনই কেরালার রাজনীতিতে এক অভূতপূর্ব সমীকরণ তৈরি হয়েছে। কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন জোট 'ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট' (ইউডিএফ)-এর সহযোগী সদস্য বা 'অ্যাসোসিয়েট মেম্বার' হিসেবে নাম লিখিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। অর্থাৎ, বামেদের হঠাতে বাংলায় ২০১১ সালে তৃণমূল যেমন কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল এবার ঠিক সেভাবেই বামেদের বিরুদ্ধে কেরালায় কংগ্রেসের হাত শক্ত করছে ঘাসফুল শিবির।

ভগবানের আপন দেশ মূলত দ্বি-মেরুর রাজনীতির চারণভূমি—একদিকে সিপিএম-এর নেতৃত্বাধীন এলডিএফ আর অন্যদিকে কংগ্রেসের ইউডিএফ। ২০২৫ সালে রাজ্যে পা রাখে তৃণমূল। কিন্তু সাম্প্রতিক পদক্ষেপে দেখা যাচ্ছে, কেরালা বিধানসভায় ইউডিএফ-এর সহযোগী হিসেবে তৃণমূল নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, জাতীয় স্তরে 'ইন্ডিয়া' জোটের শরিক হলেও রাজ্যে রাজ্যে এই বৈপরীত্য বেশ চমকপ্রদ। দিল্লিতে রাহুল গান্ধি ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাসনে বসলেও মালদহ বা মুর্শিদাবাদের মাটিতে তাঁদের কর্মীরা আজও একে অপরের বিরুদ্ধে লাঠি ধরছেন।

বিশ্লেষকরা বলছেন, এর নেপথ্যে রয়েছে নিছকই রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা। কেরালায় তৃণমূলের লড়াই মূলত পিনারাই বিজয়নের সিপিএম সরকারের বিরুদ্ধে। সেখানে তারা মনে করছে কংগ্রেসের ছাতার তলায় থাকলে আগামী দিনে সংগঠন বিস্তারে সুবিধা হবে। অন্যদিকে, বাংলায় তৃণমূলের প্রধান লক্ষ্য বিজেপিকে রোখা এবং সেই সঙ্গে কংগ্রেস-বাম জোটের ভোটব্যাঙ্ক নিজেদের দিকে টেনে নেওয়া। বাংলায় অধীর রঞ্জন চৌধুরীর মতো নেতারা যখন তৃণমূলের কড়া সমালোচনা করেন, তখন কেরালায় এই 'মৈত্রী' বাংলার সাধারণ কংগ্রেস

সমর্থকদের মনে বিভ্রান্তি তৈরি করছে।

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে, বিশেষ করে মালদহ ও উত্তর দিনাজপুরে কংগ্রেসের একটি শক্ত ঘাঁটি রয়েছে। সেখানে তৃণমূল ও কংগ্রেসের লড়াই বেশ তীব্র। এমতাবস্থায় কেরালায় দু-দলের এই 'মাখামাখি' নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না গেরুয়া শিবির। বিজেপির দাবি, এই নীতিহীন জোট আসলে ভোটারদের চোখে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা। সাধারণ মানুষ প্রশ্ন তুলছেন, কেরালায় যা 'বন্ধুত্ব', বাংলায় তা 'শত্রুতা' হয় কী করে?

তৃণমূলের এই 'অ্যাসোসিয়েট মেম্বার হওয়া কি তবে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় কোনও প্রভাব ফেলবে? রাজনৈতিক পণ্ডিতদের মতে, রাজ্য স্তরে এই সমীকরণ পাল্টানোর সম্ভাবনা ক্ষীণ। তবে জাতীয় স্তরে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একজোট হওয়ার যে বার্তা তৃণমূল ও কংগ্রেস দিতে চাইছে, কেরালার এই পদক্ষেপ তারই একটি কৌশলগত অংশ। তবে পাহাড় থেকে সমতল, উত্তরের মানুষের মনে একটাই প্রশ্ন—রাজ্যভেদে রাজনীতির এই ভোলবদল কি আদৌ আদর্শগত, নাকি শুধুই ক্ষমতার অঙ্ক?

মেঘের রাজ্যে বৃষ্টির আকাল

শিলং, ২৩ ডিসেম্বর : মেঘালয়ের নাম শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে পাহাড় আর সারাক্ষণ ঝিরঝিরে বা অঝোর ধারায় বৃষ্টির ছবি। বিশ্বের আর্দ্রতম স্থান হিসেবে পরিচিত মৌসিনরামের সেই চিরচেনা ছবিটা কি এবার বদলে যেতে চলেছে? সাম্প্রতিক এক পরিবেশগত গবেষণা কিন্তু তেমনই অশনিসংকেত দিচ্ছে। গবেষকরা জানাচ্ছেন, মানুষের তৈরি মারাত্মক বায়ুদূষণ বা 'অ্যারোসল'-এর করাল গ্রাসে মেঘেদের বাড়ি মৌসিনরামেও বৃষ্টির দাপট ক্রমশ কমছে।

আইআইটি এবং দেশের প্রথম সারির কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের গবেষকদের করা সমীক্ষায় উঠে এসেছে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। দেখা যাচ্ছে, ইন্দো-গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চল থেকে আসা দূষিত কণা বা অ্যারোসল উত্তর-পূর্ব ভারতের পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে সূর্যের উত্তাপ শোষণ করে বায়ুমণ্ডলকে আরও গরম করে তুলছে। যার ফলে মৌসিনরামের মতো জায়গায় যেখানে সারা বছর একটা মনোরম ঠান্ডা আবহাওয়া থাকার কথা, সেখানেও পারদ চড়ছে।

বিপদে পরিবেশের ভারসাম্য:

মৌসিনরামের এই বৃষ্টি কমে যাওয়ার প্রভাব শুধু মেঘালয় নয়, গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতের জলবায়ুর ওপর পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের প্রতিবেশী এই রাজ্যে বৃষ্টির ছন্দ বিগড়ে গেলে তার প্রভাব হিমালয়ের পাদদেশের বনভূমি এবং

দূষণের জেরে পথ হারাচ্ছে মৌসিনরামের বর্ষা

মেঘেদের স্বাভাবিক চক্রে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। এই ধূলিকণা, কলকারখানার ধোঁয়া এবং যানবাহনের কার্বন কণা মেঘের জলকণাগুলোকে জমাট বাঁধতে বাধা দিচ্ছে। ফলে মেঘ ঘনীভূত হলেও তা আগের মতো বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়তে পারছে না।

কেন এই পরিস্থিতি?

সাধারণত বাতাসে জলীয় বাষ্প ছোট ছোট ধূলিকণাকে আশ্রয় করে মেঘ তৈরি করে এবং একসময় তা বৃষ্টি হয়ে নেমে আসে। কিন্তু বর্তমানে বাতাসে অ্যারোসলের পরিমাণ এতটাই বেড়ে গিয়েছে যে, মেঘের ভেতরে জলকণাগুলো আয়তনে যথেষ্ট বড় হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না।

ফলে মেঘ থাকলেও আকাশ মেঘলাই থাকছে, অথচ বৃষ্টির দেখা মিলছে না। উলটে এই দূষিত কণাগুলো জীববৈচিত্র্যের ওপর পড়বে বলে মনে করছেন পরিবেশবিদরা। মৌসিনরামে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমলে পাহাড়ি ঝরনা এবং নদীগুলোর উৎসও শুকিয়ে যেতে পারে, যা ভবিষ্যতে তীব্র জলকষ্টের কারণ হতে পারে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, হিমালয়ের কোলে অবস্থিত এই পর্যটনকেন্দ্রগুলোকে বাঁচাতে এখনই লাগামহীন দূষণে রাশ টানা প্রয়োজন। ডাস্ট পার্টিকল বা ধূলিকণার দাপট যদি এভাবে বাড়তে থাকে, তবে আগামীর পর্যটন ম্যাপ থেকে হয়তো 'বিশ্বের আর্দ্রতম স্থান'-এর তকমাটাই হারিয়ে ফেলবে মেঘালয়ের এই প্রাণচঞ্চল জনপদ। প্রকৃতিপ্রেমীদের আশঙ্কা, মেঘেদের রাজ্য কি তবে সত্যিই ধোঁয়াশা আর তপ্ত রোদের গ্রাসে চলে যাবে? উত্তর খুঁজছেন বিজ্ঞানীরা।

সাগর-মন্থনে নয়া জলদানবের পরিকল্পনা

আসছে 'ট্রাম্প ক্লাস' নৌবহর

ওয়াশিংটন, ২৩ ডিসেম্বর : মার্কিন নৌবহরে এক যুগান্তকারী বদল আনতে চলেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফ্লোরিডার মার-এ-লাগোর বাসভবন থেকে তিনি ঘোষণা করেছেন, বর্তমানে আমেরিকার হাতে থাকা যুদ্ধজাহাজগুলি সময়ের সঙ্গে ক্লান্ত আর সেকেলে হয়ে পড়েছে। এই ঘাটতি পূরণ করতে এক অপরাজেয় নৌবহর তৈরির পরিকল্পনা করেছেন তিনি। যার নাম দেওয়া হয়েছে 'ট্রাম্প-ক্লাস'। ট্রাম্পের দাবি, নতুন রণতরীগুলি সাধারণ মার্কিন যুদ্ধজাহাজের চেয়ে অন্তত ১০০ গুণ শক্তিশালী হবে। প্রস্তাবিত নৌবহরটি বিশ্বের বুকে সবচেয়ে 'প্রাণঘাতী' অস্ত্র হতে চলেছে।

১৯৯৪-এর পর আমেরিকা বড় মাপের কোনও যুদ্ধজাহাজ তৈরি করেনি। সেই অভাব পূরণ করতেই ট্রাম্প দু'টি বিশালাকার রণতরী নির্মাণের অনুমতি দিয়েছেন। ৩০ থেকে ৪০ হাজার টন ওজনের এই জলদানবগুলিতে ঠাঁই পাবে ভবিষ্যতের অত্যাধুনিক সমর-প্রযুক্তি, লেজার গান থেকে শুরু করে শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র। ট্রাম্পের ভাষায়, 'ডুবোজাহাজের বাইরে এটিই হবে সমুদ্রের বুকে আমেরিকার সবচেয়ে ভয়ংকর সমরযন্ত্র, যা অনেক কম খরচে শত্রুপক্ষকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখবে।' চিনের সঙ্গে শক্তির ভারসাম্য প্রশ্নে তিনি জানিয়েছেন, চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যথেষ্ট মধুর। এই পদক্ষেপ কোনও নির্দিষ্ট দেশের বিরুদ্ধে নয়, বরং এটি পৃথিবীর সকলের বিরুদ্ধেই এক অমোঘ 'পালটা পদক্ষেপ'। তাঁর মূল লক্ষ্য হল, 'শক্তির মাধ্যমে শান্তি' প্রতিষ্ঠা করা। আগামী আড়াই বছরের মধ্যেই রণতরীটি সমুদ্রে ভাসবে।

পার্টিতে মালিয়া-মোদি জুটি

লন্ডন, ২৩ ডিসেম্বর : ভারতের ব্যাংকের হাজার হাজার কোটি টাকা অনাদায়ি। মধ্যবিত্ত মানুষ ইএমআই শোধ করতে না পারলে হিমশিম খায়, কিন্তু দেশের 'মোস্ট ওয়ান্টেড' পলাতকদের ক্ষেত্রে নিয়মটা বোধহয় একটু আলাদা। সম্প্রতি লন্ডন থেকে ভেসে আসা এক টুকরো ভিডিও ভারতের আমজনতার ক্ষোভের আগুনে নতুন করে ঘি ঢেলেছে। দেখা যাচ্ছে, দুই চিরচেনা মুখ—বিজয় মালিয়া এবং ললিত মোদি—একসঙ্গে পার্টি করছেন, আড্ডা দিচ্ছেন এবং নিজেদের 'পলাতক' তকমা নিয়ে রীতিমতো হাসাহাসি করছেন।

একজন ভারতের ব্যাংকিং ব্যবস্থার ৯০০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ করে 'কিং অফ গুড টাইমস' হয়ে বিদেশের মাটিতে দিব্যি আছেন। অন্যজন আইপিএলের জন্ম দিয়ে আর্থিক কেলেঙ্কারির দায়ে অভিযুক্ত হয়ে সেই কবেই দেশ ছেড়েছেন। ভারতের তদন্তকারী সংস্থাগুলি বছরের পর বছর ধরে রেড কর্নার নোটিস জারি করছে, প্রত্যর্পণের জন্য আদালতের চক্কর কাটছে।

কিন্তু বাস্তবটা হল, লন্ডনের অভিজাত ক্লাবে শ্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে এই দু'জন যেন ভারতের গোটা বিচার ব্যবস্থাকেই বিদ্রুপ করছেন।

ভারতের জন্য এটি কেবল আইনি লড়াই নয়, বরং এক চরম অস্বস্তির জায়গা। বিদেশি আইন ও জটিল কূটনৈতিক প্যাঁচে পড়ে ভারত আজও তার 'অপরাধী'দের নাগাল পাচ্ছে না।

যখনই বিজয় মালিয়া বা ললিত মোদির কোনও ছবি প্রকাশ্যে আসে,

দেখা যায় তারা আগের চেয়েও বেশি রাজকীয় জীবনযাপন করছেন। কোনও নামী ক্রিকেট ম্যাচ হোক বা লন্ডনের হাই-প্রোফাইল নাইট ক্লাব—তাঁদের উপস্থিতি জানান দেয়, হাজার কোটি টাকার কেলেঙ্কারি তাদের আভিজাত্যে বিন্দুমাত্র আঁচড় কাটতে পারেনি। মজাটা আসলে ভারতের সঙ্গেই হচ্ছে।

তদন্ত ও প্রত্যর্পণের ফাইলগুলি যত মোটা হচ্ছে, লন্ডনের রাস্তায় মালিয়া-মোদি জুটির হাসির শব্দ ততই চওড়া হচ্ছে। মধ্যবিত্ত ভারতবাসী এখন কেবল এটুকুই ভাবতে পারে—আইনের হাত লম্বা ঠিকই, কিন্তু সম্ভবত কিছু কিছু মানুষের টিকি ছোঁয়ার মতো লম্বা এখনও হয়ে ওঠেনি।

একদিকে দিল্লিতে কড়া বার্তার হুংকার,

অন্যদিকে লন্ডনে আইনের ফাঁক গলে বেরিয়ে গিয়ে দুই পলাতকের অট্টহাসি। প্রশ্ন উঠছে, আমাদের তদন্তকারী সংস্থাগুলি কি সত্যিই এতটাই অসহায়? না কি প্রভাবশালী হওয়ার সুবাদে এই 'বিলাসবহুল প্রবাস জীবন' চলতেই থাকবে?

৯৫ লক্ষ ভোটার বাদ

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু ,গুজরাটের মতো বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম বাদ গেল কেরল, মধ্যপ্রদেশেও। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-এর পর মঙ্গলবার কেরল, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। তাতে দেখা গিয়েছে, প্রায় ৯৫ লক্ষ ভোটারের নাম খসড়া তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে। এর মধ্যে কেরলে বাদ গিয়েছে ২৪.০৮ লক্ষ ভোটারের নাম। ছত্তিশগড়ে বাদ যাওয়া ভোটারের সংখ্যা ২৭.৩৪ লক্ষ। আন্দামান ও নিকোবরে বাদ পড়েছে ৬৪ হাজার ভোটারের নাম। অপরদিকে মধ্যপ্রদেশে বাদ পড়েছে ৪২.৭৪ লক্ষের বেশি ভোটারের নাম। মধ্যপ্রদেশের সিইও সঞ্জীবকুমার ঝা জানিয়েছেন, রাজ্যের ৫,৭৪,০৬,১৪৩ ভোটারের মধ্যে ৫,৩১,৩১,৯৩৮ জন গণনার ফর্ম জমা দিয়েছিলেন। অপরিদেকে কেরলে মাত্র ৯১.৩৫ শতাংশ গণনার ফর্ম জমা পড়েছে। সেই রাজ্যে ৬,৪৯,৮৮৫ জন ভোটার মৃত। ১৪,৬১,৭৬৯ জন ভোটার স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হয়ে গিয়েছেন রাজ্য থেকে।

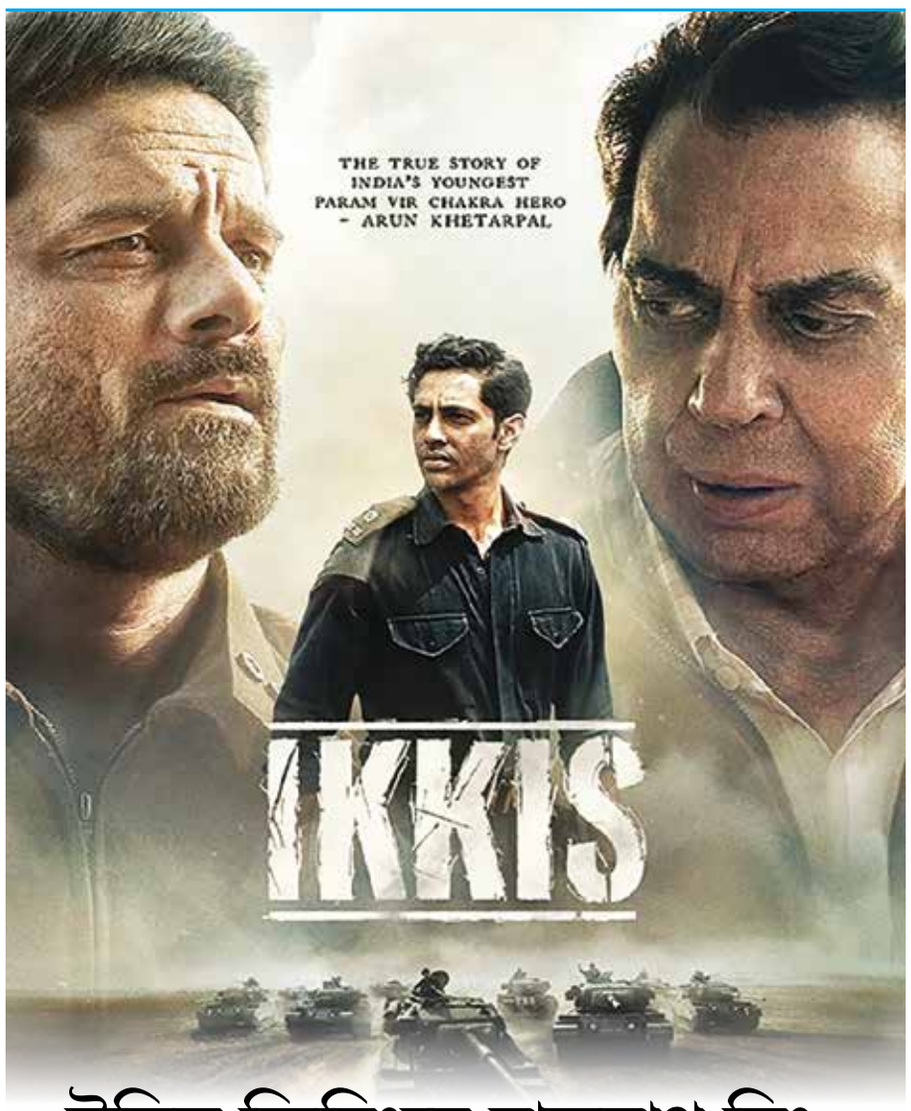

ইক্কিস স্ক্রিনিংয়ে রাজনাথ সিং

দিল্লিতে ইক্কিস ছবির স্পেশাল স্ক্রিনিংয়ে উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তাঁর সঙ্গে ছিলেন উচ্চপদস্থ বিভাগীয় অফিসার, আর্মি পার্সোনেল ও তাঁদের পরিবার। প্রতিরক্ষামন্ত্রী তাঁর পোস্টে লিখেছেন, সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট অরুণ ক্ষেত্রপালের পরিবারকে সম্মান জানানো হল নিউ দিল্লিতে ইক্কিস ছবির স্পেশাল স্ক্রিনিংয়ে। এরপর তিনি অরুণ ক্ষেত্রপালের কাজ, তাঁর জীবনের গাথা তুলে ধরছেন তাঁর পোস্টে। এই ঘটনায় অভিভূত নির্মাতা ম্যাডক ফিল্মসও তাদের বক্তব্য রেখেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ছবির নায়ক অগস্ত্য নন্দা, যিনি অরুণের চরিত্রে অভিনয় করেছেন, বলেছেন, 'আমরা সত্যই আশা করছি, এই ছবি সকলের কাছে পৌঁছোবে এবং সবাই জানতে পারবে আমাদের সেনা কতটা সাহসী, তারা আমাদের জন্য কী করেছে।'

২৫ ডিসেম্বর মুক্তি পাবার কথা ছিল ইক্কিস-এর। এখন মুক্তি হবে ১ জানুয়ারি, ২০২৬।

ধুরন্ধর, লড়বেন সলমন?

ধুরন্ধর নিয়ে সমস্যায় পড়ছে ব্যাটল অফ গালওয়ান এবং সলমন খান। মিয়াঁর এটিই আগামী ছবি। বলা হচ্ছে, ২৭ ডিসেম্বর তাঁর ৬০তম জন্মদিনে ছবির মুক্তির তারিখ জানানো হবে। এদিকে ধুরন্ধর যা খেলছে, সেখানে সেনানায়ক হিসেবে সলমনকে হাজির করা কতটা সঠিক সিদ্ধান্ত হবে, তা নিয়ে নির্মাতারা চিন্তায় পড়েছেন। তিনি নিজে চেয়েছিলেন আগামী ইদে ব্যাটল মুক্তি পাক, কিন্তু ধুরন্ধর ২, এর মধ্যেই সে তারিখ বুক করেছে। ফলে সলমনের ছবি তখন আসবে না। সলমন নিজেও তা চাইছেন না কারণ কারওর সঙ্গে কোনও সংঘাত তিনি চান না। নির্মাতারা মার্চ থেকে জুনের কোনও সময়ে ছবির মুক্তি চাইছেন। ৩-৪ দিনের মধ্যে তা না পেলে ২৭ ডিসেম্বরের টিজারে মুক্তির তারিখ জানানো হবে না বলেই নির্মাতারা জানিয়েছেন।

বছর শেষের আগেই বাংলার বিরাট অন্ধকার ফাঁস

টালিগঞ্জের সবকিছু আসলে ভালো নেই। বাইরে থেকে যতই সফল এবং মসৃণ দেখানো হোক না কেন, ভেতরে একরাশ কালো। ফেডারেশনের সঙ্গে শিল্পী, নির্দেশকদের ঝামেলা তো নিত্যদিনের ব্যাপার। সেই সঙ্গে ব্যান করে দেওয়া তো আছেই। অনির্বাণ ভট্টাচার্য এখনও কাজ করতে পারছেন না।

এবার তার সঙ্গে আবার আরও এক বিরাট সমস্যা যোগ হয়েছে। রিভিউ কমিটির নামে যে সংগঠন তৈরি হয়েছে, মানে কোন ছবি কবে কোথায় মুক্তি পাবে, সেই সব ঠিক করা যার কাজ, হিন্দি বা অন্য আঞ্চলিক বনাম বাংলা ছবির সংঘাত দেখা দিলে সেখানে মধ্যস্থতা করা যার কাজ–সেই কমিটির বিরুদ্ধেই এবার টালিগঞ্জের অন্দর থেকে প্রবল বিষোদ্গার করা হল। যে সে নন, দেব নিজে এই বিষোদ্গার করেছেন।

দেব কিন্তু ২০২৫-এর বাংলা ইন্ডাস্ট্রিকে অনেকটাই টেনে দিয়েছেন। বাংলার পকেটে যত টাকা ঢুকেছে, তার সিংহভাগ এনেছেন দেব। তাঁর সুপার ডুপার হিট ছবির সংখ্যা এ বছর কিছু কম নয়। তাই দেবের কাঁধে ভর করে যে ইন্ডাস্ট্রি লাভের গুড় খাচ্ছে, সেই মানুষটাই নাকি ছবি রিলিজ করতে পারবেন না!

হ্যাঁ। দেবের ওপর ফতোয়াটা অনেকটা এইরকমই। ২০২৬ সালের দুর্গাপুজোর সময় কোনও ছবি রিলিজ করতে পারবেন না দেব। কমিটির মিটিংয়ে তাঁকে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু কেন? প্রশ্ন করেছেন দেব। তাঁর কথায়, এখনও কোনও উত্তর তিনি পাননি।

দেব বলছেন যে, এখানে কারও ক্ষতি হলে অন্যরা নিজেদের মধ্যে বিরিয়ানি বিতরণ করে। ইন্ডাস্ট্রির ভেতরটাই আসলে এরকম। এখানে কেউ কারও ভালো চায় না।

দেব আরও বলেন, 'আমি তখন বললাম আমাকে ২টো লাইনে লিখে দাও, কেন ছবি রিলিজ করব না। কাল যখন প্রেস জিজ্ঞাসা করবে, আমাকে তো বলতে হবে। আমি লকডাউনেও ছবি রিলিজ করেছি, যখন কেউ করেনি। তুমি এমন একটা ছেলেকে বলছ, যে লড়াই করে এসেছে। কোনও যুক্তি ছাড়া তুমি বলছ, ছবি দিতে না। যে ছেলেটা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বাংলা ছবির প্রচার করছে, বাংলা ভাষাকে ধরে রেখেছে, বাংলা ইন্ডাস্ট্রিকে ধরে রেখেছে। যেই দলের হোক, ধর্মের হোক, সবাইকে নিয়ে কাজ করছে, তাকে তুমি বলছ ২০২৬ সালের পুজোতে আসবে না। আগে হত, যেই গাছে ফল হয়, সেই গাছে বেশি ঢিল পড়ে। আর এখন হচ্ছে যেই গাছে ফল হচ্ছে, তাকেই কেটে দাও, কারণ অন্য গাছে নাকি ফল হচ্ছে না।'

ফিরে দেখা ২০২৫

বছর মুড়োল, হিসেব ফুরোল, আরও একটা বছর শেষ হল। ২০২৫-এ বড় স্টারের ছবি হিট হয়েছে, স্টারকিডও সফল হয়েছে। ৫০০ কোটি ব্যবসাও করেছে কোনও ছবি, দক্ষিণী ছবির প্রাধান্যও ছিল। ২০২৫ সালটা বলিউডের খারাপ গেল না। বছরের শুরু থেকে কবে কোন ছবি আসছে, কত হিট হল কিংবা ফ্লপ, কে চলল, কে নয়—ইত্যাদি তামাম হিসেবনিকেশ হয়েছে। তার কিছু মিলেছে, কিছু নয়। ৫০০ কোটির ছবির সংখ্যা ৪, দক্ষিণী ছবিও ৫০০ কোটির অঙ্ক কষেছে।

কান্তারা চ্যাপ্টার ১

দিওয়ালির সময়ে ২ অক্টোবর মুক্তি পেয়েছিল ঋষভ শেট্টি পরিচালিত কান্তারা চ্যাপ্টার ১। বছরের সবথেকে বেশি ব্যবসার ছবি এটি। ১৩০ কোটি টাকা বাজেটের এই ছবি বিশ্বে ৮৫৩. ৪ কোটি এবং ভারতে ৬২২.৫ কোটি টাকা ব্যবসা করেছে।

ছাওয়া

বলিউডে ২০২৫-এ যে ছবি সবথেকে বেশি ব্যবসা করেছে, তার নাম ছাওয়া। ভিকি কৌশল ও রশ্মিকা মানডানা অভিনীত লক্ষ্মণ উতেকর পরিচালিত এই ছবির বাজেট ১৫০ কোটি। দেশে ব্যবসা ৬০৪.১ কোটি, বিশ্বে ৮০৮.৭ কোটি।

সাইয়ারা

বছরের সবথেকে বেশি জনপ্রিয় ছবি সাইয়ারা। এখনও পর্যন্ত এই ছবিই ভারতের সবথেকে বেশি ব্যবসা করা 'প্রেমের ছবি' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। অহন পান্ডে ও অনীত পাড্ডা অভিনীত, মোহিত শুরি পরিচালিত ৫০ কোটি বাজেটের সাইয়ারা বিশ্বে ৫৭৫.৮ কোটি এবং দেশে ৩৩৪.২ কোটির ব্যবসা করেছে।

কুলি

রজনীকান্ত অভিনীত লোকেশ কনগারাজ পরিচালিত ছবি কুলিও বছরের অন্যতম বড় হিট। ৩৫০ কোটি টাকা বাজেটের ছবিটি বিশ্বে ৫১৬. ৭ কোটি এবং দেশে ২৬০.৩ কোটির ব্যবসা করেছে।

ধুরন্ধর

রণবীর সিং, সঞ্জয় দত্ত, আর মাধবন, অক্ষয় খান্না, অর্জুন রামপাল, সারা অর্জুন অভিনীত, আদিত্য ধর পরিচালিত ধুরন্ধর ১২ দিনের মাথায় ৪১১ কোটি, বিশ্বে ৬৩৯ কোটি ব্যবসা করছে। ছবির বাজেট ২২৫ কোটি।

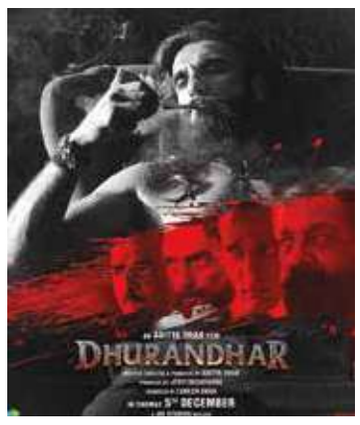

মহাবতার নরসিমহা

বিষ্ণুর নরসিংহ অবতার নিয়ে তৈরি অ্যানিমেটেড ফিল্ম মহাবতার নরসিমহা। ৩০ কোটির ছবি বিশ্বে ৩২৬.১০ কোটি, ভারতে ২৯৮.১০ কোটি ব্যবসা করেছে।

লোকাহ চ্যাপ্টার ১ : চন্দ্রা

৩৫ কোটি বাজেটের এই মালায়ালাম ছবি বিশ্বে ৩০৩ কোটি, ভারতে ১৮৩ কোটির ব্যবসা করছে। মালায়ালাম ইন্ডাস্ট্রিতেও এই ব্যবসা এই প্রথম। ছবি অল টাইম ব্লকবাস্টার।

এল ২ এমপুরান

মোহনলাল, পৃথ্বীরাজ সুকুমারন

বছরের হিট

অভিনীত ও পরিচালিত ছবির বাজেট ১৪০ কোটি। বিশ্বে ২৬৮ কোটি এবং দেশে ১২৪ কোটি ব্যবসা করছে। ছবি হিট।

জলি এলএলবি

সুভাষ কাপুর পরিচালিত অক্ষয় কুমার, আরশাদ ওয়ার্সি অভিনীত এ ছবির বাজেট ১০০ কোটি। আয়, বিশ্বে ১০১ কোটি, ভারতে ১৩৯.৮০ কোটি।

রেইড ২

রাজ কুমার গুপ্তা পরিচালিত অজয় দেবগণ, রীতেশ দেশমুখ অভিনীত ছবির বাজেট ১০০ কোটি। আয়ের পরিমাণ—বিশ্বে ২৩৭ কোটি, দেশে ২০৬ কোটি।

সিতারে জমিন পর

আর এস প্রসন্ন পরিচালিত আমির খান, জেনেলিয়া দেশমুখ অভিনীত ছবির বাজেট ৬০ কোটি। আয়ের পরিমাণ, বিশ্বে ২৬৭ কোটি, দেশে ২০০.২ কোটি।

যত বিতর্ক এ বছরে

সইফ আলি খান ছুরিকাহত

মাঝরাতে সইফ আলির জুহুর বাসভবনে ঢুকে পড়ে এক চোর। পুত্র জেহর ঘর থেকে সন্দেহজনক শব্দ পেয়ে অভিনেতা সে ঘরে গেলে আততায়ী তাঁকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে। ওই অবস্থাতেই ভোরে আর এক পুত্র ইব্রাহিম খানের সঙ্গে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন। এ ঘটনা বেশ বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল।

হেরা ফেরি ৩ ও পরেশ রাওয়াল

চিত্রনাট্য পাননি, গল্প সম্বন্ধে সাফ ধারণা নেই—এই অভিযোগে পরেশ রাওয়াল প্রিয়দর্শনের এই ছবি থেকে সরে যান। পরেশের সিদ্ধান্ত সেদিন ঝড় তুলেছিল। প্রযোজক অক্ষয় কুমার এজন্য আদালতে যান। পরেশ শেষমেশ ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন।

পাকিস্তানি শিল্পীরা নিষিদ্ধ

গত এপ্রিলে পহলগাঁও আক্রমণের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তার জেরে সে দেশের অভিনেতা ফাওয়াদ খান এবং এ দেশের বাণী কাপুর অভিনীত ছবি আমির গুলাল মুক্তি পায়নি। দিলজিৎ দোসাঞ্জের সর্দার ৩ ছবিটিও একই কারণে মুক্তি পায়নি কারণ ছবির নায়িকা হানিয়া আমির নূর পাকিস্তানের বাসিন্দা।

অনুরাগের ব্রাহ্মণ-বিরোধী মন্তব্য

একটি কথোপকথনে হিন্দি ছবি, জাতপাত, সমাজে ব্রাহ্মণদের নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর তীক্ষ্ণ মন্তব্যে নেটমহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। তাদের বক্তব্য তাঁর পিতৃপুরুষও ব্রাহ্মণ! তারপর শুরু হয় ঘৃণ্য ও তীব্র বাদানুবাদ।

বাবিল খানের বলিউড বিরোধিতা

মে মাসে প্রয়াত ইরফান খানের পুত্র অভিনেতা বাবিল খান একটি ভিডিও প্রকাশ করে বলেন বলিউড নৃশংস, অনেকটাই মিথ্যে। তারপর তাঁর সমালোচনা শুরু হয় যার জেরে তাঁকে ছবিও ছেড়ে দিতে হয়।

দীপিকার ৮ ঘণ্টা কাজের দাবি

মা হওয়ার পর দীপিকা পরিবার ও কাজের মধ্যে ভারসাম্য রাখার প্রয়োজনে বলেন, ৮ ঘণ্টার বেশি কাজ করবেন না। পারিশ্রমিকও অনেক বাড়িয়ে দেন। ফলস্বরূপ, সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার ছবি স্পিরিট ও নাগা অশ্বীনের ছবি কলকি ২ থেকে তাঁকে সরে যেতে হয়। এ নিয়ে এখনও চর্চা চলছে।

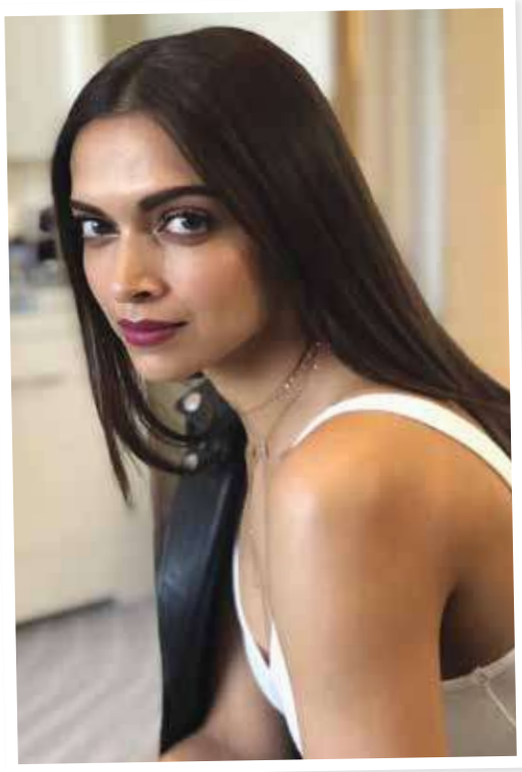

পরম সুন্দরীর একঘেয়ে উপস্থাপনা

মালয়ালাম ইন্ডাস্ট্রির অনেক বিশিষ্ট শিল্পী অভিযোগ করেন প্রায় সব হিন্দি ছবিতেই মালায়ালাম চরিত্রদের একইভাবে বারবার তুলে ধরা হয়ে থাকে। তা নিয়ে বেশ সমালোচনাও হয়েছিল।

কান্তারা নকলে রণবীর সিং

আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে কান্তারার নায়ক ঋষভ শেট্টিকে প্রশংসা করার নামে নকল করেন মঞ্চে দাঁড়িয়ে, ঋষভের সামনেই। এজন্য সমালোচনা তো হয়ই, এফআইআরও হয় রণবীরের বিরুদ্ধে।

হাজার ছাড়িয়ে অ্যানাকোন্ডা

ধুরন্ধর ঝড় তো আছেই, তাকে পার হয়ে এই ক্রিসমাসের ছুটির মরশুমে মুক্তি পাচ্ছে অ্যানাকোন্ডা। সোনি পিকচার্সের এই নতুন অ্যানাকোন্ডা ১৯৯৭-এর ক্লাসিক অ্যানাকোন্ডার এক রিমেক করবে দুই বন্ধু, জ্যাক ব্ল্যাক, টম রুড আর সবকিছুকে ঘিরে জমে ওঠা, কমেডি, অ্যাকশনের প্রবাহ আসবে পর্দায়। এই রিমেক একেবারেই অপেশাদারি স্টাইলের হবে। ছবির পরিচালক টম গোমিকান। ৯৫-৯৮ মিনিটের এই ছবি তার ছোট সময়সীমার জন্য প্রত্যেক দিন অনেক বেশি শো টাইম পেয়েছে। জানা গিয়েছে, ১০০০-এরও বেশি স্ক্রিনে আসছে এই অ্যানাকোন্ডা। প্যান ইন্ডিয়ায় আরও বেশি পৌঁছোনোর জন্য ছবি ইংরেজি, হিন্দি, তামিল, তেলুগুতে মুক্তি পাবে। ইতিমধ্যেই ছবি ভালো রিভিউ পেয়েছে, তার সঙ্গে আছে চটকদার প্রচার। বৃহস্পতিবার মুক্তি পাচ্ছে অ্যানাকোন্ডা।

একনজরে সেরা

আইনি প্যাঁচে

সাংবাদিক ও লেখক পূজা চাংগোয়িওয়ালা হোমবাউন্ড নামে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন। ওই একই নামে এবং উপন্যাসের এক বড় অংশ নিয়ে ধর্মা প্রোডাকশনস তাদের হোমবাউন্ড ছবিটি করেছে, দেখানো হয়েছে নেটফ্লিক্সে। তাঁর কাছ থেকে এ ব্যাপারে কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি। প্ল্যাগারিজমের অভিযোগে পূজা দুই সংস্থাকে লিগ্যাল নোটিশ পাঠিয়েছেন।

আবেগতাড়িত অমিতাভ

নাতি অগস্ত্য নন্দার ইক্কিস দেখে অভিভূত মাতামহ অমিতাভ পোস্ট করেছেন, 'আবেগ বইছে। জন্মানোর কয়েক ঘণ্টা পর ওকে কোলে নেওয়া, আমার দাড়ি নিয়ে ওর খেলা। ওর বড় হওয়া, অভিনেতা হওয়ার সিদ্ধান্ত আর এই ছবিতে ওকে দেখা পর্যন্ত। প্রতি ফ্রেমে শুধু বিশুদ্ধ সততা। চোখ সরাতে পারবেন না। অসাধারণ ছবি। চোখের জল আটকাতে পারিনি।

হিন্দিতে পরশুরাম

ইন্দ্রজিৎ ও তৃণা অভিনীত ধারাবাহিক বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে টপার হয়ে আছে। এবার সে ধারাবাহিক দেখা যাবে হিন্দিতে। চ্যানেল কর্তৃপক্ষ পোস্ট করে জানিয়েছে এই খবর, সঙ্গে দিয়েছে একটি ছবি-- তাতে দেখা যাচ্ছে এক ব্যক্তি এক হাতে সবজির ঝুড়ি, অন্যহাতে বন্দুক নিয়ে হাঁটছে, সঙ্গে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা। হিন্দিতে কারা অভিনয় করবেন, জানা যায়নি।

অক্ষয় নয়

ধুরন্ধর ছবির ছবির দ্বিতীয় ভাগে থাকছেন না অক্ষয় খান্না। প্রথম ভাগের সঙ্গেই তাঁর চরিত্রের দৌড় শেষ হয়ে গিয়েছে। তাঁর সঙ্গে আরও চার চরিত্র যেমন, নবীন কৌশিক (ডোংগা), রুহুল্লাহ গাজি (স্বাহি), হিতুল পুজারা (নঈম বালোচ) ও আসিফ আলি হায়দার খান (বাবু ডাকায়েত) থাকবেন না। অক্ষয়ের বদলে কে, জানা যায়নি।

অপছন্দের রিমেক

কার্তিক আরিয়ান, অনন্যা পান্ডে অভিনীত তু মেরি ম্যায় তেরা ম্যায় তেরা তু মেরি ছবিতে বিশ্বাত্মা ছবির গান সাত সমুন্দর পার-এর রিমেক ব্যবহৃত হয়েছে, নাচে সুলেমান ও বিলাল মালিক, নাসির সিরিখানের নরউইজিয়ান-পাকিস্তানি গ্রুপ কুইক স্টাইল। বিশাল-শেখরের রিমেক দেখে দর্শক বলছে, এই নাচ আর একবার মনে করিয়ে দিল আসলের নকল হয় না।

বড়দিনে বাহারি কেক

রাত পেরোলেই বড়দিন। আর বড়দিন মানেই নানা ধরনের কেক খাওয়ার দিন। মিল্ক, ফ্রুট, প্লাম, ড্রাই ছাড়াও নানা স্বাদের কেকের চাহিদা তুঙ্গে। বছর কুড়ি আগে শুধু বেকারির কেকে স্বাদ মিটলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানা কোম্পানির কেক বাজারে এসেছে। ফলে বেকারির কেকের ব্যবসা অনেকে বন্ধ করে দিয়েছেন। যদিও নতুন প্রজন্মের অনেকেও কেকের ব্যবসা শুরু করেছেন। বড়দিনের আগে হালহকিকত খতিয়ে দেখলেন প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস।

পুরোনো ক্রেতা

আমাদের এলাকায় একটা বেকারি ছিল। বেকারির কেক ছাড়া অন্য জায়গার কেক সেসময় বাড়িতে আনতাম না। বেকারিটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় খুব মন খারাপ হয়েছিল। এখনও ওই বেকারির কেকের সুবাস আমার নাকে ভাসে যা অন্য কেকে পাই না।

গীতা মজুমদার, দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা

থিমের কেক

বড়দিনের কিছু থিম কেক আসতে চলেছে দোকানে। এছাড়াও কিছু স্পেশাল পেস্ট্রি আসবে। আর ফ্রুট কেক, ড্রাই কেক, ফ্লেভার কেক তো কয়েকদিন আগে থেকেই আসতে শুরু হয়েছে। প্রতি বছরই ভালো কেনাবেচা হয়।

আকাশ সরকার, কেকের দোকানের কর্মী

সারাবছর বিক্রি

পুরোনো লোকেরাই আমাদের মূল ক্রেতা। তারা অন্য দোকানে যায় না। তাঁদের পরিবারের লোকেরাও আমাদের দোকান থেকেই বছরের পর বছর ধরে কেক কিনছে। আমাদের কেকের চাহিদা শুধু বড়দিনেই নয় বরং সারাবছরই থাকে।

শম্ভু পাল, বেকারি কর্মী

অর্ডার আসছে

বড়দিনে ড্রাই কেকের চাহিদা বেশি থাকে। ড্রাই ফ্রুটস কেক, প্লাম কেক, ওয়ালনাট ফ্লেভার, ব্যানানা ফ্লেভার, লেমন ব্লুবেরি ফ্লেভার সহ নানা ফ্লেভারের কেক এক্সপেরিমেন্ট করতে পছন্দ করে অনেকে। চার্চ, স্কুল, ব্যাংক, নার্সিংহোম সহ নানা জায়গায় একসঙ্গে অনেক কেক পাঠাতে হয়। ১৫০, ২০০, ২৫০ গ্রামের কেক তৈরি হচ্ছে। এছাড়াও কাস্টমাইজড কেক তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন হাজার কেক-এর অর্ডার এসেছে। আরও অর্ডার আসছে। দ্রুত সাপ্লাইও দেওয়া হচ্ছে।

তানিয়া দত্ত, বেকারি মালিক

উপহারে কেক

প্রায় ৭৫ জন কর্মী রয়েছে আমাদের। সবাইকেই ২৫ ডিসেম্বর ফ্রুট কেক দেওয়া হবে উপহারে। সেদিনই গিয়ে কোনও দোকান থেকে কিনে নেওয়া হবে।

সঞ্জীত শ্রীবাস্তব, ম্যানেজার, চা পাতা প্যাকেজিং কোম্পানি

সান্তা কেক

একজনকে কেক তৈরির অর্ডার দিয়েছি। বাড়িতে কেক তৈরি করে ২৫ ডিসেম্বর পাঠিয়ে দেবে। বাড়ির সকলের আনন্দের জন্য সান্তাক্লজের থিমে কেক তৈরি করতে বলেছি। এক পাউন্ডের কেকের দাম পড়ছে ৮৫০ টাকা।

রিয়া সোম, প্রধাননগরের বাসিন্দা

পছন্দের কেক

২৫ ডিসেম্বরে বাড়িতে প্লাম কেক আর ব্লুবেরি কেক নিয়ে আসব। বাড়িতে মা-বাবা সবাই ফ্রুট কেকই খেতে পছন্দ করে তাই একটা ফ্রুট কেকও নিতে হবে।

ঈশিতা রায়, সুভাষপল্লির বাসিন্দা

নাচেগানে ক্রিসমাস কার্নিভাল

শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : প্রাক-বড়দিনের উৎসবে শহরে সম্প্রীতির ছবি। নাচ, গান, ক্যারোলের মাধ্যমে মঙ্গলবার শহরে জমে গেল ক্রিসমাস কার্নিভাল। শিলিগুড়ি পুরনিগমের উদ্যোগে এয়ারভিউ মোড়ে আয়োজিত এই কার্নিভালে অংশ নিয়েছেন অন্য সম্প্রদায়ের মানুষও। শিলিগুড়ি ইউনাইটেড খ্রিস্টান ফোরামের সহযোগিতায় আয়োজিত এই কার্নিভালে অংশ নেন মেয়র গৌতম দেব। বিশ্বশান্তির বার্তা দিয়ে প্ল্যাকার্ড হাতে অনেকেই এই যালিতে অংশ নেন।

ঝলমলে আলোয় বড়দিন উপলক্ষ্যে সেজে উঠেছে শিলিগুড়ি শহর। এক মাস আগে থেকেই শহরের দোকানগুলিতে ক্রিসমাস ট্রি থেকে শুরু করে বিভিন্ন সাইজের সান্তাক্লজ, ঘর সাজানোর বিভিন্ন পসরা রাখা আছে।

এদিন ফোসিন গেটের সামনে থেকে যালি শুরু হয়ে এয়ারভিউ মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। শিলিগুড়ি ইউনাইটেড খ্রিস্টান ফোরামের তরফে রেভারেন্ট রাজ ইলিয়াজার বলেন, 'বড়দিনের আনন্দ সবার। আজকের অনুষ্ঠানেও খ্রিস্টান ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের মানুষও অংশগ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন স্কুল থেকে পড়ুয়ারা এই কার্নিভালে অংশ নিয়েছে।' একদিনের এই কার্নিভালে অনুষ্ঠানের পাশাপাশি খাবার, হস্তশিল্প, খ্রিস্ট ধর্মের বই সহ আরও কয়েকটি স্টল ছিল। এদিন কার্নিভালে এসে ডন বসকো মোড়ের একটি বেসরকারি কলেজের ছাত্র সৌমদীপ রায় বলেন, 'কলকাতায় এধরনের কার্নিভাল দেখেছি। শিলিগুড়ি শহরেও এত সুন্দর অনুষ্ঠান দেখে ভালো লাগছে।'

এবার কার্নিভাল দ্বিতীয় বর্ষে পড়েছে। খ্রিস্টান ফোরামের তরফে জানানো হয়েছে, ফোরামের আওতায় থাকা দুশোর মতো চার্চ থেকে সদস্যরা আজকের এই কার্নিভালে অংশগ্রহণ করেছেন। তবে এদিন কার্নিভাল হলেও ফোরামের তরফে বড়দিন পর্যন্ত নানা অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে। বুধবার মাটিগাড়ার একটি হোটেলে ক্যারোলের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া বৃহস্পতিবার সকালে চার্চে প্রার্থনা করা হবে। এদিনের কার্নিভালে যিশুখ্রিস্টের জন্মের উপর একটি নাটক পরিবেশিত হয়।

এদিকে, বড়দিন উপলক্ষ্যে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে চার্চগুলোকেও। এদিনও বাজারগুলোতে বড়দিনের বিভিন্ন জিনিস কিনতে ক্রেতাদের ভিড় দেখা যায়। পাহাড় থেকেও অনেকে বিধান মার্কেটে এসেছেন বড়দিনের বাজার করতে।

ক্রিসমাস কার্নিভালে নৃত্যানুষ্ঠান। মঙ্গলবার এয়ারভিউ মোড়ে সূত্রধরের তোলা ছবি।

একই বিল্ডিংয়ে ফের অবৈধ নির্মাণ

পুলিশের উপস্থিতিতে গুঁড়িয়ে দিল পুরনিগম

শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : এ যেন ভাঙাগড়ার খেলা। মঙ্গলবার আরও একবার পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের একটি বিল্ডিংয়ে অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দিল পুরনিগম।

পুরনিগমের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের বর্ধমান রোড সংলগ্ন এলাকায় ওই বিল্ডিংয়ে আগেও অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ উঠেছিল। অভিযোগের ভিত্তিতে সেসময় নির্মাণ ভাঙতে নোটিশ দিয়েছিল পুরনিগম। নোটিশ পাওয়ার পর সেসময় নির্মাণ সরিয়েছিলেন বিল্ডিং মালিক। এরইমধ্যে দ্বিতীয়বার ফের অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ জানান স্থানীয় কাউন্সিলার অনীতা মাহাতো। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে মঙ্গলবার অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দিয়ে আসেন পুরনিগমের বিল্ডিং বিভাগের কর্মীরা। পাশাপাশি, বহুতলের মালিকদের নোটিশ করে পুরনিগমে ডেকে পাঠানো হয়।

পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, আগেরবার ছাদের ওপর অবৈধ নির্মাণ করেন বিল্ডিংয়ের মালিক। নোটিশের পর কিছু জায়গায় নির্মাণ ভেঙে ফেললেও নতুন করে ফের ছাদ, পার্কিং সহ একাধিক জায়গায় অবৈধ নির্মাণ করা হয়। এমনকি ছাদে কংক্রিটের প্রাচীর তুলে ওপরে টিনের শেড দিয়ে নির্মাণ করা হচ্ছিল। এরপরই মঙ্গলবার পুলিশের উপস্থিতিতে পুরনিগমের কর্মীরা ওই অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দেন।

অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলছেন পুরকর্মীরা। মঙ্গলবার। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

পুরো বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের বক্তব্য, 'যারা যতবার অবৈধ নির্মাণ তৈরি করছে, তাদের নির্মাণ ততবার ভেঙে ফেলা হবে।'

যদিও পাশের আরও একটি বিল্ডিংয়ের ছাদে একইরকম অবৈধ নির্মাণ হলেও সেখানে স্থানীয় কাউন্সিলার কিংবা পুরনিগমের তরফে কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ার প্রশ্ন উঠছে। অভিযোগ, পাশের বিল্ডিংয়ে গোটা ছাদ দখল করে একটি প্যাথ ল্যাব কর্মীদের থাকার জন্য ঘর তৈরি করা হয়েছে। অন্যদিকে, ওই বিল্ডিংয়ের অপর একটি সংস্থা কর্মীদের জন্য ক্যাফেটেরিয়া তৈরি করেছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

এ প্রসঙ্গে স্থানীয় কাউন্সিলার অনীতা মাহাতো বলেন, 'পুরনিগমকে কমিটি তৈরি করে এসব দেখা উচিত। কাউন্সিলার কত অভিযোগ করবে। তবে সত্যি অবৈধ নির্মাণ করে থাকলে ওই বিল্ডিংয়ের নির্মাণও ভাঙা উচিত।'

ফ্লাইওভারে উঠল বাস

শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল গুয়াহাটি থেকে শিলিগুড়ি আসা একটি যাত্রীবাহী বাস। মঙ্গলবার সকালে বাসটি বর্ধমান রোড ধরে আসার সময় জলপাই মোড় পেরিয়ে নির্মীয়মাণ ফ্লাইওভারের ওপরে উঠে যায়। বুঝতে পেরে চালক সজোরে ব্রেক কষেন। ফলে দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পান বাসে থাকা সকলে।

বর্ধমান রোড ফ্লাইওভারের নির্মাণকাজ প্রায় শেষপর্যায়ে। জলপাই মোড় পেরিয়ে এয়ারভিউ মোড়ের দিকে আসার সময় ফ্লাইওভারের শুরুর অংশে এখনও নির্মাণকাজ চলছে। সেখানে ডাইভারশন রয়েছে। কুয়াশায় সম্ভবত চালক সেই বাঁক বুঝতে না পেরে সরাসরি ফ্লাইওভারেই গাড়ি উঠিয়ে দেন। ফ্লাইওভারের শুরুর অংশে বেরিয়ে থাকা লোহার রডগুলিতে গাড়ির নীচের অংশের ঘর্ষণে প্রচণ্ড শব্দ হয়। আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন। খবর পেয়ে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।

আশাকর্মীদের কর্মবিরতি

শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : ৫২৫০ নয় ন্যূনতম ভাতা হতে হবে ১৫ হাজার টাকা। পাশাপাশি বকেয়া টাকা অবিলম্বে মেটাতে হবে। এমনই একাধিক দাবিকে সামনে রেখে মঙ্গলবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতিতে শামিল হল পশ্চিমবঙ্গ পুর স্বাস্থ্যকর্মী (কন্ট্রাক্টচুয়াল) ইউনিয়ন এবং দার্জিলিং জেলার পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়ন। মঙ্গলবার সফদর হাসমি চকে কর্মবিরতি করে অবস্থান বিক্ষোভে শামিল হন সংগঠনের সদস্যরা। বুধবারও কর্মবিরতি চলবে। তাছাড়া যতদিন না সমস্যার সমাধান হবে ততদিন কর্মবিরতি চলবে বলে জানিয়েছেন সংগঠনের সদস্যরা।

সংগঠনের সদস্যদের অভিযোগ, নানারকম ফাঁদে ফেলে কাজ করিয়ে নিচ্ছে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার। অথচ সাম্মানিক বাড়াতে বললে সেই কথা কানে তুলছে না কেউ। এমনকি বকেয়া টাকা, উৎসাহ ভাতা দিচ্ছে না কেন্দ্র। অন্যদিকে, ন্যূনতম মজুরি বাড়াচ্ছে না রাজ্য।

মঙ্গলবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের পুর স্বাস্থ্যকর্মী (কন্ট্রাক্টচুয়াল) ইউনিয়নের সভাপতি সরস্বতী মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের উৎসাহ ভাতা দেওয়া হচ্ছে না। ২০২০ সাল থেকে আমাদের ফাঁদে ফেলে কাজ করিয়ে নিচ্ছে সরকার অথচ বকেয়া ভাতা দিচ্ছে না।'

পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়ন দার্জিলিং জেলার সভাপতি নমিতা চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ের কাছেই আমাদের একাধিক দাবি রয়েছে। কেন্দ্র আমাদের উৎসাহ ভাতার টাকা দিচ্ছে না, রাজ্য সরকার যে টাকা দিচ্ছে তাতে কাজ করাই মুশকিল।'

দাবি পূরণ না হলে অনির্দিষ্টকালের জন্য কাজ বন্ধ রাখার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সংগঠনের সদস্যরা। পুরো বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্ত জানান, অনেক দাবি পূরণ হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরকে সমস্তটা জানানো হচ্ছে। তারাই সিদ্ধান্ত নেবে।

হাসমি চকে অবস্থান বিক্ষোভ আশাকর্মীদের। মঙ্গলবার। -সঞ্জীব সূত্রধর

প্রতিবাদ

শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ও মৌলবাদী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল করল সিপিএম। মঙ্গলবার দলের জেলা দপ্তরের সামনে থেকে এই প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। সেই মিছিলে পা মেলান দলের প্রবীণ নেতা তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য। ছিলেন দলের জেলা সম্পাদক সমন পাঠক সহ অন্য নেতৃত্ব।

আজ শহরে

■ উত্তালের আয়োজনে রাজ্য অ্যাকাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত নাটক 'খারিজ' নতুনভাবে মঞ্চস্থ হবে। শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায়।

ইঁদুরের উৎপাত আটকাতে কাচের গুঁড়ো

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : ইঁদুর আটকাতে ভরসা কাচের গুঁড়ো। শুনতে অবাক লাগলেও এমনই অভিনব পন্থা নিয়েছে স্টেশন ফিডার রোড এবং বর্ধমান রোডে পেভার্স ব্লক বসানো সংস্থাগুলি। কিন্তু কেন?

দেড় বছর আগে পেভার্স ব্লক বসিয়ে এই দুই রাস্তা চওড়া করার কাজ শুরু করেছিল পূর্ত দপ্তর। যার মধ্যে বর্ধমান রোডের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। এসএফ রোডে কাজ এখনও চলছে। এরই মধ্যে পেভার্স ব্লকের নীচের মাটি সরিয়ে দিচ্ছে ইঁদুর। ফলে একাধিক জায়গায় বসে যাচ্ছে রাস্তা। এই পরিস্থিতিতে পেভার্স ব্লক তুলে ফের বসাতে হচ্ছে বরাতপ্রাপ্ত সংস্থাগুলিকে। একদিকের রাস্তা ঠিক করতে না করতেই ফের অন্যদিকের রাস্তা বসে যাচ্ছে। একাধিকবার রাস্তা সারাই করতে গিয়ে বাড়তি গাঁটের কড়ি খরচা করতে হচ্ছে। এই কারণেই যে জায়গায় পেভার্স ব্লক তুলে নতুন করে বসাতে হচ্ছে সেখানে মাটির সঙ্গে কাচের গুঁড়ো মেশানো হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে বর্ধমান রোডে পেভার্স ব্লক বসানোর বরাত পাওয়া সংস্থার কর্ণধার অনীক বলের বক্তব্য, 'নতুন করে মেরামত করার সময় এখন মাটির সঙ্গে কাচের গুঁড়ো মেশানো হচ্ছে। এতে ইঁদুর আর মাটি সরাতে পারবে না বলে আশা করা হচ্ছে।'

অন্যদিকে, হস্তান্তর হয়ে যাওয়ার পরেও বর্ধমান রোডে পেভার্স ব্লক বসানো রাস্তা সাধারণ মানুষের ব্যবহারের বদলে সেখানে অবৈধ পার্কিং করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচা করে রাস্তা তৈরি হলেও সেই রাস্তা কেন ব্যবহার করা যাচ্ছে না এই নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

জলপাই মোড়ের বাসিন্দা বুম্বা সাহা বর্ধমান রোড হয়ে প্রায়দিনই যাতায়াত করেন। মেন রাস্তার দুইপাশে প্রায় ৮ ফুট চওড়া পেভার্স ব্লকের রাস্তায় অবৈধ পার্কিং নিয়ে তিনি বলেন, 'বর্ধমান রোডে প্রায়দিনই দুর্ঘটনা ঘটে। পেভার্স ব্লকের রাস্তা সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া হলে দুর্ঘটনার সংখ্যা অনেকটা কমানো সম্ভব।'

পুরো বিষয়টি নিয়ে জানতে পূর্ত দপ্তরের সহকারী বাস্তুকারের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি সবটা শুনে পরে ফোন করতে বলেন। পরবর্তীতে ফোন করা হলে তিনি আর ফোন ধরেননি। ফলে এই বিষয়ে তাঁর কোনও জবাব পাওয়া যায়নি।

পেভার্স ব্লকের রাস্তায় পার্কিং নিয়েও প্রশ্ন

ছবি : এআই

এদিকে পুরো বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন। তাঁর বক্তব্য, 'সমন্বয় রেখে তো কাজ হয় না। কখনও জলের পাইপ বসানোর জন্যে তৈরি হওয়া রাস্তা আবার খুঁড়ছে। আবার কখনও শক্ত গাঁথনি করতে খোঁড়া হচ্ছে। এদিকে রাস্তাগুলি এখন সব দখলদারদের কবলে। শুধু মানুষের পয়সা নষ্ট করা হয়েছে।' যদিও অমিতের অভিযোগ নস্যাৎ করে পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের যুক্তি, 'ইঁদুরের একটা সমস্যা হচ্ছে। পিএইচই, বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থাও কিছু কিছু জায়গায় কাজ করছে। তাই রাস্তা সব এখনও হস্তান্তর হয়নি। সবগুলি মিলিয়েই একটি সমস্যা হচ্ছে।' দ্রুত সব সমস্যার সমাধান হবে বলে জানান তিনি।

নয়া ট্রেকিং রুটের হদিস

অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমীদের চোখ জুড়োবে গুপ্তি ঝরনায়

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমীদের নতুন ট্রেকিং রুটের হদিস দিল গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। কালিম্পং জেলার নিমবং গ্রাম পঞ্চায়েতের আওতায় থাকা দ্বিতীয় ডোলাপচাঁদ এলাকায় রয়েছে গুপ্তি ঝরনা। ট্রেকিং করে ওই ঝরনা দেখতে যাওয়ার সুযোগ পাবেন পর্যটকেরা। স্থানীয় গ্রামীণ পর্যটকের উন্নয়নের পাশাপাশি পর্যটকেরা যাতে ওই অ্যাডভেঞ্চার রুটটি ঘুরে দেখতে পারেন সেজন্য জিটিএ'র তরফে ওই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এই মরশুমে পর্যটকদের নতুন ঘোরার জায়গার হদিস দিচ্ছে জিটিএ'র পর্যটন বিভাগ। কোন কোন এলাকাগুলো পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে স্থানীয়দের সহযোগিতায় তারও খোঁজ শুরু হয়েছে। পর্যটন বিভাগের এই উদ্যোগ থেকেই ডোলাপচাঁদ এলাকার যুবসমাজের সহযোগিতায় নতুন ওই রুট খোলা হয়েছে। স্থানীয়দের তরফে ফ্যান্সিস রাই বলেন, 'স্থানীয় এলাকাকে পর্যটকদের কাছে কীভাবে আকর্ষণীয় করে তোলা যাবে সেজন্য আমরা বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখি। আমাদের গ্রামে এই ঝরনা থাকলেও তার কোনও প্রচার ছিল না। এমনকি ঝরনার সামনে যাওয়ার কোনও রাস্তাও ছিল না। কীভাবে এই জায়গাটিকে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা যায় এই ভাবনা থেকে জিটিএ-র সঙ্গে আলোচনা করে জায়গাটিকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে।'

গুপ্তি ঝরনা। কালিম্পং জেলার নিমবং এলাকায়।

শীতের মজা নিতে এখন পাহাড়ে পর্যটকদের ভিড়। প্রচুর পর্যটক আবার অ্যাডভেঞ্চারের আশায় পাহাড়ে ঘুরতে আসেন। নতুন এই ট্রেকিং রুটটি যে তাঁদের নজর কাড়বে তা নিয়ে আশা রাখছেন উদ্যোক্তারা। সোমবার এই ঝরনায় যাওয়ার রুটটির উদ্বোধন করেছেন নিমবং এলাকার জিটিএ-র সভাসদ সঞ্চবীর সুব্বা। তিনি বলেন, 'গ্রামীণ পর্যটন উন্নয়নের পাশাপাশি স্থানীয় অর্থনীতিও এর ফলে চাঙ্গা হবে। পর্যটন মরশুমে এই ঝরনা দেখতে দেশ-বিদেশের মানুষ আসবেন বলে আশা করছি।'

পাহাড়ে এখনও অনেক জায়গা পর্যটকদের নজর থেকে দূরে রয়েছে। সেই জায়গাগুলোকে তুলে ধরতে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার পাশাপাশি স্থানীয় তরুণদেরও যুক্ত করা হচ্ছে। নতুন এই রুট নিয়ে উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গাইডরা পর্যটকদের এই ট্রেকিংয়ে নিয়ে যাবেন। এছাড়াও এখানে এসে পর্যটকেরা বিভিন্ন রকমের পাখি দেখার সুযোগ পাবেন।

স্থানীয় বাসিন্দা জিতেন ছেত্রী বলেন, 'এই ঝরনার সামনে যাওয়ার কোনও রাস্তা না থাকায় গ্রামের কয়েকজন মানুষ সেখানে যেতে পেরেছেন। এখন সবাই যেতে পারবেন। ট্রেকিংটি সম্পূর্ণ করতে আধঘণ্টা সময় লাগবে।' নতুন এই রুটটি উদ্বোধন হওয়ার পরেই পর্যটকেরা আসতে শুরু করেছেন বলে কালিম্পং (১) বিডিও সমীরুল ইসলাম জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'পর্যটকেরা এখানে থাকার জন্য হোমস্টেও পাবেন। কীভাবে পর্যটকদের যত্ন নিতে হবে সেব্যাপারে হোমস্টে মালিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।'

নদীতে ভেসে গেলেন জওয়ান

শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : তিস্তায় র‍্যাফটিংয়ের প্রশিক্ষণ চলাকালীন নদীতে ভেসে এক সেনা জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। মৃত ওই সেনা জওয়ানের নাম ল্যান্সনায়েক রাজশেখর। সোমবার দুপুরে তিস্তা নদীর সিকিমের অংশে পাকিয়াং জেলার অন্তর্গত এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। সেনা সূত্রে খবর, এদিন তিস্তার বারদাং এবং রংপো এলাকার মধ্যে র‍্যাফটিং প্রশিক্ষণ চলছিল। সেই সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

সেনা সূত্রের খবর, ২০২৩ সালে ওই এলাকায় নদীর ওপরে থাকা একটি লোহার সেতু ভেঙে পড়েছিল। সেটির অবশিষ্ট অংশ নদীতেই পড়ে ছিল। সোমবার দুপুরে বার্ষিক র‍্যাফটিংয়ের প্রশিক্ষণ চলাকালীন সেনাদের একটি বোট সেতুর ওই ক্ষতিগ্রস্ত লোহার কাঠামোর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে নদীতে ডুবে যায়। সেই বোটে থাকা এক জওয়ান জলের স্রোতে ভেসে যান। দ্রুত সেনাবাহিনীর উদ্ধারকারী দল ওই জওয়ানের খোঁজে তল্লাশি অভিযান শুরু করে। কালিম্পংয়ের দিকে তিস্তা র‍্যাফটিং টিমকেও নদীতে তল্লাশিতে নামানো হয়। কয়েক ঘণ্টা তল্লাশির পরে কালিম্পংয়ের তারখোলায় ওই জওয়ানের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তিস্তা র‍্যাফটিং টিমের সদস্য রোশন তামাংয়ের বক্তব্য, 'তারখোলায় ন্যাশনাল হাইড্রোইলেক্ট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশনের (এনএইচপিসি) জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র রয়েছে। সেই সেতুর লোহার খুঁটিতেই মরদেহটি আটকে ছিল। বিকেলেই দেহটি উদ্ধার করা হয়েছে।' ওই জওয়ানের মরদেহটি উদ্ধারের পরে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। পাশাপাশি ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে একটি তদন্ত টিমও গঠন করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

বড়দিনে কেনাকাটা। মঙ্গলবার সিমলায়। ছবি : পিটিআই

বাইক পাচারে গ্রেপ্তার চার

কিশনগঞ্জ, ২৩ ডিসেম্বর : কিশনগঞ্জ পুলিশের বিশেষ দল একই সময়ে অভিযান চালিয়ে মঙ্গলবার আন্তঃজেলার চার বাইক চোরকে, চারটি চোরাই বাইক সমেত গ্রেপ্তার করে।

পুলিশ সুপার সাগর কুমার জানান, ধৃতরা জেলার পোঠিয়ার সেতাবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা জাহিদুল রহমান ও মহম্মদ তবীরউদ্দিন, গলগলিয়ার চুরলি ডিমহাট গ্রামের বাসিন্দা আবদুল সাকির এবং আরারিয়া জেলার ভরগামা গ্রামের বাসিন্দা আবদুল সাত্তার।

এদিন ভোর থেকে পুলিশের চারটি দল এই বিশেষ অভিযান চালায়। এদিন কিশনগঞ্জ আদালতের নির্দেশে ধৃতদের ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতে কিশনগঞ্জ জেলে পাঠানো হয়েছে।

নিয়োগ দুর্নীতিতে আজ রায় ডিভিশন বেঞ্চের

জলপাইগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) এলাকার চাকরিহারা ৩১৩ জন শিক্ষক এবার ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হলেন।

মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি বিশ্বরূপ চৌধুরীর ডিভিশন বেঞ্চে মামলার শুনানি হয়। এদিন আদালতে দুই পক্ষের সওয়াল জবাব শোনেন বিচারপতিরা। শুনানির পর বুধবার মামলার রায় ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেয় আদালত।

গত বুধবার কলকাতা হাইকোর্টে বিশ্বজিৎ বসুর সিঙ্গল বেঞ্চ ৩১৩ জন শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ওই মামলায় বিচারপতির পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছিল স্কুল সার্ভিস কমিশনের আইন লঙ্ঘন করে এই শিক্ষকদের 'বেআইনি' ভাবে নিয়োগ করেছিল জিটিএ। সেইজন্য ওই শিক্ষকদের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিল আদালত।

মরিয়া বিডিও

প্রথম পাতার পর

তার পর্যবেক্ষণে এমন অনেক বয়ান আছে, যা অভিযুক্তের বিড়ম্বনা বাড়িয়েছে। যেমন নির্দেশের ১১ নম্বর পাতায় উল্লেখ করা হয়েছে, সমস্ত পক্ষের আইনজীবীর দাখিল করা কেস ডায়েরি বিবেচনা করে আদালতের মনে হয়েছে, এমনও প্রত্যক্ষদর্শী রয়েছেন, যিনি দত্তাবাদের স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যাকে অত্যাচার নিজের চোখে দেখেছেন। প্রত্যক্ষদর্শীর সেই বয়ানে অপরাধের সূত্রপাত ও শেষ পরিণতি স্পষ্ট। সিসিটিভি ফুটেজেও প্রত্যক্ষদর্শীর সেই বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত বলে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ। আদালতের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, অপরাধ সংগঠনের জন্য বিডিও তাঁর সরকারি পদ ব্যবহার ও মিথ্যা তথ্য তৈরি করে তদন্তে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। নীলবাতি গাড়ি ব্যবহার করে অপহরণ করেছিলেন সোনার ব্যবসায়ীকে।

নিহত ওই ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যাকে নিউটাউনে বিডিও তাঁর বাসভবনে আটকে রেখে লাগাতার নির্যাতন করেন বলে অভিযোগ। আঘাতের কারণে ওই ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয় ময়নাতদন্তের রিপোর্টে উল্লেখের কথাও আছে আদালতের পর্যবেক্ষণে। বিচারপতি উল্লেখ করেছেন, বিডিও তাঁর সরকারি পদ নিয়ে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী ছিলেন বলে আইন নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। নিজেকে এমনভাবে প্রকাশ করেছিলেন যা শৃঙ্খলার মূলে আঘাত করে।

নিম্ন আদালত আগাম জামিন দিলেও স্বীকার করেছিল যে, বিডিও'র বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি গুরুতর। তবে পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিসের সদস্য বলে তাঁকে হেপাজতে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই। তাঁর পদকে নিম্ন আদালতের অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার কঠোর সমালোচনা করেছেন বিচারপতি ঘোষ। তাঁর নির্দেশের ১৩ নম্বর পাতায় উল্লেখ আছে, বিধাননগর আদালত অভিযুক্ত আত্মসমর্পণ করেছেন বলেই সন্তুষ্ট। অভিযুক্তের সক্রিয় ভূমিকা কোনও আদালত বিবেচনায় নেয়নি।

মদ বাজেয়াপ্ত

কিশনগঞ্জ, ২৩ ডিসেম্বর : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কিশনগঞ্জের কুরলিকোট থানার পুলিশ মঙ্গলবার ভোরে ৩২৭ ই জাতীয় সড়কে অভিযান চালিয়ে একটি পিকআপ ভ্যান থেকে বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করে। গাড়িতে ১১২৪.২৫০ লিটার বিদেশি মদ ছিল। ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয় চালক নীতীশ কুমারকে। গাড়িটি উত্তরবঙ্গের খড়িবাড়ির দিক থেকে আসছিল। এদিন ধৃতকে কিশনগঞ্জ আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। আইসি অভিষেক কুমার জানান, পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

তেজহীন সূর্য

প্রথম পাতার পর

বিধান মার্কেট, হকার্স কর্নার সহ শহরের বিভিন্ন শপিং মলে গরম পোশাক বিক্রেতাদের মুখে।

কিন্তু শুধু কি গরম পোশাক পরে উষ্ণতা পাওয়া যায়! হয়তো যায় না, তাই পাড়ায় পাড়ায় আগুন জ্বালিয়ে গোল হয়ে চারদিকে বসে মানুষকে তাপ নিতে দেখা গিয়েছে। মাটিগাড়া, নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া, মহকুমার চারটি ব্লকের গ্রামীণ এলাকাগুলিতে এদিন দিনভর সূর্যের দেখা মেলেনি, বলছেন সেখানকার বাসিন্দারা। ফলে সমস্যায় পড়তে হয়েছে সাধারণ মানুষকে। এদিন দার্জিলিং পাহাড়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৪.৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। দিনের তাপমাত্রা ২৪ ঘণ্টায় প্রায় ৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কমে দাঁড়ায় ১১.৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে।

আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা যদি পাহাড়ে ধাক্কা খায়, তবে পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? তাপমাত্রার আরও পতন, বলছেন আবহবিদরা।

গ্যারিসন হোক, চায় ভিএইচপি

কিশনগঞ্জ, ২৩ ডিসেম্বর : শিলিগুড়ি করিডরের নিরাপত্তা কি প্রশ্নচিহ্নের মুখে? কিশনগঞ্জে প্রস্তাবিত গ্যারিসন নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণে বারবার বাধা আসছে। মঙ্গলবার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জেলা সভাপতি সঞ্জয় সিং বলেন, 'চিকেন নেকের নিরাপত্তার স্বার্থে বাহাদুরগঞ্জ ও কোচাধামনে প্রস্তাবিত গ্যারিসন আবশ্যক।'

বিহারের সীমান্তবর্তী কিশনগঞ্জ জেলার পশ্চিমে নেপাল, উত্তর-পূর্বে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ি করিডর। বাংলাদেশে এখন ভারতবিরোধী মানসিকতা চরমে। বিভিন্ন সংগঠনের তরফে চিকেন নেক করিডর দখল করার হুমকি আসছে লাগাতার। এই পরিস্থিতিতে জেলা ভিএইচপি সভাপতি সঞ্জয়ের মন্তব্য, 'কিশনগঞ্জের নিরাপত্তা স্থানীয় সমস্যা নয়। দেশের নিরাপত্তার বিষয়।'

বাহাদুরগঞ্জ ব্লকের নাটুয়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এবং কোচাধামন ব্লকের বরিজান গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ২৬০ একর জমি প্রস্তাবিত গ্যারিসনের জন্য নির্বাচিত করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রকের শীর্ষকর্তারা। এরপরই কৃষকদের সামনে এনে লাগাতার প্রতিবাদ চলছে। অভিযোগ, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রকল্পে বাধা দেওয়া হচ্ছে। সঞ্জয়ের দাবি, 'এখানে গ্যারিসন হলে অনুপ্রবেশ, মাদক, গবাদিপশু পাচার সহ দেশবিরোধী অবৈধ কাজকর্ম বন্ধ হবে। জেলার নিরাপত্তা দৃঢ় হবে।'

গণধর্ষণে

প্রথম পাতার পর

ট্রায়াল চলাকালীন দুজনেই কারাবাসে ছিল। শুনানির সময় আদালত ১১ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করে। সোমবার আদালত ৩৭৬ (ডি) ধারায় দুজনকে দোষী সাব্যস্ত করে। এদিন সরকারি আইনজীবী পীযূষকান্তি ঘোষ বলেন, 'দুজনকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের পাশাপাশি ৫০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। ওই টাকা নিগৃহীতা ছাত্রী পাবে। টাকা অনাদায়ে দুজনকেই আরও এক বছর করে কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি বিচার প্রক্রিয়া শেষ করা গিয়েছে।'

এলেন না প্রশান্ত

প্রথম পাতার পর

আত্মীয়পরিজনদের ক্ষোভের মুখে পড়েন তিনি। তারপর থেকে তিনি আর কোনও স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শনেও যাননি। ব্লক অফিসের একটি সূত্র জানিয়েছে, কলকাতায় এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে খুনের দায়ে অভিযুক্ত হওয়ার পর বিডিও কার্যত গৃহবন্দি হয়ে যান। এই সময় থেকে তাঁর রাজগঞ্জ ব্লক অফিসে আসাও অনিয়মিত হয়ে পড়ে। সোমবার হাইকোর্টের রায় শোনার পর মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বিডিও অফিসে আর আসেননি।

পৃথিবীর পাঠশালা

কফিন যখন নিজে সরে

ভূতের সিনেমায় আসবাবপত্র নড়তে দেখেছেন নিশ্চয়ই? কিন্তু বাস্তবে যদি দেখেন নিশ্ছিদ্র পাথরের ঘরে রাখা ভারী সিসার কফিন নিজে থেকেই জায়গা বদল করছে তখন? ঊনবিংশ শতাব্দীতে বার্বাডোজের 'চেজ ভল্ট'-এ ঠিক এমনটাই ঘটেছিল। পরিবারের কোনও সদস্য মারা গেলে যখনই ওই ভল্ট বা সমাধিকক্ষের দরজা খোলা হত, দেখা যেত আগের ভারী কফিনগুলো এদিক-ওদিক ছিটকে পড়ে আছে। অথচ ভল্টের দরজা বাইরে থেকে সিল করা থাকত এবং কোনও মানুষের ঢোকার চিহ্ন মিলত না। তৎকালীন গভর্নর লর্ড কম্বারমেয়ার রহস্যভেদ করতে ভল্টের মেঝেতে বালি ছড়িয়ে দেন। যাতে কারও পায়ের ছাপ পড়ে। কিন্তু পরেরবার ভল্ট খোলার পর দেখা গেল- বালিতে কোনও দাগ নেই, অথচ কফিনগুলো আবার উলটে পড়ে আছে! এমনকি একটি কফিন দেওয়ালের গায়ে খাড়া করে দাঁড় করানো ছিল। ভয়ে শেষমেশ পরিবারটি কফিনগুলি অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যায়। এই রহস্যের সমাধান আজও হয়নি- ভূমিকম্প নাকি কোনও ভৌতিক শক্তি, তা তর্কের বিষয়।

আইফেল টাওয়ার বেচে দিলেন!

তাজমহল বিক্রি করার জোকস আমরা অনেক শুনেছি, কিন্তু বাস্তবে এক ব্যক্তি দু-দু'বার আইফেল টাওয়ার বিক্রি করে দিয়েছিলেন! তিনি হলেন ইতিহাসের অন্যতম সেরা ঠগ বা কনম্যান, ভিক্টর লুস্টিগ।

১৯২৫ সাল। প্যারিসের খবরের কাগজে আইফেল টাওয়ারের রক্ষণাবেক্ষণের খরচ নিয়ে খুব লেখালেখি হচ্ছিল। লুস্টিগ সরকারি অফিসার সেজে শহরের বড় বড় লোহা ব্যবসায়ীদের ডাকেন এবং বলেন, সরকার গোপনে টাওয়ারটি ভেঙে পুরোনো লোহা হিসেবে বিক্রি করে দেবে। এক ব্যবসায়ী তাঁর ফাঁদে পা দেন এবং ঘুষ সহ প্রচুর টাকা লুস্টিগের হাতে তুলে দেন। টাকা নিয়ে লুস্টিগ ভিয়েনায় পালিয়ে যান। মজার ব্যাপার হল, ওই ব্যবসায়ী লজ্জায় পুলিশে অভিযোগই করেননি। সেই সাহসে লুস্টিগ এক মাস পর ফিরে এসে আবার একই কায়দায় টাওয়ারটি বেচতে যান! তবে এবার পুলিশ টের পেয়ে যায়। চতুরতার জন্য তিনি আজও 'অপরাধ জগতের কাউন্ট' নামে পরিচিত।

সাহারার বুকে বরফ

'মরুভূমি' আর 'বরফ'- শব্দ দুটো যেন একে অপরের বিপরীত। কিন্তু প্রকৃতির খেয়ালে বিশ্বের বৃহত্তম উষ্ণ মরুভূমি সাহারাতেও তুষারপাত হতে দেখা গিয়েছে। আলজিরিয়ার 'আইন সেফরা' শহরটি, যা 'মরুভূমির প্রবেশদ্বার' নামে পরিচিত, সেখানে এই বিরল দৃশ্য লেন্সবন্দি হয়েছে। সাধারণত সাহারার তাপমাত্রা অসহ্য গরম থাকে। কিন্তু ২০১৬, ২০১৮ এবং ২০২১ সালে শীতকালে হঠাৎই সেখানে তাপমাত্রা মাইনাসে নেমে যায় এবং লাল বালির ওপর সাদা বরফের চাদর বিছিয়ে দেয়। স্থানীয় শিশুরা, যারা জীবনে কোনওদিন বরফ দেখেনি, তারা বালি আর বরফ মিশিয়ে স্লেজ চড়ে আনন্দ করে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলেই আবহাওয়ার এই খামখেয়ালিপনা। তবে কারণ যাই হোক, সোনালি বালির ওপর ধবধবে সাদা বরফের সেই দৃশ্য পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর এবং অদ্ভুত প্রাকৃতিক ক্যানভাস হিসেবে বিবেচিত হয়।

যে বালব নেভে না

আপনার বাড়ির ইলেক্ট্রিক বালব কতদিন টেকে? এক বছর-দু'বছর? কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়ার একটি দমকলকেন্দ্রে এমন একটি বালব আছে, যা ১৯০১ সাল থেকে জ্বলছে! অর্থাৎ, ১২৪ বছরেরও বেশি সময় ধরে এটি আলো দিয়ে যাচ্ছে। 'সেন্টেনিয়াল লাইট' নামের এই কার্বন ফিলামেন্টের বালবটি লিভারমোর শহরের ফায়ার স্টেশনে ঝোলানো আছে। ১৯০১ সালে জ্বালানোর পর থেকে এটি খুব কম সময়ের জন্যই নেভানো হয়েছে (মূলত লোডশেডিং বা স্থানান্তরের সময়)। গিনেস বুকেও এর নাম উঠেছে। বিজ্ঞানীরা অনেক পরীক্ষা করেও এর দীর্ঘায়ুর সঠিক কারণ বের করতে পারেননি। ধারণা করা হয়, এর ফিলামেন্টটি সাধারণ বালবের চেয়ে আট গুণ মোটা এবং এটি খুব কম ওয়াটে জ্বলে বলেই ফিউজ হয় না। বালবটির নিজস্ব ফ্যান ক্লাব আছে, এমনকি একটি ওয়েবক্যামও বসানো আছে যা দিনরাত এর ওপর নজর রাখে। কখন এটি নিভবে সেই অপেক্ষায়।

চিতাবাঘের আতঙ্ক

কিশনগঞ্জ, ২৩ ডিসেম্বর : নেপাল সীমান্তবর্তী কিশনগঞ্জ জেলার ঠাকুরগঞ্জ ব্লকের বেসরবাটী গ্রাম পঞ্চায়েতের শিয়ালমুনি, ভেলাডুবি সহ আশপাশের গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটি চিতাবাঘ। ফলে এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে। সোমবার রাতেও বুনোটিকে দেখা যায়। সুযোগ পেলেই ছাগল, মুরগি ধরে খাচ্ছে বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের দাবি, বিহার এবং সংলগ্ন উত্তরবঙ্গের চা বাগানে দিনরাত ঘুরে বেড়াচ্ছে বুনোটি। দিনের আলোয় চা বাগানের ঝোপেঝাড়ে লুকিয়ে থাকায় বিপদ আরও বাড়ছে। এই মর্মে কিশনগঞ্জ জেলার বন দপ্তরে একাধিকবার লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন গ্রামবাসী। এদিকে, রবিবার ও সোমবার রাতে জেলার বনকর্মীদের একটি দল বিনা প্রস্তুতিতে চিতাবাঘ ধরতে অভিযান চালান। দলের নেতৃত্ব দেন রেঞ্জ অফিসার মুকেশ কুমার। তবে তাঁরা বুনোকে বন্দি করতে পারেননি। এর ফলে গ্রামবাসীর মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় চরণ হাঁসদা, শান্তি মুর্মু, গুডু মুর্মু, গুড্ডু মণ্ডলরা জানান, চিতাবাঘের ভয়ে ছাগল, হাঁস, মুরগিগুলি শোয়ার ঘরে রাখতে হচ্ছে। এমনকি, গ্রামের বেশ কয়েকটি কুকুরও নিখোঁজ।

বন আধিকারিক অংশুমানের বক্তব্য, 'চিতাবাঘটি বিহার ও সংলগ্ন উত্তরবঙ্গের চা বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সঠিক অবস্থান পাওয়া যাচ্ছে না।'

অসন্তুষ্ট ঢাকা

প্রথম পাতার পর

বসানো হয় ব্যারিকেড, মোতায়েন করা হয় ১৫ হাজার পুলিশকর্মী ও আধাসেনা। কিন্তু বেলা গড়াতেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে শুরু করে। শত শত বিক্ষোভকারী গেরুয়া পতাকা হাতে স্লোগান দিতে দিতে ব্যারিকেড ভেঙে হাইকমিশনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন।

শেষপর্যন্ত বিক্ষোভকারীদের হাইকমিশন থেকে প্রায় ৮০০ মিটার দূরে আটকে দেওয়া সম্ভব হলেও পরিস্থিতি ছিল উত্তেজনাপূর্ণ। পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ধস্তাধস্তি হয়। জমায়েত ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে বলে অভিযোগ। বিক্ষোভে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের কুশপুতুল পোড়ানো হয়। কলকাতায় ছিল একই ছবি। বাংলাদেশ উপদূতাবাসের অদূরে ব্যারিকেড টপকে এগোনোর চেষ্টা করেন বিক্ষোভকারীরা। পুলিশ তাঁদের আটকাতে বলপ্রয়োগ করে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের পর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কলকাতায় বাংলাদেশের উপদূতাবাসের দিকে এগোনোর চেষ্টা করে সিপিএম, আরএসপি, ফরওয়ার্ড ব্লক ইত্যাদি বাম দলগুলি। পুলিশ তাদের আটকে দেয়। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, 'বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রকে আক্রমণ করা হচ্ছে। যা কিছু মুক্তচিন্তার প্রতীক, স্বাধীনতার প্রতীক, তা আক্রান্ত হচ্ছে। বাংলাদেশকে ধ্বংস করা হচ্ছে।'

বিক্ষোভের জেরে দিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশন এলাকায় প্রশাসনের নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে। তবে হাইকমিশনের অনেক আধিকারিক ইতিমধ্যে বাংলাদেশ ফিরে গিয়েছেন। সেটা নিরাপত্তাজনিত কারণে না অন্য কোনও কারণে, সে বিষয়ে হাইকমিশনের তরফে কিছু জানানো হয়নি। অসমের হাইলাকান্দিতেও দীপু হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

অন্যদিকে, ময়মনসিংহের ভালুকায় নিহত দীপুচন্দ্র দাসের বাড়িতে গিয়ে মঙ্গলবার তাঁর পরিবারকে সমবেদনা জানিয়েছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা সিআর আবরার। ওই হত্যাকাণ্ডকে জঘন্য অপরাধ বলে আখ্যা দিয়েছে ইউনূস সরকার।

ধরা পড়ল এসআইআরে

প্রথম পাতার পর

যেমন ধরুন ডোমকল কেন্দ্র। সেখানকার ভোটারদের ৭৭.৬৭ শতাংশ মুসলিম। সেখানে ম্যাপিং নেই মাত্র ০.৪২ শতাংশের। রানিনগর কেন্দ্রে মুসলিম ভোটার ৭৫.৪০ শতাংশ। ২০০২ সালের লিস্টে নাম নেই মাত্র ০.৯১ শতাংশের। হরিহরপাড়ায় ভোটারদের ৭৪.৯৬ শতাংশ মুসলিম হলেও আগের লিস্টে নাম নেই ০.৬০ শতাংশের। অর্থাৎ নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী বাকিদের পরিবারের এদেশে বহুদিনের যোগসূত্র রয়েছে। সেজন্যই ঘটা করে ম্যাপিং হলেও বাদ পড়েছেন সামান্যই।

বরং কেলোটা হয়েছে মতুয়াপ্রধান হিন্দুদের কেন্দ্রগুলোয়। সেসব জায়গায় নাম বাদ গিয়েছে তুলনায় অনেক বেশি। মতুয়া প্রভাবিত উত্তর ২৪ পরগনা আর নদিয়ার ১৭টি কেন্দ্রে ৯.৪৭ শতাংশ। ওই কেন্দ্রগুলোয় গড়ে বাদ গিয়েছে ৯.৪৭ শতাংশ, যেখানে গোটা রাজ্যে নাম বাদ পড়েছে গড়ে ৪.০৫ শতাংশ। এই কেন্দ্রগুলিতে তপশিলি আছেন প্রায় ৪০ শতাংশ, মুসলিম ১৩.৬৬ শতাংশ।

মতুয়াদের গড়ে গাইঘাটায় বাদ পড়েছেন ৩৮ হাজার ৪৯০ ভোটার। শতাংশের হিসাবে ১৪.৫১। পাশের কেন্দ্র বাগদায় বাদ ৩৬ হাজার ৫৬৭ ভোটার, অর্থাৎ ১২.৬৯ শতাংশ। বনগাঁ উত্তর, বনগাঁ দক্ষিণ, গাইঘাটা আর বাগদা- এই চারটি কেন্দ্রে বাদ পড়তে চলেছে ৮৬,১৭৫ হাজার নাম। অবশ্য এঁদের মধ্যে মৃত, অন্যত্র চলে যাওয়া ভোটাররা আছেন। সবথেকে বেশি নাম বাদ গিয়েছে বনগাঁ উত্তরে, ২৬ হাজার। তারপর বাগদা, ২৪,৯২৭। গাইঘাটায় বাদ পড়তে চলেছেন ১৬,৬৪২ জন, বনগাঁ দক্ষিণে ১৮,৫৬৩।

কতজন সীমান্ত পেরিয়ে এপাশে এসেছেন? সেই তথ্যও গেরুয়া শিবিরের কাছে বিশেষ উৎসাহজনক হবে না। লোকসভায় পেশ করা সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০১৪ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত বাংলাদেশ, মায়ানমার, পাকিস্তান এবং নেপাল-ভুটান সীমান্তে মোট ২০,৮০৬ জন অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত আটক করা হয়েছে আরও ৩,১২০ জন অনুপ্রবেশকারীকে।

তাহলে ১১ বছরে মোট কত অনুপ্রবেশকারী গ্রেপ্তার হয়েছে? কোটি কোটি নয়, ২৩ হাজার ৯২৬ জন। তাও পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল, মায়ানমার সীমান্ত মিলিয়ে এই সংখ্যা। এর মধ্যে সবথেকে বেশি গ্রেপ্তার হয়েছে বাংলাদেশ সীমান্তে। সংখ্যা কত? ১৮ হাজার ৮৫১। অর্থাৎ, ১১ বছরে ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে বছরে গড়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন ১ হাজার ৭১৩ জন অনুপ্রবেশকারী।

অবৈধভাবে যাঁরা আসছেন, তাঁরা নাগরিক নন। নাগরিক ছাড়া অন্যরা ভোট দিতে পারেন না। তাঁদের সবাইকে চিহ্নিত করে বের করে দেওয়া সরকারের দায়িত্ব। সেকাজে সমর্থন জানাবে সবাই। তবে যখন রাজনীতিকে ঠেলে সাম্প্রদায়িকতার অন্ধ গলিতে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন অবধারিতভাবে বিষিয়ে যায় পরিবেশ। আশঙ্কা সেখানেই।

ভোটার তালিকায় নাম নেই মানে অবৈধ নাগরিক এবং অনুপ্রবেশকারী- এমনটাই বোঝানো হচ্ছিল আমাদের। বিজেপির চুনোপুঁটি থেকে বিরোধী নেতা, সবাই এক কোটি, দেড় কোটি বাংলাদেশি, রোহিঙ্গাকে বেছে বেছে বের করে দেওয়া হবে বলে হুংকার ছাড়ছিলেন। খসড়া লিস্ট বেরোনোর পর দেখা যাচ্ছে, ডাবল ইঞ্জিনের যোগীর রাজ্যে বাদ যেতে চলেছে ২ কোটি ৯১ লাখ নাম। আমাদের রাজ্যে বাদ যাওয়া ভোটারের সংখ্যার থেকে ঢের বেশি।

মোদি-শা'র রাজ্য গুজরাটে খসড়ায় দেখা যাচ্ছে এক ধাক্কায় ৭৩ লক্ষ ৭৩ হাজার ৩২৭ নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। ফলে সেই রাজ্যের মোট ভোটার সংখ্যা ৫ কোটি ৮ লক্ষ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৪ কোটি ৩৪ লক্ষে!

নৈরাজ্যের পাহাড়ে নিশ্চুপ রাজ্য

প্রথম পাতার পর

সিকিম বা মেঘালয়ের মতো প্রতিবেশী রাজ্যগুলো যখন পর্যটনের প্রসারে পরিকাঠামো উন্নত করছে, নতুন নতুন পরিকল্পনা নিচ্ছে, তখন এখানকার গাড়িচালকদের একাংশ এলাকা দখলের লড়াইয়ে মেতে। আজ টাইগার হিল যাব না, কাল অমুক জায়গায় যাব না এসব করতে গিয়ে আদতে নিজেদের ভাতের থালা নিজেরাই ফুটো করছে। এদের প্রত্যেকেরই মনে রাখা উচিত, পর্যটনশিল্পের কোমর যদি একবার ভেঙে যায়, তবে তার প্রভাব কিন্তু শুধু পাহাড়ের চালকদের ওপর নয়, হোটেল, রেস্তোরাঁ ও অন্য ব্যবসার ওপরও পড়বে।

পাহাড়-সমতলের এই সমস্যা মেটাতে রাজ্য প্রশাসনের যে ধরনের সক্রিয়তা দেখানো উচিত ছিল, তার বিন্দুমাত্র চোখে পড়েনি। পুলিশ ও পরিবহণ দপ্তর মাঝেমধ্যে বৈঠক ডাকলেও তা ফলপ্রসূ হচ্ছে না। রাজ্য সরকারের হয়ে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব মধ্যস্থতা করছেন ঠিকই। কিন্তু পাহাড়ের চালকরা তাঁর কথা শুনবেন কেন! আরও একটা প্রশ্ন খুব জোরালো হচ্ছে চারদিকে- এই একই ধরনের ঘটনা যদি কলকাতা কিংবা দক্ষিণবঙ্গের অন্য কোথাও ঘটত, রাজ্য সরকার কি এই নরমপন্থাই নিত? উত্তরটা খুব স্বাভাবিকভাবেই না।

আসল সমস্যাটা হচ্ছে, পাহাড়ের জন্য জিটিএ এবং সমতলের জন্য রাজ্য সরকারের পরিবহণ নীতি - এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব। কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম না থাকায় ইউনিয়নগুলো নিজেদের ইচ্ছেমতো ফতোয়া জারি করছে। আইন অনুযায়ী অল বেঙ্গল পারমিট থাকা সত্ত্বেও কেন একটি গাড়ি নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডে ঢুকতে পারবে না, সেই প্রশ্ন তোলা এখন জরুরি। আবার পাহাড়ের সংকীর্ণ রাস্তার ধারণক্ষমতা কতটুকু, সেই তথ্যও প্রশাসনের কাছে থাকা দরকার। পার্কিং সমস্যা মেটাতেও অবিলম্বে উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন প্রশাসনকে। তা না করে খেয়োখেয়ি করলে আসলে তা নিজেদেরই কবর খোঁড়ার সমান।

রাজ্য প্রশাসনের উচিত, পাহাড় ও সমতলের জন্য একটি অভিন্ন পরিবহণ নীতি তৈরি করা। কোন গাড়ি কোথায় যাত্রী নামাবে এবং কোথা থেকে তুলবে, তার ডিজিটাল ম্যাপিংও থাকা প্রয়োজন। পরিবহণ ব্যবস্থাকে পেশিশক্তির হাত থেকে মুক্ত করে পেশাদারিত্বের জায়গায় নিয়ে আসতে হবে। কোনও ইউনিয়ন বা গাড়িচালক যদি যাত্রীদের হয়রান করেন, তবে লাইসেন্স বাতিলের মতো কঠোর পদক্ষেপ করতে হবে।

পাহাড় ও সমতলের দূরত্ব ঘোচাতে সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করে রাস্তা, সেতু বানাচ্ছে ঠিকই। কিন্তু স্বার্থের লড়াই যদি শেষ না হয়, তবে সেই রাস্তা, সেতু কোনও কাজে আসবে না। পরিবহণ ধর্মঘট বা গাড়ি চলাচল বন্ধ করে কেউ কখনও জয়ী হতে পারে না, পারবেও না। দিনশেষে ক্ষতি হবে পাহাড়-সমতলের সহজ-সরল মানুষের এবং সেই সমস্ত মেহনতি চালকদের, যাঁরা প্রতিদিনের রোজগারের ওপর নির্ভরশীল।

মনে রাখতে হবে, এটা কোনও জাতিসত্তার বা এলাকা দখলের লড়াই নয়। এই লড়াই নিজেদের ভাতের স্বার্থে। সুতরাং এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা। তাই সময় এসেছে জেদ ছেড়ে আলোচনার টেবিলে বসার। প্রশাসনকে কঠোর হাতে যেমন অনিয়ম দমন করতে হবে তেমনই ইউনিয়নগুলোকেও বুঝতে হবে যে, পর্যটন এবং জনজীবন স্বাভাবিক না থাকলে তাদের অস্তিত্ব সংকটে পড়বে।

দার্জিলিং আমাদের গর্ব। সেই গর্ব যেন সংকীর্ণ স্বার্থের জাঁতাকলে পিষ্ট না হয়, আজকের দিনে এটাই সবচেয়ে বড় দাবি।

দিল্লি-অন্ধ্র দ্বৈরথ ঘিরে নাটক

শেষ মুহূর্তে সরানো হল ‘দর্শকহীন’ বিরাট-ম্যাচ

বেঙ্গালুরু, ২৩ ডিসেম্বর : ৫৭৮৮ দিনের প্রতীক্ষা।

দেড় দশক পর বিজয় হাজারে ট্রফিতে আগামীকাল ফিরছেন বিরাট কোহলি। ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপের লক্ষ্যে ম্যাচ প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকার জন্য দিল্লির হয়ে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আর বিরাটের যে প্রত্যাবর্তন ম্যাচ ঘিরে রীতিমতো নাটক। বিরাটকে ঘিরে সমর্থকদের চড়তে থাকা পারদের কথা মাথায় রেখে আগেই দর্শক উপস্থিতি নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

প্রাথমিকভাবে ঠিক ছিল ২-৩ হাজার দর্শক এম চিন্নাস্বামী ক্রিকেট স্টেডিয়ামে প্রবেশ করতে পারবেন ম্যাচ দেখতে। দর্শকদের জন্য শুধুমাত্র দুইটি স্ট্যান্ড খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ভেঙ্কটেশ প্রসাদের নেতৃত্বাধীন কর্ণাটক ক্রিকেট সংস্থা। কিন্তু মঙ্গলবার সকালে রাজ্য সরকারের নয়া পদক্ষেপে সেই পরিকল্পনায় ১৮০ ডিগ্রি বদল। নিরাপত্তাজনিত কারণে চিন্নাস্বামী থেকে দিল্লি-অন্ধ্রপ্রদেশের ম্যাচ সরিয়ে দেওয়া হল বেঙ্গালুরুস্থিত ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে (সিওই)।

দর্শকদের উপস্থিতিতেও পুরোদস্তুর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। কোনও দর্শককে মাঠে ঢুকতে দেওয়া হবে না। বিরাটের বিজয় হাজারে কামব্যাক ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে দর্শক শূন্য বোর্ডের সিওই মাঠে। কর্ণাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের যে নির্দেশিকাতে স্বভাবতই হতাশ বিরাট-সমর্থকরা। চিন্নাস্বামীতে প্রিয় তারকার প্রত্যাবর্তনের উৎসবে জল পড়ায় ক্ষোভে ফুটছে ক্রিকেটমহলও।

বিরাট ছাড়া দিল্লির হয়ে খেলতে নামছেন ঋষভ পন্থও। ফলে বাড়তি উন্মাদনা। কর্ণাটক সরকার তাই কোনওরকম ঝুঁকি নিতে রাজি হয়নি। গত জুনে আইপিএলের বিজয়োৎসব ঘিরে ১১ জনের মৃত্যুর ঘটনায় প্রবল সমালোচনার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। তারপর থেকে চিন্নাস্বামীর ওপর কার্যত ‘নিষেধাজ্ঞা’ আরোপ করা হয়েছে। নয়া সিদ্ধান্তে চিন্নাস্বামীতে বিরাটের প্রত্যাবর্তন, বিরাটকে দেখার সুযোগ হাতছাড়া।

বিজয় হাজারে ট্রফির জন্য অনুশীলনের মাঝে ইশান্ত শর্মার সঙ্গে বিরাট কোহলি।

বিরাট-ম্যাচ ঘিরে নাটকের মধ্যে ভারতীয় সমর্থকদের জন্য খুশির খবর, বিজয় হাজারেতে আগামীকাল ফিরছেন রোহিত শর্মাও। জয়পুরের সোয়াই মান সিং স্টেডিয়ামে মুম্বই-সিকিম ম্যাচে খেলবেন আইসিসি ক্রমতালিকায় বিশ্বের এক নম্বর ব্যাটার। প্রাথমিকভাবে বিজয় হাজারের দুইটি ম্যাচ খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। টিম সূত্রের খবর, আগামীকাল সিকিম এবং পরবর্তী উত্তরাখণ্ড (২৬ ডিসেম্বর) ম্যাচে অংশ নেবেন রোহিত। মুম্বইয়ের হয়ে এখনও পর্যন্ত বিজয় হাজারে ট্রফিতে ১৮টি ম্যাচের ১৭ ইনিংসে ৫৮১ রান করেছেন।

টেস্ট ও আন্তর্জাতিক টি২০ ক্রিকেটকে গুডবাই জানানো রবীন্দ্র জাদেজাকেও দেখা যাবে বিজয় হাজারে ট্রফিতে। সৌরাষ্ট্রের হয়ে সার্ভিসেস (৬ জানুয়ারি) ও গুজরাটের (৮ জানুয়ারি) বিরুদ্ধে খেলবেন তারকা অলরাউন্ডার। সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট সংস্থার এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, ‘জাদেজা বিজয় হাজারে ট্রফির দুইটি ম্যাচ খেলার জন্য সম্মত হয়েছেন। এই মুহূর্তে ৬ ও ৮ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত জোড়া ম্যাচে অংশ নেবেন বলে খবর।’

প্রস্তুতির ফাঁকে ঋষভ পন্থের সঙ্গে স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আলোচনায় বিরাট কোহলি।

ছিটকে গেলেন কামিন্স, অনিশ্চিত বিশ্বকাপেও

মেলবোর্ন, ২৩ ডিসেম্বর : ইঙ্গিত আগেই দিয়ে রেখেছিলেন।

অন্যথা হল না। মেলবোর্নের বক্সিং ডে টেস্টে প্যাট কামিন্সকে পাচ্ছে না অস্ট্রেলিয়া। অ্যাডিলেড টেস্টের সময় নতুন করে চোট পেয়েছিলেন অজি অধিনায়ক। সিরিজ জয়ের পর জানিয়েছিলেন, ২৬ ডিসেম্বর শুরু চতুর্থ টেস্টে খেলার সম্ভাবনা ক্ষীণ। অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচক কমিটি, টিম ম্যানেজমেন্টও ঝুঁকির পথে হাঁটেনি।

এদিন শুক্রবার শুরু চতুর্থ টেস্টের ১৫ জনের দল ঘোষণা করেছে অস্ট্রেলিয়া। কামিন্স ছাড়াও যে দলে নেই নাথান লায়োন। হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পান লায়োন। পরিবর্তে অফস্পিনার টড মার্ফি ডাক পেয়েছেন। কামিন্সের পরিবর্তে প্রত্যাবর্তন ঘটছে পেসার ঝেই রিচার্ডসনের। প্রথম দুই টেস্টের

বক্সিং ডে টেস্টে নেই লায়োন

মতো কামিন্সের অবর্তমানে দলকে নেতৃত্ব দেবেন স্টিভেন স্মিথ। স্মিথের ফিটনেস নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হলেও শেষপর্যন্ত তাঁকে দলে রেখেই বক্সিং ডে টেস্টের দল ঘোষণা করেছে অস্ট্রেলিয়া।

দলের হেডকোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড জানান, শুধু বক্সিং ডে টেস্ট নয়, বাকি সিরিজে কামিন্সকে বিশ্রাম দেওয়া হচ্ছে। বলেছেন, ‘বাকি সিরিজে কামিন্সের খেলার সম্ভাবনা নেই। সিরিজ জয় সম্পন্ন। যা আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল। তাই কামিন্সকে খেলিয়ে ঝুঁকি নেওয়ার কোনও যুক্তি নেই। অ্যাডিলেডে সিরিজ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। প্রত্যাবর্তন টেস্টে হাফ ডজন উইকেট নিয়ে দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আপাতত বিশ্রাম।’

বছর ঘুরলেই ভারত-শ্রীলঙ্কার মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপ। অনিশ্চয়তা বিশ্বযুদ্ধেও কামিন্সকে পাওয়া নিয়ে। ধোঁয়াশা রেখে স্মিথ-হেডদের ‘হেডস্যর’ ম্যাকডোনাল্ড জানান, এখনই নিশ্চিতভাবে কিছু বলা মুশকিল। কামিন্সের ফিটনেসের ওপর নজর রাখা হচ্ছে। সবদিক খতিয়ে দেখেই বলা সম্ভব আদৌ কামিন্সকে বিশ্বকাপে পাওয়া যাবে কি না। এখনই বলা কঠিন। ১১ ফেব্রুয়ারি আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে অজিরা।

চলতি অ্যাসেজে তিনটি টেস্টের মধ্যে কামিন্স শুধু খেলেন শেষ ম্যাচে। জোশ হ্যাজেলউড পুরো সিরিজ থেকেই ছিটকে গিয়েছেন। ফলে বাড়তি চাপ মিচেল স্টার্কের ওপর। স্কট বোল্যান্ড, ব্রেন্ডন ডগেটদের নিয়ে পেস ব্রিগেডের দায়িত্বে ইংল্যান্ডের বাজবলকে কার্যত চুপসে দিয়েছেন। স্টার্কের যে ভূমিকার কথা কোচের মুখেও। ম্যাকডোনাল্ডের কথায়, এককথায় অবিশ্বাস্য। কীভাবে ওয়ার্কলোড সামলাচ্ছে, তা একমাত্র স্টার্কই বলতে পারবে।

প্যাট কামিন্সের অনুপস্থিতিতে অ্যাসেজের চতুর্থ টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়কত্ব সামলাবেন স্টিভেন স্মিথ।

চতুর্থ টেস্টের ঘোষিত অজি দল : স্টিভ স্মিথ (অধিনায়ক), স্কট বোল্যান্ড, অ্যালেক্স ক্যারি, ব্রেন্ডন ডাগেট, ক্যামেরন গ্রিন, ট্রাভিস হেড, জোশ ইনগ্লিস, উসমান খোয়াজা, মার্নাস লাবুশেন, টড মার্ফি, মাইকেল নেসের, ঝেই রিচার্ডসন, মিচেল স্টার্ক, জেক ওয়াদারাল্ড, বিউ ওয়েবস্টার।

নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে গিয়ে নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করলেন নীরজ চোপড়া। অলিম্পিকে জোড়া পদকজয়ীর সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী হিমানিও।

নির্বাচকদের পরিকল্পনা নিয়ে প্রশ্ন কাইফের

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর : দল নিয়ে অহেতুক পরীক্ষানিরীক্ষা। জাতীয় নির্বাচকদের সমালোচনায় সরব প্রাক্তন ক্রিকেটার মহম্মদ কাইফ।

প্রথমে শুভমান গিলকে রেখেই টি২০ দল ঘোষণা। শেষ মুহূর্তে আবার তাঁকে বাদ দিয়ে অক্ষর প্যাটেলকে সহ অধিনায়ক করে ফিরিয়ে আনা। নির্বাচক কমিটির এমন কিছু সিদ্ধান্তের সঙ্গে একেবারেই সহমত হতে পারছেন না কাইফ। অজিত আগরকারের নেতৃত্বাধীন কমিটির এমন কিছু সিদ্ধান্তে ‘পরিকল্পনার অভাব’ রয়েছে বলে মনে করছেন তিনি। যা টি২০ বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে বলে মতপ্রকাশ করেছেন কাইফ।

প্রাক্তন ক্রিকেটারের কথায়, ‘নির্বাচকদের ভুলে ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে ভারতীয় ক্রিকেট। ওঁরা জানতেন টি২০-র জন্য শুভমান গিলের চেয়েও ভালো ক্রিকেটার রয়েছে। সেদিক থেকে দেখলে যশস্বী জয়সওয়াল, সঞ্জু স্যামসন, জিতেশ শর্মাদের আরও বেশি সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল।’ কাইফ আরও বলেছেন, ‘জানুয়ারিতে অক্ষর সহ অধিনায়ক হিসেবে দলে ফিরছে। অথচ সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সুযোগই দেওয়া হল না ওকে। অক্ষরের দক্ষতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। তবে মাঝে টি২০ দলে না থাকায় ওর বড় ক্ষতি হয়েছে।’ তাঁর আশঙ্কা, ‘সূর্যকুমার কোনও কারণে চোট পেলে অক্ষরকে নেতৃত্ব দিতে হবে। সেক্ষেত্রে সহ অধিনায়ক হিসেবে আরও সময় পেলে দল এবং সতীর্থদের ভালোভাবে জানতে পারত ও। আরও প্রস্তুত থাকতে পারত। অক্ষরকে সেই সুযোগটা দেওয়াই হল না।’

ব্যর্থতা নিয়ে তদন্তে বিসিসিআই

বৈভবদের বিরুদ্ধে আইসিসিতে পিসিবি!

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর : অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের পর দিনদুয়েক পার।

যদিও রবিবার দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত ভারত-পাকিস্তান খেতাবি যুদ্ধের রেশ কাটছে না। পাকিস্তান ক্রিকেট স্বভাবতই উৎসবের মেজাজে। অপরদিকে, আয়ুষ মাত্রের যুব দলের ফাইনালে ভরাডুবি নিয়ে হতাশা ভারতীয় ক্রিকেটমহলে। পাকিস্তানের ৩৪৭/৮ স্কোরের জবাবে ১৫৬ রানে গুটিয়ে যায় ভারত। ১৯১ রানের বিশাল ব্যবধানে যে হারের ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছেন না অনেকেই।

এর মাঝেই ফাইনাল টক্করে মেঠো ঝামেলা ঘিরে বিতর্কে নয়া মোড়। ভারতীয় যুব ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে আইসিসি’র কাছে অভিযোগ জানাতে চলেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। পিসিবি প্রধান মহসিন নাকভির অভিযোগ, পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের উসকানি দেওয়া হয় ভারতীয় খেলোয়াড়দের তরফে।

ম্যাচ চলাকালীন দুই দলের খেলোয়াড়রা বারবার মৌখিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। ম্যাচের পর পাকিস্তান যুব দলের মেন্টর সরফরাজ আহমেদ দাবি করেন, ‘ভারতীয় দলের আচরণ যথাযথ ছিল না। ক্রিকেটীয় মানসিকতার পরিপন্থী। সবকিছুর পরও আমরা বিজয়োৎসবে স্পোর্টসম্যানশিপ দেখিয়েছি।’

সরফরাজের যে অভিযোগ আইসিসি’র কাছে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মহসিন নাকভি। সোমবার দলের সংবর্ধনা সভার পর সাংবাদিকদের যে পদক্ষেপের কথা জানিয়েছেন পিসিবি প্রধান মহসিন নাকভি। বলেছেন, ‘সারাক্ষণ ভারতীয় খেলোয়াড়রা উসকানি দিয়েছে। প্রাথমিকভাবে আইসিসি-কে যা জানানো হয়েছে। আমরা মনে করি রাজনীতি ও খেলাকে সবসময় আলাদা রাখা উচিত।’

এদিকে, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ফাইনালের ভরাডুবি নিয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ দলের হেডকোচ হৃষীকেশ কানিতকার ও আয়ুষ মাত্রের কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছে বলে খবর। ২২ ডিসেম্বর বোর্ডের অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের ফাইনালে বৈভব সূর্যবংশী-আয়ুষ মাত্রেদের আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তুলল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড।

> সারাক্ষণ ভারতীয় খেলোয়াড়রা উসকানি দিয়েছে। প্রাথমিকভাবে আইসিসিকে যা জানানো হয়েছে। আমরা মনে করি রাজনীতি ও খেলাকে সবসময় আলাদা রাখা উচিত। -মহসীন নকভি (পিসিবি প্রধান)

> ভারতীয় দলের আচরণ যথাযথ ছিল না। ক্রিকেটীয় মানসিকতার পরিপন্থী। সবকিছুর পরও আমরা বিজয়োৎসবে স্পোর্টসম্যানশিপ দেখিয়েছি। -সরফরাজ আহমেদ (পাকিস্তান যুব দলের মেন্টর)

বিদর্ভের বিরুদ্ধে আজ অভিযান শুরু বাংলার

রাজকোট, ২৩ ডিসেম্বর : বিজয় হাজারে ট্রফিতে এবার তারকাদের ভিড়।

দেড় দশক পর প্রথমবার বিজয় হাজারেতে খেলতে নামবেন বিরাট কোহলি। টুর্নামেন্টের আকর্ষণ বাড়িয়ে দীর্ঘদিন পর ফিরছেন রোহিত শর্মাও। ঋষভ পন্থ, রবীন্দ্র জাদেজা, সূর্যকুমার যাদব, যশস্বী জয়সওয়ালরা ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের নির্দেশ মেনে টুর্নামেন্টে একাধিক ম্যাচ খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

তারকাদের উপস্থিতিতে বুধবার পঞ্চাশের ফরম্যাটে দেশের এক সেরা টুর্নামেন্টের ঢাকে কাঠি পড়ছে। উদ্বোধনী দিনেই অভিযান শুরু করবে অভিমন্যু ঈশ্বরণের বাংলা। প্রতিপক্ষ ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিকতা দেখানো বিদর্ভ। হর্ষ দুবের নেতৃত্বাধীন বিদর্ভের মূল শক্তি দলগত প্রয়াস। অর্থব তাইদে, যশ ঠাকুর, ধ্রুব শোরের মতো ক্রিকেটার থাকলেও ‘বড় নাম’ সেই অর্থে নেই।

ধারেভারে তুলনায় কিছুটা হলেও এগিয়ে বাংলা। ঈশ্বরণের বঙ্গ ব্রিগেডের তুরুপের তাস ঘরোয়া ক্রিকেটের অন্যতম সেরা পেস ব্রিগেড। চোট কাটিয়ে ফেরার পর ছন্দেই রয়েছেন মহম্মদ সামি। সব ফরম্যাট মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত ৩৬টি উইকেট নিয়েছেন। লাল বলের রনজি ট্রফি, টি২০ ফরম্যাটের সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির পর এবার বিজয় হাজারেতে সাফল্যের

বিজয় হাজারে ট্রফি

বিজয়রথ ছোটাতে চান। মুস্তাকে ভালো খেলার পর আশা করেছিলেন বিশ্বকাপ দলে ডাক পাবেন। যদিও অজিত আগরকারদের ভাবনায় অগ্রাধিকার পাননি। পালটা জবাব দেওয়ার বাড়তি তাগিদ থাকবে সামির মধ্যে।

বিজয় হাজারেতে সামি সতীর্থ হিসেবে পাচ্ছেন ভারতীয় জার্সিতে সাম্প্রতিক-অতীতে প্রভাব রাখা আকাশ দীপ, মুকেশ কুমারদের। পাওয়ার প্লে-তে প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলার ক্ষমতা রাখেন ত্রয়ী। অপরদিকে স্পিন বিভাগে রয়েছেন শাহবাজ আহমেদ। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজে মাঝপথে ডাক পান শাহবাজ। খেলার সুযোগ না পেলে ফের টিম ইন্ডিয়ার সাজঘরে জায়গা পাওয়ার আত্মবিশ্বাস নিয়ে নামবেন বাংলার স্পিন অলরাউন্ডার।

বিদর্ভের ব্যাটিং বনাম বাংলার বোলিং। মনে করা হচ্ছে, রাজকোটের সানোসারা ক্রিকেট গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠেয় ম্যাচের চাবিকাঠি যে লড়াইয়ের ওপর। ব্যাটিংয়ে অধিনায়ক ঈশ্বরণের পাশাপাশি সুদীপ ঘরামি, অভিষেক পোড়েল রয়েছেন। আছেন বাংলা দলের ‘ক্রাইসিসম্যান’ অভিজ্ঞ অনুষ্টুপ মজুমদারও। শাহবাজ-সুমন্ত গুপ্তর উপস্থিতি ব্যাটিং গভীরতা বাড়িয়েছে।

গ্রুপ ‘বি’-তে হর্ষ দুবের নেতৃত্বাধীন বিদর্ভ ছাড়াও হায়দরাবাদ, বরোদা, অসম, উত্তরপ্রদেশ, চণ্ডীগড়, জম্মু ও কাশ্মীর রয়েছে। গ্রুপের গণ্ডি পেরোতে ধারাবাহিকতা গুরুত্বপূর্ণ। আগামীকাল বিদর্ভকে হারিয়ে শুরুতেই রিংটোন সেট করে নিতে বদ্ধপরিকর লক্ষ্মীরতন শুক্লার দল।

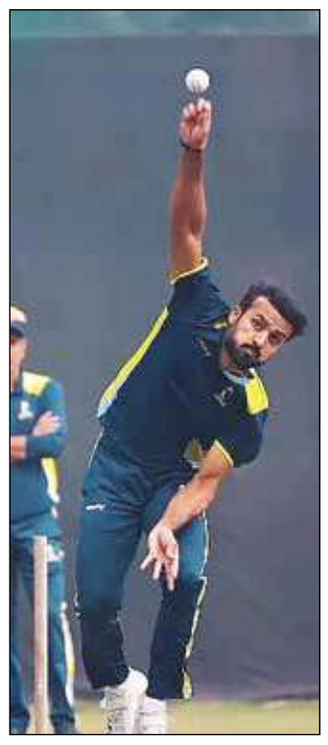

বিজয় হাজারে ট্রফির জন্য বোলিং অনুশীলনে বাংলার আকাশ দীপ (উপরে) ও মুকেশ কুমার।

হাঁটুর অস্ত্রোপচারের পর এই ছবি পোস্ট করলেন নেইমার।

নেইমারের অস্ত্রোপচার সফল

ব্রাসিলিয়া, ২৩ ডিসেম্বর : হাঁটুর চোট থেকে মুক্তি পেতে চোটের জায়গায় অস্ত্রোপচার করালেন ব্রাজিলীয় তারকা নেইমার।

ব্রাজিলের জাতীয় দলের চিকিৎসক ডাঃ রডরিগো লাসমারের তত্ত্বাবধানে নেইমারের অস্ত্রোপচার হয়। ব্রাজিলীয় তারকা আপাতত ভালো আছেন। সোমবার তাঁর ক্লাব স্যান্টোসের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, নেইমারের অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে তাঁর এক মাস সময় লাগবে।

এই বছর স্যান্টোসের অবনমন বাঁচাতে চোট নিয়েই ব্রাজিলিয়ান লিগের শেষ কয়েকটি ম্যাচে মাঠে নেমেছিলেন নেইমার। দলকে অবনমনের হাত থেকে বাঁচানোর পর তিনি জানিয়ে ছিলেন, এবার চোটের জায়গায় অস্ত্রোপচার করাবেন। আপাতত নেইমারের লক্ষ্য আগামী বিশ্বকাপ দলে জায়গা করে নেওয়া। তবে বিশ্বকাপ খেলতে হলে সম্পূর্ণ ফিট থাকতে হবে, ব্রাজিলীয় তারকাকে এমন বার্তাই দিয়েছিলেন সেলেকাওদের কোচ কার্লো অ্যান্সেলোত্তি।

ড্র করল বাংলা

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর : সন্তোষ ট্রফির জন্য চূড়ান্ত দল এখনও ঘোষণা করেননি বাংলার কোচ সঞ্জয় সেন। আপাতত ৩৭ জন ফুটবলার ট্রায়ালে রয়েছেন। এর মধ্যে ৯ জন ফুটবলার কুলদাকান্ত শিল্ডে খেলতে গিয়েছেন। ফলে বাকিদের নিয়েই অনুশীলন করাচ্ছেন সঞ্জয় সেন।

চূড়ান্ত দল ঘোষণা না করলেও মঙ্গলবার এজি বেঙ্গলের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলল বাংলা। ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়। বাংলার হয়ে গোল করেন অক্ষত সাউ। এজি বেঙ্গলের গোলদাতা জেসিন টিকে। ২৭ তারিখ আরও একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার কথা রয়েছে তাদের।

ইতালিয়ান সুপার কাপ নাপোলির

রিয়াধ, ২৩ ডিসেম্বর : লুসিয়ানো স্পালেত্তির হাত ধরে ৩৩ বছরের খরা কাটিয়ে ২০২২-’২৩ মরশুমে সিরি-‘এ’ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল এসএসসি নাপোলি। দায়িত্ব নিয়ে সাফল্যের ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছেন আন্তোনিও কন্তেও। গত মরশুমে সিরি-‘এ’র পর এবার ১১ বছরের খরা কাটিয়ে নাপোলিকে ইতালিয়ান সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন করলেন তিনি।

ভারতীয় সময় সোমবার রাতে রিয়াধে অনুষ্ঠিত সুপার কাপ ফাইনালে বোলোনিয়াকে ২-০ গোলে হারাল সিরি-‘এ’র ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা। জোড়া গোল করে নাপোলির খেতাব জয়ের নায়ক ব্রাজিলীয় ফুটবলার ডেভিড নেরেস। ম্যাচের ৩৯ মিনিটে দর্শনীয় গোলে নাপোলিকে এগিয়ে দেন তিনি। প্রায় ২৫ গজ দূর থেকে বাঁ পায়ের বাঁক খাওয়ানো শট জালে পাঠান নেরেস। ৬৫ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান ব্রাজিলীয় উইঙ্গার। বিপক্ষ গোলরক্ষকের ভুলে ঠান্ডা মাথায় গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন তিনি।

এই নিয়ে তৃতীয়বার ইতালিয়ান সুপার কাপ জিতল নাপোলি। এর আগে ১৯৯০ ও ২০১৪ সালে এই খেতাব জিতেছিল দিয়েগো আর্মান্দো মারাদোনার ক্লাব।

ইতালিয়ান সুপার কাপ জিতে ফুটবলারদের সঙ্গে সেলিব্রেশনে মাতলেন নাপোলির কোচ আন্তোনিও কন্তে।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

তুহিন (বেদ) : তোমার ১৩ তম শুভ জন্মদিনের অনেক আশীর্বাদ ও ভালোবাসা।
তোমার বাবা (বিমল), মা (তনুশ্রী), দাদু, আম্মা ও পরিবারের সকল সদস্যবৃন্দ। হাকিম পাড়া, শিলিগুড়ি।

লোহিত সাগরের নীল জলে রোনাল্ডোর সাম্রাজ্য

রিয়াধ, ২৩ ডিসেম্বর : ফুটবল মাঠের সবুজ ঘাস হোক বা লোহিত সাগরের নীল জল— ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো যেখানেই যান, সেখানেই

> লোহিত সাগর সত্যি অসাধারণ জায়গা। আমি এবং জর্জিনা প্রথমবার যখন উম্মাতি দ্বীপপুঞ্জে গিয়েছিলাম, তখন ওখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝে অপার শান্তি খুঁজে পেয়েছিলাম। এখন তো এখানে ভিলা কিনেছি। এই ভিলাতে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে পারব।
> -ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো

তৈরি হয় এক নতুন ইতিহাস। আল-নাসের ক্লাবে যোগ দেওয়ার পর থেকেই সৌদি আরবের সঙ্গে সিআর সেভেনের আত্মিক বন্ধন তৈরি হয়েছে। এবার সেই বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করতে সৌদির অতি-বিলাসবহুল 'রেড সি' বা লোহিত সাগর প্রকল্পে প্রথম ক্রেতা হিসেবে দুইটি বিশাল ভিলা কিনলেন পর্তুগিজ মহাতারকা।

সৌদি আরবের 'ভিশন ২০৩০'-এর অংশ হিসেবে গড়ে ওঠা এই পর্যটন প্রকল্পটি বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম আকর্ষণীয় গন্তব্য। পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি এবং প্রবাল প্রাচীরের চোখধাঁধানো সৌন্দর্যে ঘেরা এই এলাকায় নিজের নতুন ঠিকানা খুঁজে নিয়েছেন রোনাল্ডো। জানা গিয়েছে, উম্মাতি দ্বীপপুঞ্জের এই ভিলা দুইটিতে রয়েছে আধুনিকতার চূড়ান্ত বিলাসিতা। যেখানে ব্যক্তিগত সুইমিং পুল, ব্যক্তিগত সমুদ্রসৈকত, অত্যাধুনিক জিম রয়েছে।

নতুন ভিলা ক্রয় করার পর রোনাল্ডো বলেছেন, 'লোহিত সাগর সত্যি অসাধারণ জায়গা। আমি এবং জর্জিনা প্রথমবার যখন উম্মাতি দ্বীপপুঞ্জে গিয়েছিলাম, তখন ওখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝে অপার শান্তি খুঁজে পেয়েছিলাম। এখন তো এখানে ভিলা কিনেছি। এই ভিলাতে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে পারব।'

আসলে মাঠের বাইরেও রোনাল্ডো যে একজন ধুরন্ধর লগ্নিকারী, তা আরও একবার প্রমাণিত হল। তাঁর এই বিনিয়োগ কেবল থাকার জায়গা নয়, বরং বিশ্বজুড়ে তাঁর ব্র্যান্ড ভ্যালুকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেল। ফুটবল সম্রাট এবার লোহিত সাগরের রাজপুত্র হতেও যে প্রস্তুত, তাঁর এই নতুন বিলাসবহুল পদক্ষেপ তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। উত্তরবঙ্গের ফুটবলপ্রেমীদের কাছেও সিআর সেভেনের এই 'অফ-কোর্ট' গোল এখন আলোচনার হট টপিক।

উম্মাতি দ্বীপপুঞ্জে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর বিলাসবহুল ভিলা।

কী কী থাকছে
- সুইমিং পুল
- সমুদ্রসৈকত
- অত্যাধুনিক জিম

সহজ জয়ে ২-০ এগোল ভারত

শ্রীলঙ্কা-১২৮/৯
ভারত-১২৯/৩ (১১.৫ ওভারে)

ভাইজ্যাগ, ২৩ ডিসেম্বর : আইসিসি-র প্রকাশিত টি২০ র‌্যাংকিং সুখবর এনেছিল দীপ্তি শর্মার জন্য। কেরিয়ারে প্রথমবার তিনি টি২০ বোলারদের তালিকায় এক নম্বরে উঠে এসেছিলেন। যদিও হালকা জ্বরে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি২০ ম্যাচে মাঠে নামাই হল না তাঁর। ওডিআইয়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারতীয় দল অবশ্য সেই ধাক্কা সহজেই সামলে নিয়ে দ্বিতীয় টি২০-তে ৪৯ বল বাকি থাকতে ৭ উইকেটে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে। সিরিজে তারা এগিয়ে গেল ২-০তে।

নেপথ্যে শেফালি ভার্মা। ১২৯ রানের টার্গেট নিয়ে নামার পর তাঁর ৩৪ বলে অপরাজিত ৬৯ রান শ্রীলঙ্কাকে ন্যূনতম লড়াইয়ের সুযোগ দেয়নি। তাঁর জন্য অবশ্য মঞ্চ তৈরি করে দিয়েছিলেন বোলাররাই। দীপ্তির অনুপস্থিতিতে প্রথম একাদশে আসা স্নেহ রানা (১১/১) আগাগোড়া নিখুঁত বোলিং করেছেন। তাঁর সঙ্গে মানানসই হয়ে উঠেছিলেন নাল্লাপুরেড্ডি শ্রী চরণি (২৩/২) ও বৈষ্ণবী শর্মা (৩২/২)। সেইসঙ্গে উইকেটের পেছনে দাঁড়িয়ে রিচা ঘোষের তিনটি রানআউট শ্রীলঙ্কাকে কখনোই স্বস্তিতে থাকতে দেয়নি। প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে তারা ৯ উইকেটে ১২৮ রানে আটকে যায়। সর্বোচ্চ ৩৩ রান করেন হর্ষিতা সমরাবিক্রমা। ৩১ রান অধিনায়ক চামারি আতাপাত্তুর।

সহজ লক্ষ্যের সামনে এদিনও বড় রান আসেনি স্মৃতি মান্ধানার (১৪) ব্যাটে। কিন্তু জেমিমা রডরিগেজকে নিয়ে শেফালি আক্রমণাত্মক ব্যাটিং চালিয়ে যাওয়ায় শ্রীলঙ্কা ম্যাচে ফেরত আসার সুযোগ পায়নি। দিল্লি ক্যাপিটালস এদিনই অজি কিংবদন্তি মেগ ল্যানিংয়ের পরিবর্তে আসন্ন ডব্লিউপিএলের জন্য জেমিমাকে অধিনায়ক ঘোষণা করেছে। এদিন তাঁর ১৫ বলে ২৬ ভারতীয় দলের পাশাপাশি দিল্লির ফ্র্যাঞ্চাইজিকেও স্বস্তি দেবে। ভারতীয় দল ১১.৫ ওভারে ৩ উইকেটে ১২৯ রান তুলে নেয়।

আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে অর্ধশতরানের পথে শেফালি ভার্মা (উপরে)। আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে প্রথম উইকেট নিয়ে বৈষ্ণবী শর্মা। ভাইজ্যাগে মঙ্গলবার।

আজ ক্লাব প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর : দেশের সর্বোচ্চ লিগ আয়োজনের প্রস্তাব তৈরি। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের গড়ে দেওয়া তিন সদস্যের কমিটির সঙ্গে বুধবার বৈঠকে বসছেন ক্লাব প্রতিনিধিরা।

জট কি অবশেষে কাটতে চলেছে? তার জন্য প্রয়োজন কেবল ক্লাবদের অনুমোদন। মঙ্গলবার ফের ফেডারেশনের ডেপুটি জেনারেল সেক্রেটারির সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে বসেছিলেন তিন রাজ্য সংস্থার প্রতিনিধি। সেখানে বাংলা ও গোয়ার তরফে লিগ আয়োজনের জন্য যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা হয়। সবশেষে ঠিক হয়েছে ওই প্রস্তাব ক্লাবদের কাছে পেশ করা হবে। সেক্ষেত্রে বুধবার প্রস্তাব পাশ হয়ে গেলে জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহ থেকে ফেডারেশনের নিজস্ব লিগ আয়োজনের তোড়জোড় শুরু করে দেওয়া হবে।

বুধবার সকালেই ক্লাব প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকের জন্য দিল্লি উড়ে যাচ্ছেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত। বৈঠকে গোয়া, কেরল রাজ্য সংস্থার প্রতিনিধি ছাড়াও উপস্থিত থাকবেন ফেডারেশনের ডেপুটি জেনারেল সেক্রেটারি।

ক্লান্তিই আজ চিন্তা অ্যান্থনির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর : একদিকে সাফ উইমেন্স ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের আত্মবিশ্বাস। একইসঙ্গে ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগে অভিযান শুরুর আগে ইস্টবেঙ্গল মহিলা দলের কোচ অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজের চিন্তা ক্লান্তি।

বুধবার এই মরশুমে আইডব্লিউএলের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামছে লাল-হলুদ প্রমীলাবাহিনী। কল্যাণী স্টেডিয়ামে তাদের প্রতিপক্ষ মাদুরাইয়ের ক্লাব সেতু এফসি। এই ম্যাচে ক্লান্তিই কাঁটা হতে পারে বলে মনে করছেন কোচ অ্যান্থনি। সেইসঙ্গে লিগের সূচি নিয়েও তিনি যে কিছুটা অসন্তুষ্ট তা জানালেন ইস্টবেঙ্গল মহিলা দলের কোচ।

এএফসি উইমেন্স চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপের পর এবার মিশন আইডব্লিউএল। মাঠে নামার আগে অ্যান্থনি বললেন, 'টানা ম্যাচ খেলায় ফুটবলারদের ক্লান্তিই ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াতে পারে। চেয়েছিলাম দুই-তিনদিন ম্যাচ পিছিয়ে দেওয়া হোক। একটু ভাবনাচিন্তা করে সূচি তৈরি করলে ফুটবলাররা পর্যাপ্ত বিশ্রাম পেত। তবুও আশা করছি প্লেয়াররা পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেবে।'

কোচ অ্যান্থনি খেতাব ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ নিচ্ছেন। 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-কে তিনি বলেছেন, 'যেভাবেই হোক এবারও চ্যাম্পিয়ন হতে হবে আমাদের। টানা দ্বিতীয়বার এএফসি-র মঞ্চে দেশের প্রতিনিধিত্ব করাই লক্ষ্য।' দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য কার্তিকা আঙ্গামুথু অবশ্য এই চ্যালেঞ্জটাকে বাড়তি চাপ হিসাবেই দেখছেন। তবে আন্তর্জাতিক মঞ্চে খেতাবের আত্মবিশ্বাস এক্ষেত্রে কাজে লাগবে বলে জানালেন তিনি।

স্টোকসের দলের বিরুদ্ধে মদ্যপানের অভিযোগ

লন্ডন, ২৩ ডিসেম্বর : ১১ দিনে অ্যাসেজ হেরেছে ইংল্যান্ড। বাইশ গজের ব্যর্থতার সঙ্গে এবার বেন স্টোকসের দলকে তাড়া করছে মাঠের বাইরের ঘটনাও। অভিযোগ উঠেছে, অ্যাসেজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেস্টের মাঝের ১১ দিনের বিরতির ছয়দিনই ইংল্যান্ড ক্রিকেটাররা মদ খেয়ে কাটিয়েছেন।

তদন্ত করবে ইসিবি

নতুন অভিযোগে বিদ্ধ বেন স্টোকসের দল।

ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার একাধিক সংবাদমাধ্যমে এমন খবর প্রকাশিত হওয়ার পর তদন্তের কথা জানিয়েছেন ইসিবি-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর রব কি। বলেছেন, 'সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর অনেক সময় বিভ্রান্তিকর হয়। কোনও কোনও প্রতিবেদনে তো স্ট্যাগ ডু (ব্যাচেলর পার্টি)-এর সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। টানা ছয়দিন ধরে মদ্যপানের কথা সত্যি হলে আমরা তা মেনে নেব না।'

ব্রিসবেন টেস্টের পর ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা কুইন্সল্যান্ডের নুসায় কাটাতে যায়। শোনা যাচ্ছে, সেই সময়টাতেই ইংরেজ ক্রিকেটাররা মদ্যপানে ডুবে ছিলেন। যা নিয়ে রব বলেছেন, 'সত্যি কী আমরা খতিয়ে দেখব। কোথাও বাড়িয়ে বলা হচ্ছে কি না তা দেখা হবে। ধরুন কোথাও ৫-৬ জন একসঙ্গে খেতে গিয়েছিল, সেইসময় কারও হাতে পানীয়ের গ্লাস থাকলেই আমাদের এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ঠিক নয়।' তবে ইসিবি যে মদ্যপানের সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করে না সেটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন। বলেছেন, 'যদি সত্যিই ব্যাপারটা স্ট্যাগ ডু পার্টি হয়ে দাঁড়ায় তাহলে আমরা মেনে নেব না। মদ্যপান করলে চাপ কমে না। এই ধরনের সংস্কৃতিতে আমরা বিশ্বাস করি না, সমর্থনও নেই আমাদের।'

নর্থবেঙ্গলকে আটকে খাতা খুলল কোপা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : প্রাক ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে সহকারী কোচ সুলে মুসার দল নিয়ে দেখানো আত্মবিশ্বাসের সম্পূর্ণ উলটো ছবি মঙ্গলবার দুপুরে

নর্থবেঙ্গল ইউনাইটেড এফসি-র খেলায় দেখা গেল। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে প্রথমবার খেলতে নেমে শুরুর দিকে চাপ সৃষ্টি করলেও বিপক্ষ বক্সে গিয়ে নর্থবেঙ্গল বল পজিশন হাতছাড়া করায় গোলমুখ খুলতে পারেনি। নিটফল, বেঙ্গল সুপার লিগে (বিএসএল) প্রথম হোম ম্যাচ খেলতে নেমে তারা গোলশূন্য ড্র করে ফিরল। সেটাও হল এমন একটা দলের বিরুদ্ধে যারা হারের হ্যাটট্রিক করে লিগ টেবিলে সবার শেষে। কোপা টাইগার্স বীরভূম এদিন ড্র করে পয়েন্টের খাতা খুলল। ৪ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে নর্থবেঙ্গল ইউনাইটেড আছে তিন নম্বরে। শীর্ষে থাকা জেএইচআর রয়্যাল সিটি এফসি ৪ ম্যাচ থেকে ৯ পয়েন্ট পেয়েছে। সেকেন্ড বয় সুন্দরবন বেঙ্গল অটো এফসি-র সংগ্রহেও ৯ পয়েন্ট। তবে তারা ১ ম্যাচ কম খেলেছে।

চেষ্টা করেও গোলমুখ খুলতে পারল না নর্থবেঙ্গল ইউনাইটেড। -সূত্রধর

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিচ্ছে গাজোলের আদিবাসী ফুটবল ক্লাব। ছবি : খোকন সাহা

সেরা আদিবাসী ক্লাব

বাগডোগরা, ২৩ ডিসেম্বর : চিত্তরঞ্জন হাইস্কুলের মাঠে আয়োজিত প্রশান্ত দাস, রিঙ্কু দাস, গীতারানি ঘোষ ও লীলাধর গোয়েল ট্রফি নৈশ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল গাজোলের আদিবাসী ফুটবল ক্লাব। ফাইনালে তারা ২-০ গোলে হারিয়েছে ইসলামপুরের প্রশিক্ষাকে। লুইস ও রাজেশ সিংহে গোল করেন। ফাইনালের সেরা আদিবাসী ক্লাবের গোলরক্ষক আকাশ রায়। প্রতিযোগিতার সেরা গোলরক্ষকও তিনিই। সর্বোচ্চ গোলস্কোরার প্রশিক্ষার নীরজ কার্জি ও রোমান ভুজেল। প্রতিযোগিতার সেরা আদিবাসী ক্লাবের মার্কো। ফেয়ার প্লে ট্রফি পেয়েছে বালুরঘাট টাউন ক্লাব। ফাইনালের সূচনা করেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের কোর কমিটির সদস্য শংকর মালাকার, টিএমসি এসসি-ওবিসি সেলের জেলা সভাপতি নীরেন রায় প্রমুখ। বিরতির সময় আকর্ষণীয় বাজি প্রদর্শনী করা হয়। পরে অবশ্য বাজি থেকে মাঠ সংলগ্ন আবর্জনায় আগুন লেগে সাময়িক বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছিল।

আরসিবির নতুন সদস্য ডাফির বন্দনায় অশ্বীন

বেঙ্গালুরু, ২৩ ডিসেম্বর : নিউজিল্যান্ডের বোলার হিসেবে এক মরশুমে সর্বাধিক আন্তর্জাতিক উইকেট নেওয়ার নজির গড়েছেন জ্যাকব ডাফি। ভেঙেছেন রিচার্ড হ্যাডলির ৮০ উইকেটের রেকর্ড। রবিচন্দ্রন অশ্বীনের মতে, এহেন ডাফিকে নিলামে তুলে নেওয়া মাস্টারস্ট্রোক রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর। তাঁকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে সামাজিক মাধ্যমে অশ্বীন বলেছেন, 'দুর্দান্ত ক্রিকেটার ডাফি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্টে ২৩ উইকেট নিয়েছে ১৫.৪৩ গড়ে। টি২০ বোলারদের র‌্যাংকিংয়েও শীর্ষস্থানে রয়েছে। একত্রিশে পা রেখে কেরিয়ারের সেরা ফর্মে রয়েছে। ২ কোটি টাকায় ডাফিকে পাওয়া আরসিবি-র দুর্দান্ত প্রাপ্তি।'

স্পিন নিয়ে খোঁচা স্টোকসকে

ডাফিকে নিয়ে উচ্ছ্বাসের পাশাপাশি বেন স্টোকসকে অফস্পিন খেলতে না পারা নিয়ে খোঁচা দিয়েছেন অশ্বীন। বলেছেন, 'দীর্ঘদিন ধরে অফস্পিনারদের সামলাতে না পারার সমস্যায় ভুগছে স্টোকস। ও দুর্দান্ত ক্রিকেটার। কিন্তু একই সঙ্গে একটা প্রশ্ন করা যেতে পারে- পেস বোলিং যেভাবে সামলায়, সেভাবে কি স্পিন খেলতে পারে না ও?' স্টোকসকে পরামর্শও দিয়েছেন অফস্পিন সামলানো নিয়ে। অশ্বীনের মন্তব্য, 'হাত থেকে বল বেরোনোর সময় তা ভালোভাবে লক্ষ্য করতে হবে। স্পিনের বিরুদ্ধে সফল হতে বলের লাইনে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ। নাহলে সমস্যায় পড়বে। বেন স্টোকস, বেন ডাকেট, আইডেন মার্করামদের দেখেছি স্পিন মানে সুইপ-রিভার্স সুইপ করে। আসলে স্পিন খেলার জন্য সঠিক টেকনিক না থাকায় এরা ওটা করে থাকে।'

টি২০-তে অধিনায়ক স্যান্টনার

ভারত সফরে ওডিআইয়ে নেতৃত্বে ব্রেসওয়েল

ওয়েলিংটন, ২৩ ডিসেম্বর : এখনও কুঁচকির চোট থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নন মিচেল স্যান্টনার। তাই ভারতের বিরুদ্ধে ৩ ম্যাচের ওডিআই সিরিজে তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। পরিবর্তে ১১ জানুয়ারি শুরু ওডিআই সিরিজে নিউজিল্যান্ডকে নেতৃত্ব দেবেন মাইকেল ব্রেসওয়েল। শুধু স্যান্টনার নন, ফেব্রুয়ারি মাসে শুরু টি২০ বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে কিউয়িরা সিরিজে বেশ কিছু নিয়মিত ক্রিকেটারকে বিশ্রাম দিয়েছে। দলে নতুন মুখ বাঁহাতি পেসার জেডেন লেনক্স, বোলিং অলরাউন্ডার ক্রিস্টিয়ান ক্লার্ক, লেগস্পিনার আদিত্য অশোক, সিম বোলার জোশ ক্লার্কসন ও পেসার মাইকেল রেই। ২১ জানুয়ারি থেকে শুরু ভারতের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজে অবশ্য নেতৃত্বে স্যান্টনার।

ওডিআই দল : মাইকেল ব্রেসওয়েল (অধিনায়ক), আদিত্য অশোক, ক্রিস্টিয়ান ক্লার্ক, জোশ ক্লার্কসন, ডেভন কনওয়ে, জ্যাক ফোকস, মিচেল হে, কাইল জেমিসন, নিক কেলি, জেডেন লেনক্স, ড্যারিল মিচেল, হেনরি নিকোলস, গ্লেন ফিলিপস, মাইকেল রেই ও উইল ইয়ং।

টি২০ দল : মিচেল স্যান্টনার (অধিনায়ক), মাইকেল ব্রেসওয়েল, মার্ক চ্যাপম্যান, ডেভন কনওয়ে, জ্যাকব ডাফি, জ্যাক ফোকস, ম্যাট হেনরি, কাইল জেমিসন, বেভন জ্যাকবস, ড্যারিল মিচেল, জেমস নিশাম, গ্লেন ফিলিপস, রাচিন রবীন্দ্র, টিম রবিনসন ও ইশ সোধি।

হাফডজন গোল মোহনবাগানের

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর : রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন ইয়ুথ স্পোর্টস অনূর্ধ্ব ১৭ চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচে মোহনবাগান ৬-১ গোলে হারিয়েছে চুঁচুড়া জুনিয়ার ফুটবল কোচিং ক্যাম্পকে। বাগানের হয়ে জোড়া গোল করে রাজদীপ পাল। বাকি গোল রোহিত, ঋজু, তুলুঙ্গ ও ঋষির।

স্মৃতির উদ্দেশ্যে

চিত্তরঞ্জন দত্ত
১১তম প্রয়াণ বার্ষিকীতে সশ্রদ্ধ স্মরণে
শোকাহত - ইলা দত্ত (স্ত্রী)
পুত্রদ্বয় : চিরঞ্জীব দত্ত ও চিরদীপ দত্ত
পুত্রবধূ : সরমী দত্ত ও শম্পা দত্ত
নাতি : দেবদীপ দত্ত
নাতনি : তানিশি দত্ত, কাশভি দত্ত
অতুলপ্রসাদ সরণি, শিলিগুড়ি।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা শিবু রায় - কে 23.09.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 35K 82290 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "সাধারণ পরিবারগুলিকে উন্নত করার জন্য ডিয়ার লটারি ও নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। এই জয় আমাদের জীবনে শান্তি ও স্থিতিশীলতা এনেছে এবং প্রতিনিয়ত চলতে থাকা চিন্তাভাবনা থেকে অনেকটাই মুক্ত করেছে। এটা সত্যিই আমাদের জন্য এক বড় আশীর্বাদ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

জিতল অগ্রগামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় মণীন্দ্রনাথ সরকার, স্নেহলতা সরকার ও জগদীশ সিনহা ট্রফি নিউ আইডিয়াল ডেকোরেটার ও ফ্লেক্স সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে মঙ্গলবার অগ্রগামী সংঘ ৮০ রানে হারিয়েছে নবীন সংঘকে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টসে হেরে অগ্রগামী ২৬ ওভারে ৭ উইকেটে ১৬০ রান করে। আদিত্য শর্মা ৫১ ও ইপু সাহা ৩৯ রান করেন। আবির চট্টোপাধ্যায় ৪০ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেছেন অক্ষয় শর্মাও (৩৭/২)। জবাবে নবীন ২২.২ ওভারে ৮০ রানে গুটিয়ে যায়। তাদের সর্বাধিক ২৫ রান দেবজিৎ মুখোপাধ্যায়ের। ম্যাচের সেরা ইপু ১৯ ও বিজয় শর্মা ১৯ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন। বুধবার খেলবে বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব ও শিলিগুড়ি কিশোর সংঘ।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন ইপু সাহা।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিয়ে শুভজিৎ রায়।

বড় জয় বিধানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ার ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে মঙ্গলবার বিধান স্পোর্টিং ক্লাব ৮ উইকেটে জিতেছে নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে। তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের মাঠে টসে জিতে নেতাজি ৩০.৫ ওভারে ১২৯ রানে অল আউট হয়। গোবিন্দ রাস্তোগি ৪৫ ও রবি রায় ৩৫ রান করেন। দেবা মণ্ডল ১২, মনোরঞ্জন বর্মন ১৩ ও শ্রীজীব মিত্তাই ১৯ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে বিধান ২৪ ওভারে ২ উইকেটে ১৩১ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা শুভজিৎ রায় ৬১ ও অভিজিৎ মজুমদার ৫৩ রানে অপরাজিত থাকেন। ভালো বোলিং করেছেন রবি (৪১/২)। বুধবার খেলবে শিলিগুড়ি স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও বান্ধব সংঘ।

manipalhospitals
LIFE'S ON

EXPERT SPEAK

হেড এন্ড নেক ক্যান্সারের দ্রুত রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা আবশ্যক!

ডাঃ মনীশ গোস্বামী - কনসালটেন্ট হেড অ্যান্ড নেক সার্জিক্যাল অঙ্কোলজি
MBBS | MS-ENT | FACS (USA) | Fellowship in Head & Neck Onco Surgery

১) মুখ ও গলার ক্যান্সার আসলে কী?
মুখের ভিতরে মুখগহ্বরে, জিহ্বাতে, মাড়িতে, গলায় এবং স্বরযন্ত্রে হওয়া ক্যান্সারকে একত্রে মুখ ও গলার ক্যানসার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। থাইরয়েড এবং লালা গ্রন্থির (প্যারোটিড) ক্যান্সারও হেড নেক ক্যান্সারের আওতায় পড়ে।

২) মুখের ক্যান্সার চিনবেন কেমন করে?
মাড়িতে, জিভে বা মুখের ভিতরে লাল বা সাদা রঙের ঘা দেখা গেলে বুঝতে হবে সমস্যা গভীরে রয়েছে। এছাড়া চোয়াল ফুলে থাকলে, আচমকাই রক্তপাত হতে থাকলে, মুখের ভিতরে ব্যথা অথবা গলা এ কোনো ঢ্যালার মতো লাম্প অনুভব করলে সতর্ক হতে হবে।

৩) কেন হয় মুখ ও গলার ক্যান্সার?
অ্যালকোহল, তামাক ও সুপারি সেবন করলে মুখ ও গলার ক্যান্সারের ঝুঁকি থাকে। পেশাগত কারণে রেডিয়েশন বা ভাইরাল ইনফেকশন থেকেও মুখ গলার ক্যান্সার হতে পারে।

৪) চিকিৎসা কোন পথে হয়?
সার্জারি, রেডিয়েশন, কেমোথেরাপি, টার্গেটেড থেরাপি, ইমিউনোথেরাপির কোনো একটি বা কয়েকটি মিলিয়ে চিকিৎসা করা হয়। মুখের ভিতরে কোন স্থানে ক্যান্সার বা টিউমার রয়েছে, কোন স্টেজে রয়েছে ক্যান্সার এবং রোগীর বয়স ও সার্বিক স্বাস্থ্য দেখে চিকিৎসার গতি-প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। সময়মত সনাক্তকরণ এবং চিকিৎসার মাধ্যমে, বেশিরভাগ প্রাথমিক পর্যায়ের হেড এন্ড নেক ক্যান্সার নিরাময়ের ভাল সম্ভাবনা রয়েছে।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট-এর জন্য 0353 662 0000
মণিপাল হসপিটাল, রাঙাপানি
রাঙাপানি, শিলিগুড়ির নিকট, দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ - 734434